পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 30 Tuesday, 30 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা ❋ ১৪ পৌষ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

হুমায়ুন ইস্যুতে বিস্ফোরক সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে বিজেপির অবস্থান এখনো স্পষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য অনুযায়ী, দল এখনই এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নয়। সোমবার সকালে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ''এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না। কেউই জানেন না এই মানুষটা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাবেন।'' এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। সুকান্ত মজুমদারের ভাষায়, হুমায়ুন কবীরের দিকনির্দেশনা এখনও অনিশ্চিত। রাজনৈতিক মহল থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, হুমায়ুন নিজের অবস্থান নিয়ে স্পষ্ট নয়, যার ফলে দলও সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটা একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক কৌশল, যেখানে বিজেপি হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে সময় নেয, পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। উল্লেখযোগ্য, হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে এই পরিস্থিতি নতুন নয়। সম্প্রতি তাকে কেন্দ্র করে কিছু রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম হয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিজেপি চাইছে যাতে হুমায়ুন নিজের অবস্থান স্পষ্ট না করে। কারণ, দলের পক্ষে এমন মুহূর্তে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। অন্যদিকে, হুমায়ুন কবীর যদি কোনোভাবে অন্য রাজনৈতিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, তা দলের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে। সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যের মাধ্যমে আরও পরিষ্কার হয়েছে যে, বিজেপি এখন কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে। তারা চাইছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, হুমায়ুন কবীর যদি শেষ পর্যন্ত দলের দিকে আসেন, তাহলে তা বিজেপির জন্য বড় সুবিধা। কিন্তু যদি তিনি অন্য কোনো দলে যোগ দেন বা অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নেন, তা রাজনৈতিক অঙ্ককে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারে। সুকান্ত মজুমদার আরও বলেন, ''আমরা এই মুহূর্তে কোনো রূপরেখা প্রকাশ করতে চাই না। হুমায়ুনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে আমরা সকল সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখছি।'' তিনি এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে যে, দল এখনো হুমায়ুনের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করছে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় নেবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, হুমায়ুন কবীরের পরিস্থিতি বিজেপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক চরিত্র, যার অবস্থান যেকোনো নির্বাচনী প্রভাব তৈরি করতে পারে। এই কারণে দলও সাবধানতা অবলম্বন করছে এবং জনসমক্ষে কোন মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে অবস্থার সম্যক মূল্যায়ন করছে।

বহুতলেই কি হবে ভোটকেন্দ্র?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের বহুতল ও আবাসনগুলিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র গড়ে তোলার বিষয়ে আরও সক্রিয় হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই লক্ষ্যে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসতে চলেছে কমিশনের প্রতিনিধি দল। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার এই বিষয়েই ডিইও-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন ডেপুটি কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। দুপুর নাগাদ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। মঙ্গলবারই দিল্লি থেকে কলকাতায় পৌঁছবেন ডেপুটি কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন বহুতল ও হাউসিং সোসাইটিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরিতে অনীহা রয়েছে-এমন একটি রিপোর্ট সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের হাতে আসে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরপরই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিষয়টি নিয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারই পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে কমিশন সূত্রে খবর। যদিও, বহুতলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরির বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান এক নয়। এই প্রসঙ্গে সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের। তাই যেখানে বাস্তবিক অর্থে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরির প্রয়োজন রয়েছে, সেখানেই বুথ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

উন্নাও ধর্ষণকাণ্ড

কুলদীপের জামিন নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বরঃ 'তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামী, তাঁকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়!' সোমবার উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন এমনই মন্তব্য করল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত নেতৃত্বাধীন মোট তিন বিচারপতির অবকাশকালীন বেঞ্চ। উন্নাও-কাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত আসামী তথা বিজেপির বহিস্কৃত বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারের জামিন নির্দেশে স্থগিতদেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। এই রায়ের ফলে আপাতত জেলমুক্তি হচ্ছে না ওই প্রাক্তন বিধায়কের। স্বস্তি পেলেন উন্নাও-কাণ্ডের নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে ২০১৯ সালে নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শোনানো হয় বিজেপি প্রাক্তন বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারকে। গত মঙ্গলবার সেই সাজাই মকুব করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। যা দেশের আইনশৃঙ্খলার ও বিচারব্যবস্থার দিকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বলেই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। এদিন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত নেতৃত্বাধীন অবকাশকালীন

বেঞ্চ বলে, ''দেশের আইনব্যবস্থার দিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।'' কুলদীপের সাজা মকুবের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠেছিল দিল্লি হাইকোর্টে। বরাবর স্বাস্থ্যকে হাতিয়ার করা কুলদীপ তার নামের পাশ থেকে 'জনপ্রতিনিধি' সরানোর আর্জি জানায়। সাজা মকুবের মামলায় যা কাজ করেছিল 'ব্রহ্মাস্ত্রের' মতো। উন্নাওয়ের এই ধর্ষণকাণ্ডের ভিত্তিতে কুলদীপের বিরুদ্ধে পকসো মামলা দায়ের পেয়েছিল। তাতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল কুলদীপ। জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এই পকসো আইন আরও কড়া। যার মার পড়েছিল বহিস্কৃত বিধায়কের উপরও। তাই সেই তকমা সরাতেই উদ্যত হয় কুলদীপ। তাতে অনুমোদন দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। মকুব হয় সাজা। পকসো আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী, যদি অভিযুক্ত 'জনপ্রতিনিধি' হন, তা হলে সে দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম সাজা হবে ২০ বছর। যে সময় এই ধর্ষণকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল কুলদীপ তখন বহাল তবিয়তে বিধায়ক পদে বসেছিলেন। তাই সেই সূত্র ধরেই 'জনপ্রতিনিধি' ধারার ভিত্তিতেই সাজা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কয়েক বছরের মাথায় দিল্লি হাইকোর্ট তুলে দেয় সেই 'জনপ্রতিনিধি' তকমা। তৎকালীন সময়ে বিধায়ক, কিন্তু 'জনপ্রতিনিধি' তকমা নেই কুলদীপের। ফলত মকুব হয় সাজা। সোমবার কুলদীপের জনপ্রতিনিধিত্ব নিয়ে তৈরি হওয়া প্রশ্ন উঠেছিল শীর্ষ আদালতেও। সিবিআইয়ের হয়ে সওয়ালকারী দেশের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, ''কুলদীপ কোনও জনপ্রতিনিধি ছিলেন না, এই যুক্তিতেই তাঁকে পকসোর আইনের ধারা ৫-এর বাইরে রাখে হাইকোর্ট।'' কিন্তু পকসো আইনে সংজ্ঞা যে এই কথা বলে না, সেটাও উল্লেখ করেন সলিসিটর জেনারেল। তাঁর যুক্তি, ''পকসো আইনে কোনও অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধির জন্য থাকা বিধান অনুযায়ী, সেই জনপ্রতিনিধি নির্যাতিত শিশুর তুলনায় সমাজে উচ্চস্তরে রয়েছে কিনা সেটা দেখে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখিত জনপ্রতিনিধির অর্থের সঙ্গে চিরাচরিত অর্থের সাদৃশ্য থাকবে এমনটা নয়। সেঙ্গার একজন ক্ষমতাশালী বিধায়ক ছিলেন, এলাকাতেও তাঁর বিরাট দাপট ছিল, এখনও হয়তো রয়েছ।'' সলিসিটর জেনারেলের যুক্তি শোনার পর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ''যদি দিল্লি হাইকোর্টের এই ব্যাখ্যা গৃহীত হয়, তা হলে একজন পুলিশ কনস্টেবল জনপ্রতিনিধি হয়ে যাবেন, কিন্তু বিধায়ক কিংবা সাংসদ নন।'' অভিযুক্তের পক্ষ না শুনে কখনও কোনও ট্রায়াল কোর্ট বা হাইকোর্টের দেওয়া জামিন নির্দেশে দেশের শীর্ষ আদালত স্থগিতাদেশ চাপায় না। তাই সোমের নির্দেশের ক্ষেত্রেও কুলদীপের অবস্থান জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত।

তিন দিনের সফরে রাজ্যে এলেন অমিত শাহ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ তিন দিনের সফরে রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অসমের কর্মসূচি শেষ করে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছোন তিনি। শাহ পৌঁছোনোর আগে থেকেই দমদম বিমানবন্দরের বাইরে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের ভিড় জমেছিল। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বিজেপি কর্মীদের জমায়েতের দিকে হাত নাড়েন তিনি। গাড়ি থেকে নেমে বেশ কিছুটা হেঁটে এগিয়েও যান কর্মীদের দিকে। আগে কখনও বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর সময়ে এমনটা করতে দেখা যায়নি তাঁকে। বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর সময়ে শাহের গাড়িতে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

'সহ্যেরও কিন্তু সীমা আছে'

দুর্গা অঙ্গন শিলান্যাস করে 'তোষণের রাজনীতি' প্রসঙ্গে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ সোমবার দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস মঞ্চ থেকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা 'তোষণের রাজনীতি'-র অভিযোগের সরাসরি জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, ভিন্ন ধর্ম মানেই ভিন্ন রীতি, আর সেই রীতিকে সম্মান জানানোই তাঁর রাজনৈতিক ও মানবিক বিশ্বাসের অংশ। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''সব ধর্মের আলাদা আলাদা নিয়ম রয়েছে। অন্য ধর্মের অনুষ্ঠানে গেলে সেই নিয়ম মানতেই হবে।'' এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই নাম না করে বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, ''অনেক সহ্য করা হচ্ছে, কিন্তু সহ্যেরও একটি সীমা আছে।'' রাজনৈতিক মহলের মতে, এ দিনের বক্তব্য শুধুই ধর্মীয় প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া এবং তার জেরে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত দু'মাসে যে মৃত্যুগুলি সামনে এসেছে, তার অধিকাংশই আত্মহত্যা এবং সেগুলির সঙ্গে এসআইআর পরিস্থিতির যোগ রয়েছে বলেই দাবি উঠছে। এই আবহেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা 'তোষণ'-এর অভিযোগকে সরাসরি খারিজ করে বলেন, তাঁর রাজনীতির ভিত্তি কোনও বিশেষ ধর্ম নয়, বরং সর্বধর্ম সমন্বয় ও মানবিকতার দর্শন। তাঁর বক্তব্য, ''আমার কাছে যে ধর্মের মানুষই আসুন না কেন, আমি চেষ্টা করি তাঁদের পাশে থাকতে। আমি তোষণ

করি না। আমি সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি।'' উদাহরণ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''শিখদের অনুষ্ঠানে গেলে মাথায় কাপড় ঢাকি - তখন তো কেউ প্রশ্ন তোলে না। তাহলে রোজায় গেলে আপত্তি কোথায়?'' এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই ধর্মীয় আচরণ নিয়ে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন তিনি। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আবেগপ্রবণ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত এক মাসে ৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু বা আত্মহত্যার খবর তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। এসব আর সহ্য হচ্ছে না, বলেন তিনি। মা দুর্গার কাছে মানুষের মঙ্গল ও শান্তির জন্য প্রার্থনার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে রাজনৈতিক বার্তাও দেন তিনি। সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতার সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলার আহ্বান জানিয়ে মমতা বলেন, ''ধৈর্য ধরছি, সহ্য করছি। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। বাংলার মানুষ মাথা নত করে না।'' ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে পরোক্ষে ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করাই তাঁর সরকারের মূল লক্ষ্য। তাঁর কথায়, ''প্রত্যেক মানুষের অধিকার রক্ষা করতেই হবে। যত বাধাই আসুক, সেই লড়াই চলছে এবং চলবে।'' এদিকে দুর্গা অঙ্গন প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান- ''জাতীয় উৎসব হিসেবে ইউনেস্কোর থেকে যে সম্মান পেয়েছি সেটা সংরক্ষিত রাখার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য, দুর্গা অঙ্গন প্রয়োজন।'' সকলকে অবগত করেন, 'দুর্গা অঙ্গন' নির্মাণে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২৬২ কোটি টাকা। মন্দির চত্বরের চারপাশে ২০ ফুট চওড়া ঘোরার পথ করা হচ্ছে। এছাড়া ১ হাজার ৮টি স্তম্ভ থাকছে এবং মূল গর্ভগৃহের উচ্চতা হবে ৫৪ মিটার। মূল মণ্ডপ ছাড়াও সিংহদুয়ার ও অন্য মণ্ডপও থাকবে এই 'দুর্গা অঙ্গন'-এ। মমতা দাবি করেন, এটি বিশ্বের বৃহত্তম দুর্গাঙ্গন হবে এবং এখানে প্রতিদিন যাতে এক লক্ষ ভক্ত আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য দুর্গা অঙ্গনের জমি নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। প্রথমে অন্য জায়গায় মন্দির তৈরি করার কথা হলেও, পরে সেই স্থান পরিবর্তন হয়। নিউ টাউনে ইকোপার্কের কাছে, নিউ টাউন বাসস্ট্যান্ডের উল্টোদিকে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই নিয়েও বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, স্বাস্থ্য ভবনের জায়গা প্রথমে বেছে নেওয়া হয়েছিল, পরে তা তুলে শিল্পের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের কথায় জায়গা সরানো হয়েছে, এমন দাবিও করেছিলেন শুভেন্দু। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর জানান, আগে যে জায়গাটা দেখা হয়েছিল, সেটি ১২ একরের। মমতা বলেন, ''পরে ভাবলাম যদি করতেই হয়, তাহলে ভাল করে করা দরকার। তাই এই জমিটি নেওয়া হয়েছে। এটি ১৭.২৮ একর।''

'আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধানে উদ্যোগ নিচ্ছেন না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়ার হিয়ারিংয়ে বয়স্কদেরও কেন অফিসে ডাকা হচ্ছে? কেন তাঁদের বাড়িতে যাচ্ছে না কমিশনের লোকজন? গতকালই এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সোমবার সিইও দফতরে গিয়ে এই নিয়ে অভিযোগ জানাল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। আর সেই অভিযোগ জানাতে গিয়েই সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্যারাকপুর সাংসদ পার্থ ভৌমিক। বৈঠকের মাঝে সিইও-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ''আপনারা আমাদের সমস্যাগুলির কোনও সমাধান করছেন না। কোনও পদক্ষেপও করা হচ্ছে না।'' শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-র হিয়ারিং পর্ব। ওইদিন সিইও দফতরে গিয়েছিলেন তৃণমূলের পাঁচ প্রতিনিধি। সেখানে নানা অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা। হিয়ারিং প্রক্রিয়ায় নানা অসুবিধা নিয়েও অভিযোগ জানিয়েছিলেন। গতকাল বিএলএ-২'দের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে বয়স্কদের হিয়ারিংয়ে ডাকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি

জানিয়েছিলেন, সোমবার এই নিয়ে সিইও দফতরে যাবে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সেইমতো এদিন পার্থ ভৌমিক, শশী পাঁজারা সিইও দফতরে যান। সেখানে সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন। আর ওই বৈঠকেই সিইও-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলেন, ''বয়স্ক নাগরিকদের যে সমস্যাগুলি নিয়ে বারবার জানানো হয়েছে, সেগুলির এখনও পর্যন্ত কোনও সমাধান হয়নি।'' তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''এই পরিস্থিতি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'' তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''যদি আমাদের বিষয়টি জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে তুলে ধরা না হয়, তাহলে আমরা আগামিকাল আবার এখানে ফিরে আসব।'' সিইও-র সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে পার্থ ভৌমিক বলেন, ''সিইও আমাদের বলেছেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবেন। বয়স্কদের বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিংয়ের বিষয় নিয়ে আজকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সিইও।'' যাঁরা রাজ্যের বাইরে রয়েছেন, তাঁদের ভার্চুয়ালি হিয়ারিংয়ের দাবিও জানান তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। হিয়ারিং প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ-রা থাকতে পারছেন না। এই নিয়ে গতকাল ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি বলেন, ''হিয়ারিংয়ে তৃণমূলের বিএলএ-রা থাকবেন।'' এদিন এই নিয়েও সিইও-র কাছে অভিযোগ করেন পার্থরা। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ''এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময় বিএলও-র সঙ্গে ছিলেন বিএলএ-রা। তাহলে হিয়ারিংয়ের সময় থাকতে পারবেন না কেন? আমরা তো বলছি না, শুধু তৃণমূলের বিএলএ-রা থাকবেন। সব রাজনৈতিক দলের বিএলএ-রা থাকবেন। যদি বিএলএ-দের থাকতে না দেওয়া হয়, সেটা লিখিত জানাক। আমরা আইনি পদক্ষেপ করব।'' পার্থ জানান, তাঁদের অভিযোগগুলি নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে সিইও জানিয়েছেন। উত্তর না পেলে তাঁরা ফের সিইও দফতরে আসবেন বলে জানিয়ে দেন পার্থ।

কাদের ক্ষেত্রে বাড়িতে হিয়ারিং জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ বয়স্কদের জন্য বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিংয়ের দাবি তুলেছে তৃণমূল। এবার কাদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং করা হবে, সেই সিদ্ধান্তের কথা জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশন জানিয়ে দিল, যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, সন্তানসম্ভবা এবং ৮৫ বছরের বেশি বয়স যাঁদের, সেই সব ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং করা হবে। তবে পঁচাশি বছরের নীচে যাঁদের বয়স, তাঁদের হিয়ারিংয়ের জন্য আসতে হবে। বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্যও বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং হবে বলে কমিশন জানিয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় হিয়ারিং শুরু হওয়ার পর থেকে নানা ইস্যুতে সরব হয়েছে। শনিবার হিয়ারিং পর্ব শুরু হয়েছে। ওইদিনই সিইও অফিসে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ফের এদিন সিইও দফতরে গিয়ে সিইও মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলের ৫ প্রতিনিধি। সেখানে বয়স্কদের হিয়ারিংয়ের জন্য অফিসে ডাকা নিয়ে সরব হন তাঁরা। আবার হিয়ারিংয়ে রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ ২'দের থাকতে দেওয়ার দাবি জানান। যাঁরা ভিন রাজ্যে রয়েছেন, তাঁদের ভার্চুয়ালি হিয়ারিংয়ের দাবিও জানান পার্থ ভৌমিক, শশী পাঁজারা। তৃণমূলের প্রতিনিধিরা সিইও-র সঙ্গে বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কমিশন জানিয়ে দিল কাদের হিয়ারিংয়ের জন্য আসতে হবে না। যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, সন্তানসম্ভবা, বিশেষভাবে সক্ষমদের হিয়ারিংয়ে জন্য অফিসে আসতে হবে না। তাঁদের বাড়িতে যাবে কমিশনের লোক। ৮৫ বছরের বেশি বয়স যাঁদের, তাঁদেরও আসতে হবে না। তবে যাঁদের বয়স পাঁচাশির কম, তাঁদের হিয়ারিংয়ে অফিসে আসতে হবে। বিএলএ-২'দের হিয়ারিং থাকতে দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের দাবি মানল না কমিশন। হিয়ারিংয়ে বিএলও, ইআরও, এইআরও ছাড়া কেউ থাকবে না। বিএলএ হিয়ারিংয়ে থাকবে না, এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য কমিশনকে জানিয়েছে সিইও দফতর। আবার ডিজিপি ও পুলিশ সুপারদের শুনানি কেন্দ্রে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলল কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, বিএলএ-২'দের নিয়ে ঝামেলা হলে হিয়ারিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাঁরা রাজ্যের বাইরে থাকে, তাঁদের ভার্চুয়ালি শুনানির দাবি জানিয়েছিল তৃণমূল। কমিশন জানাল, ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারেন। আর ভার্চুয়ালি হিয়ারিং হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও।

বাংলাদেশে কর্মরত ভারতীয়দের 'তাড়াতে চায়' হাদির সংগঠন, ইউনূসকে দিল ডেডলাইন

ঢাকা, ২৯ ডিসেম্বরঃ আবার টার্গেট ভারতীয়রা। হাদির ফেলে যাওয়া 'স্বপ্ন' পূরণ করতে উদ্যত্ত হয়েছে বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চ। রবিবার রাত ১০টা নাগাদ শাহবাগ মোড়ে 'সর্বাত্মক অবরোধ' কর্মসূচি থেকে একগুচ্ছ দাবি জানিয়েছে সংগঠনের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাব। এই দাবিগুলি পূরণের জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে ডেডলাইনও ধরিয়ে দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের প্রধান দাবি হল হাদির 'খুনি' এবং হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত প্রত্যেককে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আবদুল্লাহ আল জাবের কথায়, ''যে বা যাঁরা হাদিকে খুন করেছে, খুনের পরিকল্পনা করেছে, সহায়তা করেছে, তাঁদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করে আগামী ২৪ দিনের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।'' নিজেদের চার দফা দাবিতে ভারতবিরোধিতাকেও জায়গা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। ঢাকার বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত ওসমান হাদির প্রতিটি ভাষণে ঠিক যে ভাবে জায়গা পেত ভারতবিরোধিতা, একই ভাবে পেয়েছে ইনকিলাব মঞ্চের দাবির তালিকাতেও। সংগঠনের মতে, ''স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব' টিকিয়ে রাখতে দেশে কর্মরত ভারতীয়দের ওয়্যাক পারমিট বা কাজের অনুমতি বাতিল করতে হবে।'' তৃতীয় দাবিতে ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে ইনকিলাব মঞ্চের আবেদন, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লিগের নেতা-কর্মীরা যারা নয়াদিল্লিতে 'আশ্রয় নিয়েছেন', তাঁদেরকে যদি ফেরত না দেওয়া হয়, তা হলে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। পাশাপাশি, চতুর্থ দাবি হিসাবে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা এবং সেনার অন্দরে থাকা হাসিনা-পন্থীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে হাদির সংগঠন। এই প্রতিটি দাবি

পূরণের জন্য ইউনূস সরকারকে ২৪ দিনের সময়সীমা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। উল্লেখ্য, ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে গত শুক্রবার দুপুর থেকে শাহবাগ মোড়ে টানা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। শনিবার রাতে এই অবস্থান-বিক্ষোভকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার আর্জি করেন মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। সেই মর্মেই এবার পিরোজপুরে জেলায় পর পর অন্তত পাঁচটি হিন্দু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পিরোজপুর। সূত্রের খবর, সোমবার ভোরে ডুমরিতলা গ্রামের অন্তত পাঁচটি হিন্দু বাড়িতে পর পর আগুন লাগিয়ে দেয় একদল দুষ্কৃতী। সেই সময় ঘরের ভিতরেই ঘুমাচ্ছিলেন সদস্যরা। আগুন টের পেতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। তড়িঘড়ি বাইরে বেরোতে গেলে দেখেন দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। কোনও মতে বাঁশের দেওয়াল ভেঙে তাঁরা বাইরে বেরোন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হুলস্থুল পড়ে যায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সূত্রের খবর, পাঁচটি বাড়িই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। হামলার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত বছরের জুলাইয়ে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকেই রণক্ষেত্র বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর মহম্মদ ইউনুস দায়িত্ব নিলেও কট্টরপন্থীদের দাপাদাপি আরও বেড়েছে। সম্প্রতি ছাত্রনেতা হাদি খুনের ঘটনায় ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় সেদেশের সংবাদমাধ্যমের দপ্তরগুলিতে। এমনকী অগ্নিসংযোগও করে দেওয়া হয়। কট্টরপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানটও। সেখানেও রাতভর চলে তাণ্ডব। এরপরই সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু দাসকে গণপিটুনির পর তাঁর দেহ গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় কেঁপে ওঠে গোটা বিশ্ব। তারপর থেকেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার খবর। এবার পিরোজপুরের এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করল।

আরাবল্লী নিয়ে আগের রায়ে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ আরাবল্লী পাহাড় ও পর্বতমালার অভিন্ন সংজ্ঞা গ্রহণ করে গত ২০ নভেম্বর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সোমবার সুপ্রিম কোর্ট নিজেই তা স্থগিত করেছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর অবকাশকালীন বেঞ্চ বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানিতে এ কথা জানানো হয়েছে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, কিছু বিষয় আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আদালত এই মামলায় কেন্দ্র এবং অন্যান্যদের নোটিশ জারি করেছে। পরবর্তী শুনানির জন্য ২১ জানুয়ারি দিনটি ধার্য করা হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর শীর্ষ আদালত আরাবল্লী পাহাড় এবং পর্বতশ্রেণির একটি অভিন্ন সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিল এবং বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাট জুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলে নতুন খনির ইজারা দেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

সমাজ মাধ্যমে সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

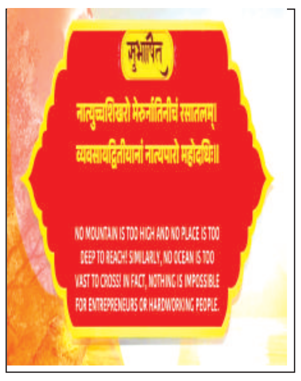

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ কঠোর পরিশ্রমী ও উদ্যোগী মানুষের কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় - সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বার্তা সম্বলিত সংস্কৃত সুভাষিতম তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই সংস্কৃত সুভাষিতম সোশ্যাল মিডিয়া এক্স মাধ্যমে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, নাত্যুচ্চশিখরো মেরুনার্তিনিচ রসতলম্।ব্যবসায়দ্বিতিয়ানা নাত্যপারো মহোদধিঃ ।এই সুভাষিতমে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ভাবে অলঙ্ঘ্য কোনও পর্বত নেই এবং এমন কোনও গভীর স্থান নেই যেখানে পৌঁছনো যায় না! পাড়ি দেওয়া অসম্ভব এমন কোনও সাগরও নেই।

উপত্যকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা, খুশি পর্যটকরা

শ্রীনগর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ গত রবিবার রাতে উপত্যকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় কাশ্মীরে নতুন করে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। রবিবার রাতে শ্রীনগর শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা বছরের এই সময়ের স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি। গুলমার্গে ছিল উপত্যকার সবচেয়ে ঠান্ডা, পারদ নেমেছিল মাইনাস ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তবে, সেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে তিন ডিগ্রি বেশি ছিল। দক্ষিণ কাশ্মীরের পর্যটন কেন্দ্র পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ১.৮ ছিল, যেটা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি। কাজিগুন্ডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার মাঝারি তুষারপাতের সম্ভাবনা আছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার আবহাওয়া মেঘলা থাকার সম্ভাবনা। উঁচু অঞ্চলে বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। আবহাওয়ার এই পূর্বাভাসে খুশি ওখানে বেড়াতে যাওয়া বহু পর্যটক।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

১২৯-তম 'মন কি বাত'-এ মণিপুরের নারী উদ্যোক্তাদের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

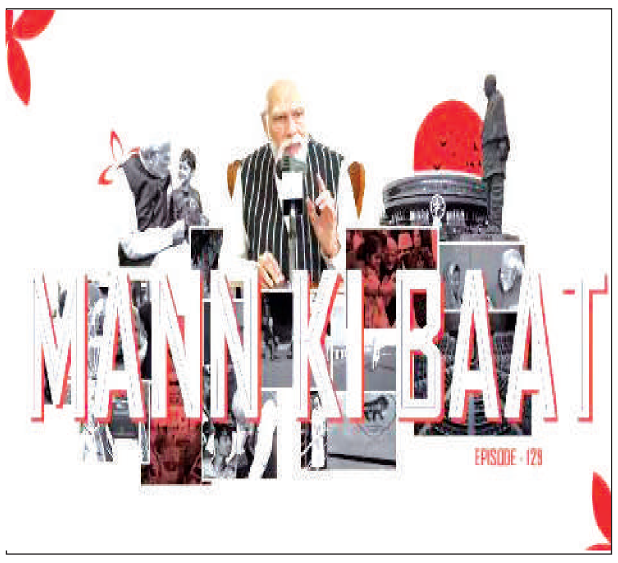

ইম্ফল, ২৯ ডিসেম্বর ঃ গত রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান ১২৯-তম ' মন কি বাত'-এ মণিপুরের অনুপ্রেরণাদায়ক নারী উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।মোদী বলেন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে যুক্ত করা গেলে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী জানান, ' মন কি বাত' এমন এক মঞ্চ, যেখানে নিষ্ঠা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িতকারীদের তুলে ধরা হয়। এই প্রেক্ষাপটে তিনি চূড়াচাঁদপুর জেলার মার্গারেট রামথারসিয়েমের উদ্যোগকে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রামথারসিয়েম তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন একজন হস্তশিল্প শিল্পী হিসেবে। কিন্তু তিনি মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী পণ্য-হস্তশিল্প সহ বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি সামগ্রী নিয়ে আরও বৃহত্তর ভূমিকার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিস্তৃত এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সমাজে পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আজ তাঁর হস্তশিল্প ইউনিটে ৫০ জনেরও বেশি স্থানীয় কারিগর কাজ করছে। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি তাঁর হস্তশিল্পের পণ্য সামগ্রী এখন দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যে তাঁ সফল বাজার পেয়েছে।মোদী সেনাপতি জেলার চোকোনে ক্রিচেনার গল্পও শুনিয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজে গভীরভাবে যুক্ত একটি পরিবার থেকে ওঠে এসে ক্রিচেনা ফুলচাষে বৈচিত্র্য এনেছেন। তিনি তাঁর আগ্রহকে একটি টেকসই জীবিকাভিত্তিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করেছেন, যা স্থানীয় উৎপাদনকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করছে এবং অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়িত করছে।এই উদাহরণগুলো তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সহায়তায় ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা ও জ্ঞান শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিনে পরিণত হতে পারে। তিনি নাগরিকদের তাঁদের আশপাশের এমন আরও সাফল্যের গল্প ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ স্বীকৃতি ও ব্যাপক প্রচারের যোগ্য।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান ' মন কি বাত' অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্বতী গিরিকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী মাসে আমরা দেশের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করব। যখনই এরকম অবসর আসে, তখনই আমাদের মন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আমাদের দেশ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংঘর্ষ করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ নিজেদের অবদান রেখেছে। কিন্তু, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার অনেক বীর - বীরাঙ্গনারা সেই সম্মান পাননি, যা তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল। এইরকমই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন - ওড়িশার পার্বতী গিরি। জানুয়ারি ২০২৬ এ তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হবে। তিনি ১৬ বছর বয়সে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' অংশগ্রহন করেন। স্বাধীনতার আন্দোলনের পর পার্বতী গিরি জী নিজের জীবন সমাজসেবা ও জনজাতীয় কল্যাণে সমর্পণ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাও করেন। ওঁর প্রেরণামুলক জীবন প্রত্যেক প্রজন্মকে পথ দেখাবে। আমি পার্বতী গিরি জী কে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা আমাদের দাযিত্ব যে আমরা যেন নিজেদের ঐতিহ্যকে না ভুলি। আমরা স্বাধীনতা প্রদানকারী বীর এবং বীরাঙ্গনাদের মহান গাথা কে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবো।

দিল্লি ও এনসিএর বাতাসে 'গুরুতরদূষণ, কুয়াশা বেড়েছে স্বাস্থ্যঝুঁকি

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লি ও এর পার্শ্ববর্তী ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন (এনসিআর) এলাকা বর্তমানে এক অস্বাভাবিক ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশা শহরটিকে ঢেকে রেখেছে, সেই সঙ্গে বাতাসের দূষণের মাত্রাও বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। সোমবার সকালে দিল্লির বায়ুর মান সূচক বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) 'গুরুতর' পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করছে।এদিন সকালে রাজধানীর গড় একিউআই ছিল ৪০২। তবে শহরের কিছু এলাকায় দূষণের মাত্রা আরও ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে অক্ষরধাম সংলগ্ন এলাকা ৪৫৯ একিউআইতে পৌঁছেছে, যা শিশু, বৃদ্ধ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগা মানুষদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই মাত্রার বাতাসে বাইরে দীর্ঘ সময় থাকার ফলে ফুসফুসের রোগ, অস্থায়ী শ্বাসকষ্ট এবং চোখ ও গলার জ্বালা বৃদ্ধি পেতে পারে।দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই ঘন কুয়াশা এবং তীব্র দূষণের কারণে ' জারি করেছে। বিশেষজ্ঞরা সাধারণ মানুষকে ঘরের ভিতরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং যারা বাইরে বের হন তাদের জন্য মুখোশ ব্যবহার অপরিহার্য বলে জানিয়েছেন। এছাড়াও শিশুবৃন্দ, বৃদ্ধ এবং শ্বাসকষ্টে ভোগা ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বাতাসের মানের সূচক বা একিউআই ০-৫০ পর্যন্ত থাকলে তা ' হিসেবে ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ এর মধ্যে হলে তা ' ১০১-২০০ হলে ' এবং ২০১-৩০০ হলে ' মান হিসেবে গণ্য করা হয়। ৩০১-৪০০ হলে ' খুব খারাপ' এবং ৪০১-৫০০ হলে ' পর্যায়ে ধরা হয়। এই অনুযায়ী, সোমবারের সূচক পুরো রাজধানীকে স্বাস্থ্যঝুঁকির চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।দিল্লির পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শীতকালে যেমন ঘন কুয়াশা সৃষ্টি হয়, তেমনি শহরের শিল্পনগরী ও যানবাহনের ধোঁয়া দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে শহরের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকাগুলিতে দূষণের মাত্রা অন্যান্য এলাকার তুলনায় অনেক বেশি। তারা জানাচ্ছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই পরিস্থিতি শহরের বাসিন্দাদের শারীরিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহল ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে। স্কুল ও কলেজগুলিতে বাইরে খেলার জন্য সতর্কতা নেওয়া হয়েছে এবং প্রশাসন বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে প্রচার শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন, ঘন কুয়াশা এবং দূষণের সমন্বয়কারক পরিস্থিতি স্বাভাবিকতায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলছে।শহরের সাধারণ মানুষও ইতিমধ্যেই দূষণের প্রভাব অনুভব করছে। অনেকেই জানান, চোখে জ্বালা, গলায় ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও অস্বস্তি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে বাইরে বের হওয়ার সময় N৯৫ ধরনের মানসম্মত মাস্ক ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও ঘরের জানালা ও দরজা বন্ধ রেখে হাওয়া পরিশোধনের জন্য হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।এই পরিস্থিতি শুধু দিল্লি নয়, পার্শ্ববর্তী এনসিএর শহরগুলোতেও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। গাজিয়াবাদ, নোয়িডা, গ্রেটার নোযিড়া, ফড়ড়দাবাদ ও ঘাজিয়াবাদ সহ অন্যান্য শহরের বাতাসের মানও বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছে।

ফিরে দেখাঃ২০২৫ সালে ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সেরা ১০টি সাফল্য

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ২০২৫ সালটা ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে ঐতিহাসিক বছর। এই বছরটাতে ভারতের ক্রীড়াবিদরা ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন। তার মধ্যে ক্রিকেট, দাবা, প্যারা-অ্যাথলেটিক্স, অ্যাথলেটিক্স, ও খো-খো-এর মতো বিভিন্ন ইভেন্ট রয়েছে। তার মধ্যে থেকেই এমনই ১০টি সেরা সাফল্য তুলে ধরা হল এই প্রতিবেদনে।ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের বিশ্ব কাপ জয়ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে প্রথম মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করেছিল। এটা ছিল ভারতীয় ক্রিকেটের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।নীরজ চোপড়া (জ্যাভলিন থ্রো)ঃনীরজ চোপড়ার জন্য , ২০২৫ সাল ছিল ঐতিহাসিক নিক্ষেপের বছর। দোহা ডায়মন্ড লীগে, তিনি জ্যাভলিনে ৯০ মিটার বাধা অতিক্রমকারী প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হয়ে ওঠেন। তার যুগান্তকারী পারফরম্যান্স ট্র্যাক-এন্ড ফিল্ড সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করেছিল, তরুণ ক্রীড়াবিদদের সীমানা অতিক্রম করতে এবং ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা যে উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে তা প্রদর্শন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।সুমিত অ্যান্টিল (প্যারা-অ্যাথলেটিক্স)ঃপ্যারা-অ্যাথলিট সুমিত অ্যান্টিলের জন্য, ২০২৫ ছিল আরেকটি রেকর্ড ভাঙা বছর। জ্যাভলিন এফ৬৪ বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তিনি চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড ভেঙে টানা তৃতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ জিতেছেন। অ্যান্টিলের নিষ্ঠা এবং ধারাবাহিকতা তাকে ভারতের অন্যতম সেরা প্যারা-অ্যাথলিট করে তুলেছে, যা সারা দেশের অগণিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রীড়াবিদদের অনুপ্রাণিত করেছে।দিব্যা দেশমুখ (দাবা)ঃদিব্যা দেশমুখ ২০২৫ সালে, ১৯ বছর বয়সে, তিনি জর্জিয়ার বাতুমিতে ফিডে মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে কোনেরু হাম্পির মুখোমুখি হন।ধ্রুপদী খেলা এবং উত্তেজনাপূর্ণ টাই-ব্রেকের পর, দিব্যা চ্যাম্পিয়ন হন। এই জয় তাঁর গ্র্যান্ডমাস্টারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং বিশ্বব্যাপী দাবার সর্বোচ্চ স্তরে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করে।শীটেল দেবী (প্যারা-আর্চারি)ঃ শীতল দেবী ২০২৫ সালে, বিশ্ব তীরন্দাজ প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব খেতাব অর্জন করেন।বছরের শেষের দিকে, তিনি আরও একটি মাইলফলক অতিক্রম করেন, যখন তিনি এশিয়া কাপের জন্য ভারতের সক্ষম-শরীরের কম্পাউন্ড দলে নির্বাচিত হন, সেই স্তরে অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্যারা-তীরন্দাদাজ হন। তার যাত্রা ভারতীয় খেলাধুলায় উকর্ষতা এবং দক্ষতা কীভাবে বোঝা যায় তা প্রসারিত করে।সম্রাট রানা (অ্যাথলেটিক্সব্যাকইযার্ড ট্রেনিং)ঃ ২০২৫ সালে, কায়রোতে আইএসএসএফ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ১০ মিটার এযার পিস্তল ইভেন্টে সোনা এনে দেন তিনি।এই জয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই বিভাগে সিনিযর ব্যক্তিগত বিশ্ব খেতাব অর্জন করেন।অনিমেস কুজুর (অ্যাথলেটিক্স)ঃঝাড়খণ্ডের গ্রামীণ ট্র্যাক থেকে আন্তর্জাতিক যোগ্যতা অর্জন করেন অনিমেষ। অনিমেষ কুজুরের উত্থান ২০২৫ সালে। তিনি জাতীয় ১০০ মিটার রেকর্ড ভেঙে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন। ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দলঃভারতের রোহিত শর্মা ও সূর্য শেখরের দল আইসিসি চ্যাম্পিযন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ টি-২০ শিরোপা জেতে ।ভারতের পুরুষ ও মহিলা খো-খো দলঃ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, খো খো বিশ্বকাপে , ভারতের পুরুষ এবং মহিলা দল উভয় শিরোপা জিতে ক্লিন সুইপ অর্জন করে। প্রতিটি ম্যাচেই দুটি দল কৌশলগত প্রতিভা এবং শক্তিশালী দলগত কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে।ভারতের এই জয় তিনি বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণীয় করেছে।ভারতের মহিলা দৃষ্টিহীন ক্রিকেট দল অপরাজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেঃভারতের প্রথম দৃষ্টিহীন মহিলাদের দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করে। প্রতিযোগিতা জুড়ে দলটি নির্ভীক ব্যাটিং, সুশৃঙ্খল বোলিং এবং তীক্ষ্ণ ফিল্ডিং উভয়ই উপভোগ করে।তাদের শিরোপা জয় অন্তর্ভুক্তিমূলক খেলাধুলো এবং বৃহত্তর স্বীকৃতির দাবিকে আরও শক্তিশালী করেছে।ভারতের মহিলা আইস হকি দল ঐতিহাসিক এশিয়া কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছেঃ২০২৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এশিয়া কাপে ভারতের মহিলা আইস হকি দল লাদাখ এবং হিমাচল প্রদেশের হিমায়িত হ্রদ এবং অস্থায়ী রিঙ্কগুলিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। তাদের পডিয়াম ফিনিশিং স্থিতিস্থাপকতা এবং বিশ্বাসের প্রতীক ছিল।হকিতে ভারতের এশিয়া কাপ জয় (পুরুষ)ঃভারত এশিয়া কাপ হকিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০২৩ বিশ্বকাপের জন্য সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে, যা দলের দক্ষতা ও ঐক্যের প্রতিফলন। অন্যদিকে ২০২৫ সাল বিশ্বজুড়ে মহিলা ক্রীড়াবিদদের জন্য স্মরণীয় বছর। এবছর মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা, দর্শক সংখ্যায় হয়েছে রেকর্ড। ভারতের মেয়েরা প্রথমবার জেতে বিশ্বকাপ। ইউরোপিয়ান ফুটবলে মহিলাদের খেলায় বেড়েছে রেকর্ড দর্শক। যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের বাস্কেটবল লিগ ডব্লিউএনবিএ হয়েছে সম্প্রসারিত।ভারতের মহিলাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মুহূর্তঃবৈশ্বিক পর্যায়ে ক্রিকেট বছরের অন্যতম সেরা মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। কারণ, ভারতের মেয়েরা প্রথম মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ শিরোপা জয় করেছে। এই বিজয় ভারতজুড়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। সেদিন মুম্বইয়ের রাস্তাগুলোতো বটেই, সারা দেশ জুড়ে উৎসবে রূপ নিয়েছিল ভারত। আতশবাজিতে আকাশ আলোকিত হয়েছিল। সেদিন ভারতের জনতা গভীর রাত পর্যন্ত নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।এদিকে সেদিন দেশজুড়ে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে ড্রয়িং রুম পর্যন্ত ক্রিকেট প্রেমিরা টেলিভিশনের পর্দার সামনে ভি। করেছিলেন, যা একটি সাংস্কৃতিক মাইলফলক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এই জয় ভারতের শীর্ষ মহিলা ক্রিকেটারদের ব্র্যান্ড ভ্যালুকে আকাশচুম্বী করে তুলেছে। ইউরোপজুড়ে ফুটবল ভাঙছে বাধাঃ ২০২৫ সালে মহিলা ফুটবলের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা অব্যাহত ছিল, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সুইজারল্যান্ডে আয়োজিত ইউরোপীয. চ্যাম্পিয়নশিপ। ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই টুর্নামেন্টের টিকিট বিক্রির পরিমাণ ২০২২ সালের আসরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর এটা প্রমাণ করে বিশ্ব ফুটবলে মহিলা ফুটবলের অগ্রগতি ঘটছে।তাছাড়া আয়োজক সুইজারল্যান্ড প্রথমবারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে সবার নজর কেড়েছে। মূলত স্কিইং এবং টেনিস খেলোয়া। তৈরির জন্য পরিচিত দেশটি। কিন্তু তাদের এই সাফল্য বিশ্ব মহিলা ফুটবলে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।শুধু মাঠের ভেতর নয়, মাঠের বাইরেও মহিলাদের রেকর্ডঃবিশ্ব ফুটবলে মহিলাদের দল বদলে আর্সেনাল লিভারপুল থেকে কানাডিয়ান ফরোয়ার্ড অলিভিয়া স্মিথকে ১০ লক্ষ পাউন্ডে নিয়ে মহিলা ফুটবলের দলবদলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আর এর ফলে তিনি হলেন সাত অঙ্কের (মিলিয়ন পাউন্ড) ঘরোয়ানা স্পর্শ করা প্রথম মহিলা ফুটবলার।নতুন উচ্চতায় পৌছে গেছে মহিলাদের দর্শক সংখ্যাঃ২০২৫ সালে দর্শকদের উপস্থিতির রেকর্ড নাটকীয়ভাবে ভেঙে গেছে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে আয়োজিত মহিলা রাগবি বিশ্বকাপে। ৪ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছিল-যা ২০২১ আসরের তুলনায় তিন গুণ। টুইকেনহ্যামে অনুষ্ঠিত ফাইনালটি ৮১,৮৮৫ জন দর্শক মাঠে বসে দেখেছিলেন, যা মহিলা রাগবি ম্যাচের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।দেখা যাচ্ছে , মোট দর্শকদের অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন মহিলা, যাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্রথমবারের মতো মহিলা রাগবি ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন। এছা।ও যুক্তরাজ্যে এই টুর্নামেন্টের টেলিভিশন দর্শক সংখ্যা ৫.৮ মিলিয়নে পৌঁছেছিল। ডব্লিউএনবিএ এবং নতুন লিগগুলোর অগ্রযাত্রাঃডব্লিউএনবিএ আরও সম্প্রসারণ এবং প্রভাবের ইঙ্গিত দিয়ে বছর শেষ করেছে। লিগটি ১৩টি দলে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২৬ সালের মধ্যে ১৫টি ও ২০৩০ সালের মধ্যে ১৮টি দলে পৌঁছানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ডাব্লুএনবিএর আ'জা উইলসন। তিনিই একটি দাপুটে মরসুম পার করেছেন। তিনি প্রথম খেলোয়া। হিসেবে চারবার ডব্লিউএনবিএ এমভিপি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং তৃতীয়বার বছরের সেরা রক্ষণাত্মক খেলোয়া। ও ফাইনাল এমভিপি নির্বাচিত হযেছেন। তাঁর নেতৃত্বে লাস ভেগাস গত চার মরসুমের মধ্যে তাদের তৃতীয় শিরোপা জিতেছে। টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে তাঁর উপস্থিতি এবং নাইকির প্রচার তাঁর প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।তাছাড়া ২০২৫ সালে বেশ কিছু নতুন লিগ যাত্রা শুরু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে আনরাইভালড থ্রি-অন-থ্রি মহিলা বাস্কেটবল লিগ, মহিলা পেশাদার বেসবল লিগ, মহিলা লিগ ওযান ভলিবল এবং কানাডার নর্দার্ন সুপার লিগ। এতে ২০২৫ সাল প্রমাণ করে গেল মহিলা ক্রীড়াঙ্গন এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

কার্যকরী সমিতির বৈঠকে মনরেগা বাতিলের প্রসঙ্গ, দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয় গত শনিবার। দিল্লির ইন্দিরা ভবনে ওই বৈঠকে যোগ দেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিন কেন্দ্রের জি রাম জি আইনের বিরোধিতায় দেশ জুড়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। ইউপিএ আমলে চালু হওয়া গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চযতা প্রকল্প 'মনরেগা' বাতিল করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পরিবর্তে আনা হয়েছে ' জি রাম জি' আইন। গান্ধীজির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। মনরেগায় পুরো টাকাই কেন্দ্র দিত। কিন্তু নতুন আইনে রাজ্যকেও সেই বোঝা বইতে হবে। এ দিন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, ' কংগ্রেসের উত্তরাধিকার খর্ব করা হচ্ছে। গান্ধীজির নাম বাদ দেওয়াকে কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা ইতিহাস পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা।'বিভিন্ন রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং ভোটার তালিকা থেকে দরিদ্র, দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তিনি বলেছেন যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য কংগ্রেস সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বাংলাদেশে দীপু খুন, পশ্চিমবঙ্গেও এরকম হতে পারে বলে আশঙ্কা তথাগতের

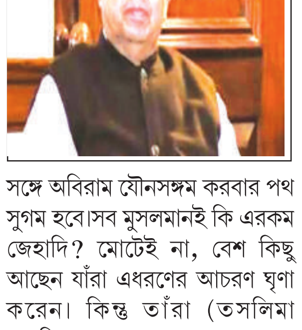

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ এটাই আজ বাংলাদেশের চেহারা। আজ যে পশ্চিমবঙ্গের চেহারাও এরকম হবে না তা কে বলতে পারে? সোমবার সামাজিক মাধ্যমে একথা লিখলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।শিশুকন্যা-সহ মন্দিরের সামনে দীপুর একটি ছবি-সহ তথাগতবাবু লিখেছেন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেকার ছবি। বাংলাদেশের ময়মনসিংহের দীপু চন্দ্র দাস, তার স্ত্রী আর শিশুকন্যা,অনাবিল আনন্দে হাসছেন । আজ দীপু নেই, একদল জেহাদি কুকুর তাঁকে নৃশংসভাবে পিটিযে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে ।দীপু কারোকে মারেন নি, ধরেন নি, তবু তাঁকে খুন করার আগে জেহাদিরা অপবাদ দিয়েছে তিনি নাকি তাদের নবীর নামে কটূক্তি করেছেন। বাংলাদেশে হিন্দুরা আজ এমন নির্যাতিত, এমন কোনঠাসা, যে উন্মাদ না হলে কোন হিন্দু এমন কাজ করবে না। তাহলে কেন তাঁকে খুন?কারণ তিনি হিন্দু ছিলেন। কারণ তিনি হিন্দু ছিলেন। কারণ তিনি হিন্দু ছিলেন।হিন্দু খুন করা, হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করা প্রত্যেক জেহাদি মুসলমানের পক্ষে ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য। এতে তাদের জন্নতে যাবার, এবং সেখানে গিয়ে হুরদের সঙ্গে অবিরাম যৌনসঙ্গম করবার পথ সুগম হবে।সব মুসলমানই কি এরকম জেহাদি? মোটেই না, বেশ কিছু আছেন যাঁরা এধরণের আচরণ ঘৃণা করেন। কিন্তু তাঁরা (তসলিমা নাসরিন বা হুমায়ুন আজাদের মত ব্যতিক্রম বাদ দিলে) মুখ খোলেন না। আর বিশাল সংখ্যক মুসলমানেরা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, কিন্তু গোলমাল হলে তার সুবিধা নেওয়ার থেকে পিছিয়ে থাকে না।প্রসঙ্গত 'জিহাদ কি' এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে, কিছু খনা করা হিন্দু সমেত, বোঝাতে চেষ্টা করবে, এটি নাকি প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সু-প্রবৃত্তির লড়াই। ওদের কেতাবে যাই লেখা থাকে, বাস্তবে এটি মিথ্যে কথা। বাস্তবে জিহাদ মানে হিন্দুদের 'কল্লা' বা গলা কেটে ফেলা।

এসআইআর, ইসি-র পর্যবেক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ, উত্তপ্ত মগরাহাট

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ ডিসেম্বরঃ এসআইআর-এর শুনানির নামে হেনস্তার অভিযোগ তুলে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরুগানকে ঘিরে বিক্ষোভ হয় মগরাহাটে।রাজ্যে এসআইআরের শুনানি পর্ব চলছে। বহু মানুষ শুনানীর বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্নরাও। স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তারা। সবমিলিয়ে হেনস্তা হতে হচ্ছে। সোমবার শুনানির কাজ খতিয়ে দেখতে মগরাহাটের শিরাকোল হাই স্কুলে যান জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক সি মুরুগান। তাঁকে দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উস্তি থানা এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের প্রশ্ন, বৃদ্ধ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের এসআইআর শুনানির নামে হেনস্তা কেন?সি মুরুগানের কাছে উত্তেজিত জনতার দাবি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বাড়ি গিয়ে শুনানী করতে হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশের তৎপরতায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। এই খবর জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্র জানান।

গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডে কে কী পেলেন

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বরঃ আবার সেই পিএসজির উসমান ডেম্বেলে। পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লিগ জিতিয়ে ব্যালন ডি'অর জিতেছেন, ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কারটাও পেয়েছেন পেলেন, এবার পেলেন গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার। ব্যালন ডি'অর দেওয়া হয় এক মরসুমের পারফরম্যান্স বিবেচনা করে। ফিফা দ্য বেস্টেও তাই। গ্লোব সকারেও বিবেচনা করা হয়েছে এক বছরের পারফরম্যান্স। সে হিসাবে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা ডেম্বেলে। ২০২৫ সালে করেছেন ৩৩ গোল ও ১৫ অ্যাসিস্ট। গত বছর এই পুরস্কারটি গিয়েছিল ভিনিসিউস জুনিয়রের শোকেসে। উল্লেখ্য,সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ভিত্তিক এই পুরস্কারটির জন্য প্রথমে জনসাধারণের ভোটে প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জনসাধারণ,সাংবাদিক, এজেন্ট, কোচ এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়দের কাছ থেকে প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়। এরপর জুরি বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।গ্লোব সকার বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিয়ে থাকে। এবার মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়া। হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সেরা উদীয়মান খেলোয়া। হয়েছেন পিএসজির দেজিরে দুয়ে, সেরা কোচ লুইস এনরিকে, সেরা ক্লাব পিএসজি।আইতানা বোনমাতি হয়েছেন সেরা মহিলা খেলোয়া।, বার্সিলোনা হয়েছে সেরা মহিলা ফুটবল দল, লামিন ইয়ামাল জিতেছেন সেরা ফরোয়ার্ড ও মারাডোনা পুরস্কার।আর কে কী পুরস্কার পেলেন-গ্লোব স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডঃনোভাক জোকোভিচ সেরা মিডফিল্ডারঃভিতিনহাসেরা ডিরেক্টরঃলুইস ক্যাম্পোস (পিএসজি)সেরা এজেন্টটঃজর্জ মেন্ডেস,সেরা প্রেসিডেন্টঃনাসের আল খেলাইফি ।সেরা কন্টেন্ট নির্মাতাঃবিলাল হাদ্দাদ।সেরা অ্যাকাডেমিঃরাইট টু ড্রিম অ্যাকাডেমি (ঘানা)সেরা কামব্যাকঃপল পগবাসেরা জাতীয় দলঃপর্তুগালসেরা স্পোর্টস ব্রান্ডিংঃলস অ্যাঞ্জেলস এফসিসেরা মানসিক কোচঃনিকোলেট্টা রোমানাজিপ্লেয়ার ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ডঃহিদেতোশি নাকাতা ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা।

রাশিফল

মেষঃ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।আপনার সঠিক মনোভাব ভুল মনোভাবকে টেক্কা দেবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। অর্থ উন্নতি।

বৃষঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। বাচ্চারা তাদের স্কুল প্রোজেক্ট শেষ করতে আপনার সাহায্য নিতে পারে।।

মিথুনঃ ঢাকা না দেওয়া খাবার খাবেন না- এতে অসুস্থ হয়ে পাবেন। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তা কাজে আসবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

কর্কট রাশি ঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিযোগে করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে

সিংহঃ যার অস্তিত্ব আছে সেইদিকে আপনার চিন্তা এবং উদ্যম চালনা করুন। শুধু চিন্তা করে গেলে কিছু লাভ নেই। ব্যবসায় সাফল্য হবে।

কন্যাঃআপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের দিনে আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়সঙ্কটের দিন। সংসারে শান্তি হতে পারে।

তুলাঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে।

মকরঃ রক্তচাপের রোগীরা ভিড় বাসে চাপার সময় তাঁদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল থাকবেন।

বৃশ্চিকঃ আপনার স্বাস্হ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। আপনি যদি বেড়াতে যাচ্ছেন, তবে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এবং ব্যাগগুলি সন্ধান করুন, কারণ এগুলি চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে

ধনুঃ আজ আপনার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে পারে। বিবাহের যোগ হবে

কুম্ভঃআপনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন না যদি আজকের দিনটি আপনার অপয়া মনে হয়। আর্থিক উন্নতিহবে

মীনঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ বিনিযোগে করেছিলেন তা আজ ফলস্বরূপ ফল

আবহাওয়া

রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে নেমে গিয়েছে। বর্ষশেষের দিনগুলিতে জাঁকিয়ে শীতের পরিস্থিতি গোটা বঙ্গে। কিন্তু শীতের এই দাপট বেশিদিনের নয়। নতুন বছরের শুরুতেই শীতে সাময়িক কোপ পড়তে চলেছে। হাওয়া অফিস বলছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে ফের পারদ চাবে দক্ষিণবঙ্গে। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা অবস্থান করছে, যার প্রভাব পড়তে চলেছে বঙ্গে।তবে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে শীতের আমেজ স্পষ্ট। ৯ থেকে ১০ ডিগ্রির ঘরে নেমেছে বাঁকুড়া ও বীরভূমের পারদ। পশ্চিমের কোনও কোনও জায়গায় ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে তাপমাত্রা। সোমবার পর্যন্ত পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৭ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। তবে তারপর দু-তিন দিনের মধ্যই দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায়। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় দৃশ্যমানতা ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত কমে আসতে পারে।উত্তরবঙ্গজুড়ে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। সোমবার দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা থাকবে। দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। পরে আকাশ পরিষ্কার হবে। কোথাও কোথাও দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ ও কুয়াশার সম্ভাবনা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৫টা ৫৫মনিট এবং ভোর ০৫টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৮মিনিটে হতে পারে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শিবপুর-এর ২০০০ ব্যাচের সিলভার জুবিলি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

নিস্স্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ২৩ লক্ষ টাকারও বেশি অনুদান সংগ্রহ করল হাওড়ার শিবপুর আইআইইএসটি-র ' অফ দ্য মিলেনিয়াম'। আগামী দিনে বাস্তবায়িত হবে প্রজেক্ট ইলুমিনেশন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শিবপুর-এর ২০০০ ব্যাচের সাম্প্রতিক সিলভার জুবিলি রি-ইউনিয়ন এবার যেন এক স্মরণীয় দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলো। যেখানে নস্টালজিয়া, কৃতজ্ঞতা এবং অর্থবহ ' ব্যাক'-এর এক অনন্য সমন্বয় দেখা গেল। গত ২৭ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে ওই অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়েছিলেন প্রাক্তনী, শিক্ষকবৃন্দ, বর্তমান শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারবর্গ। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ব্যাচের 'গিভিং ব্যাক' উদ্যোগ প্রজেক্ট ইলুমিনেশন এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। এবার ' অফ দ্য মিলেনিয়াম' সম্মিলিতভাবে ২৩ লক্ষ টাকারও বেশি অনুদান প্রদান করেছে, যা ছাত্রজীবন ও ক্যাম্পাস পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রতি তাঁদের গভীর অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে লর্ডস গ্রাউন্ডে স্থায়ী আলোকসজ্জার ব্যবস্থা যাতে রাতের বেলায় ক্রীড়া কার্যক্রম সম্ভব হয়। এছাড়াও একটি পিচ রোলার, ক্যাম্পাস জুড়ে হাই-মাস্ট লাইটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রলি-মাউন্টেড টেলিস্কোপিক টাওয়ার ল্যাডার এবং লর্ডস গ্রাউন্ডের ফেন্সিং ও অন্যান্য ক্রীড়া-সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত তহবিল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে এক উৎসবমুখর পরিবেশে যেখানে স্মারক সামগ্রী বিতরণ এবং

সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাক্তনীদের স্বাগত জানানো হয়। ২৫ বছরের পুরনো বন্ধন যে আজও অটুট, তারই প্রতিফলন দেখা যায় এদিনের ওই উষ্ণ পরিবেশে। সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক ইনস্টিটিউট হল (আই-হলে)। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত ব্যাচমেটদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় যা ব্যাচের গভীর পারস্পরিক বন্ধন ও সহমর্মিতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এরপর একে একে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট আধিকারিক ও প্রাক্তনী প্রতিনিধিরা। তাঁরা প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রাক্তনীদের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও প্রাক্তনী বিষয়ক ডিন অধ্যাপক অনির্বাণ গুপ্ত বলেন, এই উদ্যোগ একটি দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ যাত্রার সূচনা মাত্র যেখানে প্রাক্তনীদের মেন্টরশিপ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আইআইইএসটি শিবপুরের ভবিষ্যকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। এই পর্বে সম্মাননা প্রদান করা হয় যা প্রতিষ্ঠান ও প্রাক্তনীদের মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্ককে উদযাপন করে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় পুনর্মিলনী স্মারক ম্যাগাজিন। অধ্যাপক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিলয় রায় ' অফ দ্য মিলেনিয়াম'-এর প্রতিনিধি হিসেবে যৌথভাবে ম্যাগাজিনটির উদ্বোধন করেন। এই প্রকাশনায় ধরা পড়েছে ব্যাচের স্মৃতি, গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন এবং বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত প্রাক্তনী নেটওয়ার্কের গল্প। অনুষ্ঠানের এই পর্বের সমাপ্তি ঘটে এক আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে যা প্রদান করেন কোনাদিত্য ভট্টাচার্য, সুমন গুপ্ত ও প্রসেনজিৎ ঘোষ। তাঁরা অধ্যাপক অশোক আদক সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, আয়োজক দল এবং পরিবারবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদিন ইনডোর অনুষ্ঠানের পর সকলে একসঙ্গে যান লর্ডস গ্রাউন্ডে যা ছাত্রজীবনের অসংখ্য স্মৃতিতে ভরপুর এক প্রিয় স্থান। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে আলো জ্বালানোর মাধ্যমে ' ইলুমিনেশন'-এর উদ্বোধন করা হয়। যে মাঠ একসময় কেবল দিনের আলোতেই খেলার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, তা ভবিষ্যতে রাতের খেলাধুলার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এই মুহূর্তটি স্মৃতি ও অগ্রগতির এক প্রতীকী মিলন হিসেবে ধরা দেয়। এরপর ওভালে সামগ্রিক ও বিভাগভিত্তিক গ্রুপ ফটো তোলা হয়। শুরু হয় বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ, ফুটবল খেলা হয়। কেউ খেলায় অংশ নেন, আবার কেউ কেউ ক্রিকেট অনুশীলনে মেতে ওঠেন। মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে সবাই আবার একত্রিত হন। দুপুরের পর অনুষ্ঠিত হয় ' এফএম ৯২.৭ আড্ডা', যেখানে প্রাক্তনীরা তাঁদের কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করেন হাসি, আবেগ ও নস্টালজিয়ায় ভরপুর এক পর্ব। এরপর ক্যাম্পাস ও বিভাগীয় পরিদর্শনের মাধ্যমে তাঁরা পরিচিত স্থানগুলির সঙ্গে পুনরায় স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং নতুন উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় এক আন্তরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে প্রাক্তনী ও তাঁদের সন্তানরা অংশগ্রহণ করেন যা প্রজন্মান্তরের সঙ্গে আলমা ম্যাটারের বন্ধনকে তুলে ধরে। ' মঙ্কজ'-এর প্রাণবন্ত পরিবেশনা, দলগত নৃত্য এবং উসবমুখর নৈশভোজের মাধ্যমে দিনের সমাপ্তি ঘটে। সোমা প্রধান, কৌস্তভ বিশ্বাস, সুমন গুপ্ত এবং আরও অনেকের নেতৃত্বে আয়োজিত একাধিক ক্ষুদ্র কিন্তু হৃদয়ছোঁয়া কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানটিকে নিখুঁতভাবে পরিচালিত ও স্মরণীয় করে তুলেছিল। এককথায় বলা যেতেই পারে এই পুনর্মিলনী প্রমাণ করল সময়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও আলমা ম্যাটারের সঙ্গে সম্পর্ক কখনও ম্লান হয় না। বরং স্মৃতির সঙ্গে অর্থবহ উদ্যোগ যুক্ত হলে সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। প্রজেক্ট ইলুমিনেশন এর মাধ্যমে ২০০০ ব্যাচ এমন এক উত্তরাধিকার রেখে গেল যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিবপুরের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে।

মাতৃহারা আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ- স্মৃতিচারণে সায়নী ঘোষের শোক বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ২৯ ডিসেম্বর ঃ আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগের মাতৃবিয়োগ সংবাদ রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহলে গভীর শোকের ছায়া ফেলেছে। মিতালী, যিনি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী থেকে শুরু করে আজ সংসদে তৃণমূলের এক সক্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিগত জীবনের এই শূন্যতা সামলাতে গিয়ে গভীর দুঃখ অনুভব করছেন। এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন যাদবপুরের তারকা সাংসদ সায়নী ঘোষ। স্মৃতিতে ডুবে সায়নী এক্স হ্যান্ডেলে বিশেষ সংকেত শেয়ার করে লেখেন, আজ আমার অত্যন্ত মন খারাপের একটি দিন। আমার সহযোগী তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য, আরামবাগ কেন্দ্রের মাননীয়া সাংসদ সদস্য শ্রীমতী মিতালী বাগের সদ্য মাতৃ বিয়োগ যা দুঃখ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হচ্ছে। মা শক্তির গুরুত্ব প্রত্যেকের কাছে অপরিসীম কিন্তু সেই মা অল্প বয়সে স্বামীহারা হয়েও নিজের ত্যাগ ও দায়িত্ব পালন করে সুযোগ্য সন্তান তৈরি করেন তিনি অসাধারণ। স্মৃতিচারণে সায়নী আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে

আমি তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়েছি। গত বছর এই সময়েতে আমি তাদের গ্রামে এসেছিলাম। জেঠিমা আমাকে মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। নিজের হাতে আমাকে রান্না করে খাইয়ে ছিলেন। আজ মিতালীদির এই অপূরণীয় ক্ষতি আমারও ব্যক্তিগত শোক। জেঠিমার আত্মার শান্তি কামনা করি। এই কঠিন সময়ে আরামবাগের সাংসদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন সায়নী। মিতালী বাগের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত যাত্রা প্রেরণাদায়ক। প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুল থেকে শুরু করে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ কখনোই সহজ ছিল না। অত্যন্ত গরিব পরিবারের সন্তান হিসেবে তার শিক্ষা ও জীবনের সংগ্রামের গল্প অনুপ্রেরণামূলক। ছোটবেলা থেকেই তাকে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পড়াশোনার খরচ সামলাতে টিউশনও করেছেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তবে অর্থের অভাবে উচ্চশিক্ষা আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। সেই সময় থেকে জীবনের ওঠানামায় পাশে ছিলেন মা। আজ সেই মাকেও হারানোর ব্যথা মিতালীকে আরও শোকাহত করে তুলেছে।

বছরের শেষ রবিবারে ভয়াবহ ঘটনা, গেস্ট হাউসে প্রেমিকার উপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বছরের শেষ রবিবারে কলকাতার বুকে এক রক্তাক্ত ঘটনার সাক্ষী থাকল বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট এলাকা। দুপুরের দিকে এক যুগল এই এলাকার একটি গেস্ট হাউসে এসে ঘর ভাড়া নেন। বাইরে থেকে সব কিছু স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ঘর থেকেই ভেসে আসে গোঙানির শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হন এক তরুণী। প্রেমিকার উপর খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর সঙ্গী যুবক। কী কারণে এমন নৃশংসতার জন্ম, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত তরুণীর বয়স ৩৮ বছর। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়। তিনি বছর চল্লিশের প্রদীপ কুমার সেলভারাজ নামে এক যুবকের সঙ্গে ওই গেস্ট হাউসে ওঠেন। অভিযুক্ত প্রদীপ চেন্নাইয়ের বাসিন্দা। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলেই জানা যায়। রবিবার দুপুরে তাঁরা গেস্ট হাউসে ঘর নেন। কর্মীদের প্রাথমিক বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথমে কোনও রকম গোলমালের আভাস পাওয়া যায়নি। কিন্তু হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে যায়। অভিযোগ, বন্ধ ঘরের ভিতরে প্রেমিকার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন প্রদীপ। তরুণীর কাঁধ, হাত এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। রক্তে ভেসে যায় ঘরের মেঝে। হামলার পর অভিযুক্ত যুবক গেস্ট হাউস ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনে গেস্ট হাউসের কর্মীরা দরজার কাছে যান। ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে। পরে দরজা খুলে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তরুণীকে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় মুচিপাড়া থানায়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর জখম অবস্থায় তরুণীকে উদ্ধার করে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর শরীরে একাধিক গভীর ক্ষত রয়েছে। তাঁর অন্তত সাতটি সেলাই পড়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের মতে, আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হলেও মানসিকভাবে তিনি ভীষণভাবে বিপর্যস্ত। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর বিস্তারিত বয়ান নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত প্রদীপ কুমার সেলভারাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে আটক করা সম্ভব হয়। বর্তমানে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, দু'জনের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তীব্র অশান্তি শুরু হয়েছিল। জানা যায়, প্রদীপের কাছে তরুণীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছিল। সেই নথি ফেরত দেওয়া না নেওয়া নিয়েই বিবাদ চরমে ওঠে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। তবে শুধুমাত্র নথিপত্র সংক্রান্ত বিবাদই কি এমন ভয়াবহ হামলার কারণ, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও গভীর সম্পর্কের টানাপড়েন রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তের মোবাইল ফোন, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং গেস্ট হাউসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমস্চ) এর উদ্যোগে ৫ই ডিসেম্বর ২০২৫,কেরলা রাজ্যের অন্তর্গত এরনাকুলাম জেলার অধীন রভিপুরাম, পিরুমানুর এবং ভালুম্মেল গ্রামে ৪৫তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া সুনিশ্চিতকরণ, জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, অজৈব পদার্থকে জীবজরূপে রূপদান, বন, তৃণভমি সংরক্ষণ, ভেষজ থেকে প্রাপ্ত জৈব রাসায়নিক ব্যবহার সচেতনতা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৮৫ জন পরিবেশবিদ, লেখক, গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে। ৬ই ডিসেম্বর ২০২৫, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত তিকামগড় জেলার অধীন দিগোদা, মোহনগড় এবং পালিরা গ্রামে পতিত জমি সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, একাধিক প্রজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক সচেতনতা, বারিমণ্ডল ও জীবমণ্ডল সংরক্ষণ, কীটনাশক থেকে বিষক্রিয়া প্রতিরোধকর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৭৪ জন কবি, সাহিত্যিক অংশ নেয়। ৭ই ডিসেম্বর ২০২৫, অসম রাজ্যের অন্তর্গত নলবাড়ি জেলার অধীন পনীগাঁও, মালিকুনি এবং রতনপুর গ্রামে সবুজ উদ্ভিদ ও শৈবাল সংরক্ষণ, ভূমির অবনমন ও ভূমির ব্যবহার, ম্যানগ্রোভ, গর্জন, বাইন, গরিয়া, কেওয়া সংরক্ষণ ও অরণ্যেরপ্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থাপনা,প্রাণী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা পরিষেবা,তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের সংরক্ষণ ও পরিচালন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৩৬ জন বুদ্ধিজীবী, গবেষক, গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করে। ৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত ভিওয়ানী জেলার অধীন হিতামপুরা, খেলেঙ্গা এবং তিগরানা গ্রামে ঘাস ও বিরল গাছপালা সংরক্ষণ, জীব ও তাদের পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার সমষ্টি সচেতনতা, বর্জ্যজলের শোধন, শব্দ দূষণ, মাটি দূষণ, জল দূষণ প্রতিরোধ, মলমূত্র অপসারণ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শক্তি ব্যবহার ও সংরক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৭৩৯ জন গবেষক, পরিবেশবিদ্ অংশ নেয়। ৯ই ডিসেম্বর ২০২৫, নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত মুন জেলা অধীন আবই, নাগিনীমোড়া, টুটুকচিনঘা গ্রামে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে পূর্বাভাসের গুরুত্ব, কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা, ধাতু ও জৈব দূষণ থেকে বিষক্রিয়া রোধ, পরিবেশ সুরক্ষা, জৈব বৈচিত্র্যের ক্ষয় ও প্রাকৃতির ভারসাম্য সুরক্ষা, শক্তির বিকল্পপ্রবাহ সুনিশ্চিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৪৯৬ জন ভেষজ রসায়নবিদ্, সাহিত্যিক, গ্রামবাসী অংশ নেয়। ১০ই ডিসেম্বর ২০২৫, শিচমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া জেলার অধীন পাকরগাছি, গোপীনাথপুর এবং স্বর্ণখালী পাইকপাড়া বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৫তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জৈবদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, জৈব বিবর্ধন, অম্লতা ও ক্ষারত্ব সচেতনতা, বৃক্ষ সংরক্ষণ জলাভূমি প্রসারণ ও সংরক্ষণ, বন্য পাখি,প্রাণী, অরণ্য ভূমির অবনমন ও ভূমির ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,বায়ুর সঞ্চালন ও বাতাসের উৎপত্তি এবং বাতাসের স্বাভাবিক সংবহন, জেট প্রবাহ, মৌসুমী বাতাস ও চক্রপ্রবাহ, জীব-ভূ-রসায়নিক চক্র ব্যবহার ও সংরক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

আরামবাগে এসআইআর-র শুনানিতে ডাক পেয়ে আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা বধূর

, আরামবাগ হুগলি ঃ হুগলির গোঘাটের বদনগঞ্জ-ফুলুই ২ নম্বর পঞ্চায়েতের একোকন্দ এলাকায়। শুরু রাজনৈতিক তরজা। 'সার'-এর শুনানিতে ডাক পেয়ে আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক বধূ। অন্তত এমনই অভিযোগ করছেন তাঁর পরিবারের লোকেরা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তৃণমূলের দাবি, 'সার' নিয়ে বিজেপি নেতাদের হুমকির ভয়েই আতঙ্কিত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটছে। তারই উদাহরণ এই ঘটনা। পাল্টা বিজেপির দাবি, পারিবারিক অশান্তির প্রজেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল অহেতুক বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। গৃহবধূ জয়া ঘণ্টেশ্বরী বর্তমানে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে চিকিসাধীন। অবস্থা আশঙ্কাজনক। -ওই এলাকার বাসিঃদা জয়ার বাবা-মা দু'জনেই মারা যান ছোটবেলায়। বাঁকুড়ার জয়পুরে তাঁরা থাকতেন। পরে গোঘাটের কামারপুকুরে ভাড়া থাকতেন। জয়ার বাবা বাঁকুড়ায় পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি করতেন। কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ২০০২-এর আগেই জয়ার বাবা-মার মৃত্যু হয়। ফলে, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ২০০২-এর তালিকায় নাম নেই তাঁদের। জয়ার তখন ভোটার কার্ডই হয়নি। বিয়ের পরে বদনগঞ্জ এলাকাতেই তাঁর ভোটার কার্ড হয়। তিনি ভোটও দিয়েছেন। আগামী ৫ জানুয়ারি জয়াকে হিয়ারিং-এ ডাকা হয়েছে। তারপর থেকেই কাগজপত্র জোগাড় করার জন্য বিভিন্ন অফিসে ছোটাছুটি করেছেন তিনি। স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেটের জন্য তাঁর বাপের বাড়ি কামারপুকুর পঞ্চায়েতে যান। কিন্তু সেখানে কোনও কাজ হয়নি। পরিবারের দাবি, এ নিয়ে আতঙ্কে শুক্রবার বিকেলে বিষ খেয়ে নেন তিনি। জয়ার ছেলে ও আত্মীয়দের দাবি, আগামী দিনে আর কেউ যাতে এই কাজ না করেন, সে জন্য সরকারের উচিত, এই প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। যদিও এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, 'সার' আতঙ্কেই ওই মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিজেপি বলছে, তৃণমূল অযথা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে। ছেলে কৌশিকের দাবি, 'কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদীপ দে মাকে স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্রও দেননি। কারণ, তিনি কামারপুকুর এলাকার বাসিঃদাই নন। মা-কে তাই ফোন করে ডাকা হয়। মায়ের কোনও কাগজপত্রই নেই। খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে, তিনি বিষ খেয়ে নেন।

এসআইআর শুনানির নামে হেনস্তা! মগরাহাটে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্ভর ঃ রাজ্যে চলমান এসআইআর শুনানি ঘিরে ক্রমশ বাড়ছে অসন্তোষ। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। সেই ক্ষোভ এবার রাস্তায় নামল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে। এসআইআর শুনানির নামে প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের হেনস্তার অভিযোগ তুলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরুগানকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা, পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব চলছে। বহু নাগরিকের বাড়িতে হিয়ারিং সংক্রান্ত নোটিস পৌঁছেছে। সেই তালিকায় রয়েছেন অশীতিপর প্রবীণ থেকে শুরু করে শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষও। অভিযোগ, তাঁদের অনেককেই নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে এসে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এর জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে। কোথাও কোথাও শোনা যাচ্ছে, শুনানির কেন্দ্রে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা বা প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধাও নেই। সব মিলিয়ে একপ্রকার দুর্ভোগের মধ্য দিয়েই যেতে হচ্ছে প্রবীণদের। সোমবার শুনানির কাজ খতিয়ে দেখতে মগরাহাটের শিরাকোল হাই স্কুলে যান জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক সি মুরুগান। তাঁকে দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উস্তি থানা এলাকার বাসিঃদারা। তাঁদের প্রশ্ন, বৃদ্ধ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের এসআইআর শুনানির নামে হেনস্তা কেন? সি মুরুগানের কাছে উত্তেজিত জনতার দাবি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বাড়ি গিয়ে হিয়ারিং করতে হবে। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, কিছু সময়ের জন্য কার্যত ঘেরাও হয়ে পড়েন নির্বাচন কমিশনের ওই পর্যবেক্ষক। এখানেই শেষ নয়। হিয়ারিং চলাকালীন কেন বিএলএ-২দের উপস্থিত থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীরা। শোনা যাচ্ছে, তৃণমূলের একাংশ দীর্ঘক্ষণ ধরে মুরুগানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।প্রসঙ্গত, প্রবীণদের হেনস্তার অভিযোগে আগেই সরব হযেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার প্রকাশ্যেই এই বিষয়টির কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এভাবে হেনস্তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সোমবার একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে যাবে। অভিষেক আরও প্রশ্ন তোলেন, দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের মতো সুবিধা থাকে, তাহলে এসআইআর শুনানির ক্ষেত্রেও কেন সেই রকম ব্যবস্থা করা যাবে না? তৃণমূলের দাবি, দেশের মধ্যে একমাত্র তারাই এই বিষযটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেই প্রতিবাদেরই প্রতিফলন দেখা গেল মগরাহাটে।

মেয়ের ক্যানসারের চিকিৎসায় বউমা মুম্বইতে, ফলে যেতে পারছেন না শুনানিতে, চিন্তিত পরিবার

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর,২৯ ডিসেম্ভর ঃ এসআইআর শুনানি নিয়ে অতান্তারে তারকেশ্বরের সাহা পরিবার। আনম্যাপিংয়ের জেরে বাড়ির বউমার ডাক পড়েছে শুনানিতে। এদিকে মেয়ের ক্যানসারের চিকিসায় তিনি মুম্বইতে। ফলে যেতে পারছেন না শুনানিতে। এবার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম থাকবে তো? তা নিয়েই চিন্তায় গোটা পরিবার। তারকেশ্বরের সাহাপুরের সাহা পরিবারের বউমা তপস্বিনী সাহা। আদতে তাঁর বাড়ি ওড়িশায়। তারকেশ্বর পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাহাপুর এলাকায় সাহা পরিবারে কুমারেশ সাহার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বছর আগে। তারপর থেকে তিনি নম্বর ওয়ার্ডের ২৭০ নম্বর বুথের ভোটার। এদিকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং হয়নি তাঁর নাম। ডাক এসেছে শুনানিতে। অন্যদিকে ক্যানসারের কারণে মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিসাধীন সাহা পরিবারের সা।ে তিন বছরের নাতনি। সে কারণেই তপস্বিনী বর্তমানে সেখানেই রয়েছেন। এদিকে রবিবার শুনানিতে ডাকা হলেও তিনি যেতে পারছেন না। পরিবারের সদস্যরা বলছেন, এ বিষয়ে প্রশাসনিকভাবেও কোনও সুরাহা হয়নি। উদ্বেগের সঙ্গেই শ্বশুর বলছেন, ওড়িশায় তো এসআইআর হয়নি। সে কারণে ২০০২ সালের কোনও রেকর্ড পাচ্ছি না। বর্তমানের রেকর্ড দিয়ে এসআইআর ফর্ম জমা হলেও আগের পাওয়া যায়নি। এখন ওকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে। কিন্তু ও তো মুম্বইতে রয়েছে। অন্যদিকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায়। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলছেন, এসআইআরের পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ ভুল। এত অল্প সময়ে এটা হয় না। হুগলি জেলাতেই ১ লক্ষের বেশি মানুষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। কোথাও বাবার পদবির সঙ্গে অক্ষরে অমিল রয়েছে, নিজের নামে কোথাও আকার ওকারে সমস্যা রয়েছে। এসব দেখে ডাকা হচ্ছে। কিন্তু এপিক কার্ড বানিয়েছে কে? নির্বাচন কমিশনের এজেন্সি।

বড়দিনের খরা কাটিয়ে বছরের শেষ দিনগুলোতে আলিপুর চিড়িয়াখানায় জনজোয়ার

চিত্রজিৎ দত্ত, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্ভর ঃ বড়দিনের দিনে প্রত্যাশিত ভিড় না হলেও বছরের শেষ দিনগুলোতে সেই খরা কার্যত কাটল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। রবিবার সকাল থেকেই বন্যপ্রাণপ্রেমী মানুষে গিজগিজ করছিল চিড়িয়াখানা চত্বর। পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী, বছরের শেষ রবিবার সহ সোমবার বা মঙ্গলবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় পা রাখেন মোট ৮০ হাজার ১০০ জন দর্শক। উৎসবের মরশুমে যা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। ভিড়ের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ইকো পার্ক। সেখানে ওইদিন ৪৯ হাজার ২৯৪ জন মানুষ ভিড় জমান। এই দুই পর্যটন কেন্দ্রেই ছিল উৎসবের আবহ। তবে আলিপুর চিড়িয়াখানার ভিড়ই সকলের নজর কেড়েছে। বড়দিনে দর্শক সংখ্যা কমে যাওয়ার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, রবিবারের ভিড় সেই উদ্বেগ অনেকটাই দূর করেছে বলে মনে করছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, বড়দিনে ভিড় কম হওয়ার পিছনে মূল কারণ ছিল একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য। তাঁদের মতে, সেদিন সাধারণ মানুষের চিড়িয়াখানামুখী না হওয়ার প্রধান কারণ কোনও অনীহা নয়, বরং গুগল সার্চে ভুল তথ্য। সাধারণত প্রতি বৃহস্পতিবার আলিপুর চিড়িয়াখানা বন্ধ থাকে। এবছর বড়দিন পড়েছিল বৃহস্পতিবারে। যদিও উৎসবের

মরশুমে চিড়িয়াখানা প্রতিদিন খোলা থাকে, বড়দিনেও তা বন্ধ ছিল না। কিন্তু গুগল সার্চে ' জু ক্লোজড' দেখানোয় বহু পর্যটক ধরে নিয়েছিলেন চিড়িয়াখানা বন্ধ। সেই ভুল তথ্যের জেরেই অনেকেই তাঁদের পরিকল্পনা বাতিল করেন বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। পরিসংখ্যান বলছে,এবার ৪৪ হাজারের সামান্য বেশি মানুষ বড়দিনে চিড়িয়াখানায় পাড়ি জমান। চিড়িয়াখানায় ভিড়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বন্যপ্রাণীর টানে প্রতি বছর ৭৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষ ভিড় জমান সেখানে। সেই নিরিখে এবছর বড়দিনের ভিড় অনেকটাই কম ছিল। বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। তবে বছরের শেষ রবিবারের ভিড় দেখে তাঁরা আশাবাদী। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই ধরনের বিভ্রান্তি এড়াতে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের বিশেষ অনুরোধ- কোনও তথ্য জানার জন্য গুগল সার্চের উপর নির্ভর না করে আলিপুর চিড়িয়াখানার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা নির্ভরযোগ্য সূত্র দেখে নেওয়া উচিত। তাতেই ভুল বোঝাবুঝি কমবে বলে মনে করছেন তাঁরা আলিপুর চিড়িয়াখানার আকর্ষণের তালিকাও দিন দিন দীর্ঘ হচ্ছে। বর্তমানে এখানে বাঘ, সিংহ, জলহস্তীর পাশাপাশি রয়েছে নানা প্রজাতির হরিণ। মাউস ডিয়ার, সোয়াম্প ডিয়ার দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণ। সম্প্রতি বিশাখাপত্তনম থেকে আনা হয়েছে একটি সাদা বাঘিনী, যা দেখতে ভিড় বাড়ছে। পাশাপাশি চিড়িয়াখানায় এসেছে সবুজ অ্যানাকোন্ডা। মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক থেকে আনা এই বিশাল সরীসৃপ দর্শকদের কৌতূহল বাড়িয়েছে। পাখিপ্রেমীদের জন্যও রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। পাখিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ খাঁচা, যেখানে তারা তুলনামূলকভাবে মুক্ত পরিবেশে থাকতে পারছে। দর্শকরাও আলাদা ভাবে তৈরি করা বিশেষ করিডর থেকে পাখিদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। কিচিরমিচিরে ভরা এই অংশটি চিড়িয়াখানার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

রোহিঙ্গাদের খুঁজে না পেয়েসংখ্যালঘু ভোটারদের রোহিঙ্গা বানানোর চক্রান্ত , অভিযোগ কল্যাণের

সুমন আদক ঃ রোহিঙ্গাদের খুঁজে না পেয়ে. সংখ্যালঘু ভোটারদের রোহিঙ্গা বানানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে, অভিযোগ তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের। তাঁর আরও অভিযোগ, সংখ্যালঘু এলাকা নিবড়া'র বুথে খসড়া তালিকায় ১,২৭০ জনের মধ্যে 'প্রবাসী ভারতীয়' হিসেবে ৯৯৯ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসআইআর এর খসড়া তালিকায় এমন তথ্যে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে ওই এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে। এনিয়ে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ভোটারদের মধ্যে। সোমবার সকালে ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ এই বিভ্রান্তির জন্য নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। সোমবার সকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, 'এসআইআর' এর খসড়া তালিকায় চক্রান্ত করে রোহিঙ্গা হিসেবে দেখানোর জন্য ভোটারদের নাম 'প্রবাসী ভারতীয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডোমজুড়ের সলপ-২ নিবড়া'র ৩৬নং পার্টে যে ১,২৭০ জনের নাম খসড়া তালিকায় উঠেছে, তারমধ্যে ৯৯৯ জনকে 'প্রবাসী ভারতীয়' হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটা সংখ্যালঘু এলাকা। এদের যাতে আগামী দিন রোহিঙ্গা হিসেবে প্রচার করা যায় তারজন্য নির্বাচন কমিশন ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশে এই কাজ করেছে। এরা জীবনে কখনও বাইরেই যায়নি। এদের 'প্রবাসী ভারতীয়' হিসেবে খসড়া তালিকায় দেখানো হয়েছে।' কল্যাণ বাবু এদিন অভিযোগে আরও বলেন, 'আমার বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন বুথে বিএলও'রা ২০০২ এর সই করা এন্যুমারেশন ফর্ম জমা নিয়েছেন। তাতে সই'ও করেছেন। তারপরেও অনেকের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নিতাই সর্দার, নারায়ণ ময়রা, কাজল মাইতি, গীতারানী পাল, কাশীনাথ হালদার। এরকম প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই এইভাবে ৫০ থেকে ৬০ জনের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বাবা-মায়ের লিঙ্ক দিয়ে ২০০২ এ যাদের নাম আছে তাদের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে। শ্রাবন্তী মান্না, পবিত্র মন্ডল, মৌসুমী মান্না এরকম অজস্র নাম খস।। তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি, ২০০২-এ ভোটার তালিকায় নাম আছে এরকম অনেককেও হিয়ারিং এর জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য যাঁর ২০০২ এ নাম আছে তাঁকেও হিয়রিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে। এই যে মানুষকে হেনস্থা করা এবং অযথা হয়রানি করা এর বিরুদ্ধে আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী দিন লড়াই চালিয়ে যাব যাতে এদের নাম তোলা হয়। আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাব। কেন এরকম ঘটনা ঘটলো ইআরও'র কাছেও কৈফিয়ৎ চাইব। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশে যেভাবে নির্বাচন কমিশন বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে বাংলা দখলের চেষ্টা করছে এর বিরুদ্ধে সকল মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। ওরা আসল রোহিঙ্গাদের খুঁজে না পেয়ে সংখ্যালঘু ভোটারদের রোহিঙ্গা বানানোর চক্রান্ত করছে।' এদিকে, ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার নিবড়ার ৩৬ নম্বর পার্টের বিএলএ শেখ জুলু রহমান বলেন, 'এই এলাকায় মোট ১,৩৩৫ জনের মধ্যে ১,২৭০ জনের নাম খসড়া তালিকায় এসেছে। এখানে ৯৯৯ জনের নাম প্রবাসী তালিকায়য দেখানো হয়েছে। কিন্তু এরা কোনওদিনও বাইরে যায়নি।' সলপ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দদা নিতাই সরদার বলেন, 'আমার নাম আসেনি। তবে আমার স্ত্রী'র নাম এসেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৪ পৌষ ১৪৩২

খালেদা জিয়ার পুত্রের ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র এবং বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঢাকায় ফেরার পর তার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। তার পিতার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার ও নিজের শক্তিশালী অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে তিনি বহু বার আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন। তবে, তার সম্প্রতি দেয়া ভাষণটি, যেখানে তিনি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের ' হ্যাভ আ ড্রিম' উদ্ধৃতি দিয়ে ' হ্যাভ আ প্ল্যান' বলেছিলেন, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে তার পরিকল্পনা এবং এর পেছনে কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা কাজ করছে, সেটি নিয়ে নানা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ চলছে। তারেক রহমানের ঢাকায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার রাজনৈতিক অবস্থানও পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ঢাকার মাটিতে পা দেওয়ার পর তার যে আচরণ-জুতো খুলে মাটি স্পর্শ করা, দেশের মাটি হাতে তুলে নেওয়া এবং একটি সংবর্ধনা সভায় মার্টিন লুথার কিংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ' হ্যাভ আ প্ল্যান' বলা-এটি কোনও রকম পরিকল্পনার অংশ কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ জাগছে। এতে কী তারেকের রাজনীতি এবং ভবিষ্য পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, নাকি এটি একটি নিছক নাটকীয় উপস্থাপনা, যা রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ? মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের অমর উক্তি ' হ্যাভ আ ড্রিম' যেটি ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে ছিল, তা তারেক রহমানের বক্তৃতায় রুপান্তরিত হয়েছে। যেখানে কিং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমতার কথা বলেছিলেন, তারেক এবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছেন। তারেকের এই বক্তব্যের পেছনে কি শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারণা, নাকি এর মাধ্যমে বাংলাদেশের চলমান ধর্মীয় শক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা, সেটি পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশের রাজনীতি একটি জটিল ও বহু স্তরের বিষয়। বিএনপি অতীতে জামায়াতের মতো ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে একত্রিত হয়ে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে চেয়েছিল, যা সমালোচিতও হয়েছিল। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ করে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি কি ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনরায় সামনে আনছে, নাকি এই কথাগুলো রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে, সেটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের জন্য একটি বড় প্রশ্ন। বিএনপির ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক অনেকের কাছেই সংঃদহের চোখে দেখা হয, কারণ তারা এক সময় জামায়াত-শিবিরের সঙ্গেও জোটবদ্ধ ছিল। এমনকি, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ' বিপ্লব' বা ' ধারণা নিয়ে দেশীয় রাজনীতির মধ্যে বেশ চর্চা হচ্ছে। এই সময়ে তারেক রহমানের ভাষণ যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কৌশল হয়, তবে এতে রাজনৈতিক মাঠে তার প্রভাব কতটুকু প।বে? তারেক রহমানের ' হ্যাভ আ প্ল্যান' উক্তিটি অনেকেই তার রাজনৈতিক পরিকল্পনার প্রতীক হিসেবে দেখছেন। কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে, এই পরিকল্পনায় কি বাংলাদেশের ধর্মীয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কোনো উল্লেখ আছে? এর আগে বিএনপি যে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এখন সেই শক্তির বিরুদ্ধে তারেক কীভাবে কথা বলছেন, সেটি স্পষ্ট নয়। যদি তার পরিকল্পনায় ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি সত্যিই না থাকে, তবে এই বক্তব্য শুধুই একটি সুরুচিপূর্ণ নাটক হতে পারে, যা ভোটের প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশে, বিশেষ করে আওয়ামী লীগ শাসিত অঞ্চলে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে কেংদ্র করে বেশ কিছু শক্তিশালী ধারণা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা সাধারণত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে থাকেন। সেই কারণে, তারেকের এই নতুন ভাষণ অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। তারেক রহমানের বক্তব্যের অন্যতম বড় দিক হলো, তিনি বাংলাদেশের ধর্মীয় শক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের মুখ খুলছেন না। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায়, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে, তারেকের এই নিরবতা কিংবা মৃদু প্রতিক্রিয়া কিছুটা মুদ্রিত হতে পারে। যদি ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তার কোনো প্রকৃত পরিকল্পনা থাকে, তবে তিনি কি এর বিরুদ্ধে আরো স্পষ্ট বক্তব্য দিতে পারেন? না, নাকি তার বক্তব্য শুধুমাত্র ভোটের দিকে তাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে? তারেক রহমানের রাজনৈতিক পরিকল্পনাটি যদি সত্যিই বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে কাজ করে, তাহলে এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। তবে, যদি এটি শুধু একটি রাজনৈতিক চাল হয়, তাহলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দর্শনে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে যে বৈঠক চলছে, তা সম্ভবত অকার্যকর হতে পারে। তারেকের পক্ষ থেকে আরো স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

এখন, একমাত্র সময়ই বলতে পারবে যে, তারেক রহমানের ' হ্যাভ আ প্ল্যান' আসলেই একটি রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল, নাকি এটি কেবল একটি সংবেদনশীল প্রচারণার অংশ। তবে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তারেকের এই উক্তি এবং তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরো অনেক কিছু জানা বাকি। ভোটের সময় তাকে স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে, তার পরিকল্পনায় ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপের বিষয়টি রয়েছে কি না, এবং তা কতটুকু কার্যকর হতে পারে। এতদিন পর, তারেক রহমানের এই পরিকল্পনা শুধু দেশের রাজনীতিতে নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় একটা নতুন আলোচনার জন্ম দিতে পারে, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করবে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

৩. কেউ যদি তোমার নিন্দা করে করুক, কিন্তু খেয়াল রেখো, তোমার চলন চরিত্রে নিঃদনীয় কিছু যেন কোনও ক্রমেই স্থিতিলাভ করতে না-পারে। নিঃদা ব্যর্থ হয়ে উঠবে।

৪. যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করুন।

৫. কপট ব্যক্তি অন্যের কাছে সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুণ অন্যের দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়।

৬. অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা। কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া কঠিন।৭. সরল ব্যক্তি উর্ধ্বদৃষ্টি সম্পন্ন চাতকের মতো। কপটী নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন শকুনের মতো। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় ও উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মতো হওয়ায় লাভ কি?

৮. তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না-হলে তুমি প্রকৃত আনঃদ কখনও লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না। তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

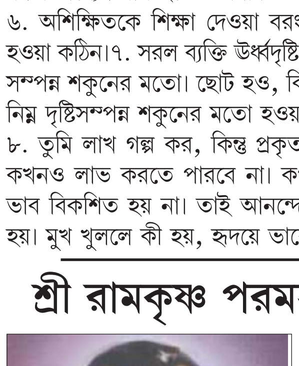

তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে। একটা কথা সর্বদা মাথায় রাখবে জীবনে গুরু সবাই হতে চায়, তবে শিষ্য হবে কজন? যদি তুমি শিষ্য না হতে পারলে শিখবে কিভাবে জগতের নিয়ম কানুন।

তুমি জীবনে যতই সু ঃদর হও আর যতই কুসিত তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই না থাকে তবে সবই নিরর্থক, যত্র জীব তত্র শিব অর্থাৎ প্রতিটিই জীবের মধ্যেই ভগবানের বাস, তাই জীব সেবাই হল শিব সেবা যদি ইশ্বর কে পেতে চাও তবে ঈশ্বর কে প্রেম ও ভক্তির বাধনে বাধতে শেখ, তবেই তাকে পাবে।.তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরে প্রতি বিশ্বাস ও নিসার্থ প্রেম থাকে তবে জানবে তুমি সার্থক জীবনের অধিকারি। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। তোমার মনের মধ্যে কখনো লোভ খোব হিংসা পুষে রেখো না, কারণ মন হল মন্দির সেখানে শুধুই থাকবে ইশ্বরেই নাম, ভক্তি, প্রেম।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও তৎকালীন সমাজ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ উনিশ শতকের বাংলায় বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় থেকেই বাংলার জনচিত্ত যে প্রকৃত অর্থে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, একথা তখনকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জনমতের আধিক্য থেকেই বুঝতে পারা যায়। এপ্রসঙ্গে ১৮৫২ সালের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় সর্বপ্রথম একটি মজার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। বিধবাবিবাহের বিষয়ে মতামত প্রকাশের অভিনবত্বের বিচারে এবং বর্তমানে রীতিমত দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণে উক্ত চিঠিটির কিছুটা অংশ এখানে অবশ্য উল্লেখ্য। অহল্যাদাসী, দ্রৌপদীদাসী, তারাদাসী, মন্দোদরীদাসী ও কুন্তীদাসীর জবানীতে লেখা এই পত্রটিতে বলা হয়েছিল-

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়। অস্মদাদির আবেদন পত্র প্রকটন পূর্ব্বক আশ্রয়বিহীনাদিগ্যে আশ্রয় দিবেন।

বিধবার বিবাহের উপায়।

ওলো দিদী তোয়ের হও।

শুনেছিস পাথুরেঘাটা নিবাসিনী এক বিধবা ব্রাহ্মণ সমান্তিনী এ নারির নিকটে ভাগড়া হইয়াছেন। পাত ২।৩ বাঙ্গালা লেখা বাইবেল উলটাইয়া পতিবিয়োগ বিরহ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের সাধু সেতু সংস্থাপিত করিয়াছেন। বাল্যকালে সাঁজ বিয়ানে এয়োব্রতের ফলে পতিহত হইয়াছিল প্রবল বাইবল সনাতন ধর্ম্ম পুনঃপতি মিলাইয়া দিবে। চল সই তাঁহার শরণ লই। ঘরে আর কি কার্য? মনুদাদার শাস্ত্র অস্ত্রব জর্জরীভূত করিতেছে, তাঁহার কি বিধবা কন্যা এবং ভগিনী ছিল না? বোধহয় তাহা থাকিলে বিধবার দ্বিসংস্কার জন্য ২।১টা শীতল বচন অবশ্যই লিখিতেন, অতএব এমত নিষ্ঠুর ধর্ম্ম লইয়া কি ধুয়ে খাব? অপর একজন ব্রাহ্মণতনয়া পিতামহের নিন্দা শ্রবণে কহিলেন। ও সই, মিছে মনুদাদার গ্লানি করিতেছিস, জানিসতো, মনুদাদার মত এক্ষণে বাবুদের মধ্যে চলে আর না চলে। কখন কি এমত শুনেছিস খ্রীষ্টান হইয়া পুনঃ জাত পায়। মনুর দেইনি মনুর বাবাও এমত বিধি দেন নাই। বাবুদের ঘরে আগুন লেগেছে সেই জন্য জল আন জল আন শব্দ করিতেছেন, শ্রীমতী ভগীদিদী এ পক্ষের পথ দেখায়াছেন বোধ হয় এ পক্ষে এ ক্ষণে সকলে পক্ষপাত বিহীন হইবেন এবং অচিরে বিধবা উদ্ধারিণী নামী সভা স্থাপিতা হইবে। ভাবনা কি? চল, আগে বাবুদের কাছে জানাই। যদি তাঁহারা আমারদের কোন উপায় না করেন তবে বাইবেল সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক বিরহানল নির্ব্বান করিব হরির খুড়া সংপ্রতি স্কাটলেণ্ডে মৃত চামরা পিতামহের পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। কে আর আমারদিগ্যে বাইবল দিবে। বাইবল! তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে যেন বায়ু. বলিষ্ঠ না হয়। (সংবাদ প্রভাকর, ১১ই নভেম্ব, ১৮৫২ সাল)

লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, উপরোক্ত পত্রটিতে সরসভঙ্গিতে বিধবাবিবাহ এবং খৃষ্টধর্ম-উভয়কেই ব্যঙ্গ তো করা হয়েছিলই, একইসাথে কায়দা করে একথাও বলা হয়েছিল যে-হিন্দুধর্মে বিধবাবিবাহ নেই।

এরপরে ১৮৫৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় ' পরিচয়ের আড়ালে সমকালীন জনৈক ব্যক্তির একটি পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। এই পত্রপ্রেরক আবার বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। সমকালের ধর্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা ও সেটির সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই উক্ত পত্রিকায় নঃদকুমার-কৃত বিদ্যাসাগরনিন্দার প্রতি নিজের প্রতিবাদ জানিয়েই ' তাঁর এই পত্রটি রচনা করেছিলেন। সেযুগের সাধারণ মানুষকে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদ কতটা প্রভাবান্বিত করেছিল-উক্ত প্রতিবাদ থেকেও একথা বুঝতে পারা যায়।

বিদ্যাসাগর যখন তাঁর বিধবাবিবাহ আঃেদালন সংগঠিত করেছিলেন, রাধাকান্ত দেব যদিও তখন খুবই বৃদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তদানীন্তন হিন্দুসমাজে তাঁর প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। বস্তুতঃ তাঁর বিধবাবিবাহবিরোধিতাই সেযুগের রক্ষণশীল মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল। একারণে রাধাকান্ত দেবকে সম্বোধন করে মেদিনীপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মণ রমণী তখন বিধবাবিবাহ বিষয়ে একটি পত্র রচনা করেছিলেন। এই পত্রে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়েছিল। তকালীন জনচিত্তে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রভাব যে কতটা পড়েছিল, সেটার একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হওয়ার জন্য এখানে উক্ত পত্রটির কিয়দংশ উল্লেখ করবার প্রয়োজন রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

আমরা অতি শৈশবাবস্থায় পতিরত্ন বিহীনা হইয়া এ পর্যন্ত অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু অদ্যাবধি আমারদিগের ক্লেশ নিবারণের কোন সদুপায় প্রচলিত না হওয়াতে অস্মদগণ পক্ষে বিবিধ অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। অধুনা শ্রুত হইলাম দেশহিতৈষীগুণরাশি বিপুল যশস্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর গুণসাগর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বহ্বায়াসে বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ করত পরিশেষে বর্তমান কলিযুগের প্রচলিত শাস্ত্র অর্থা পরাশর সংহিতা হইতে বিধবা বিবাহ হওনের যে শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তপাঠে বিদিত হইল যে বিধবাদিগের পুনঃ পরিণয় কিছু অশাস্ত্রিক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে

আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিতমহোদয়েরা শ্রীযুত বিদ্যাসাগরের এই উকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানা প্রকার ফন্দি তুলিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারাই (!) চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন, (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ.৭৬৯-৭৭০)

এছাড়া পূর্বোক্ত পত্রটিতে রাধাকান্ত দেবকে বিধবাবিবাহ সমর্থন করবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল, এবং একইসাথে একথাও বলা হয়েছিল-ভগবান পরাশর বাক্য প্রচলিত করিতে যত্নশীল হউন, নচে মহাশয়কে ভবিষ্যতে শতশত ভ্রূণহত্যা পাপে জড়িত হইতে হইবে, (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ- ৭৭০)

পত্রটির এই অংশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উপরোক্ত পত্রটির লেখিকারা বিধবাবিবাহ নিয়ে বৃদ্ধ রাধাকান্ত দেবের ওপরে পরোক্ষভাবে যে চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই পত্রটি যথার্থ কোন মহিলার রচনা ছিল কিনা, এবিষয়ে তখনও প্রশ্ন উঠেছিল এবং আজও প্রশ্ন রয়েছে। তবে সমকালীন জনচিত্তে বিধবাবিবাহের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যাপারে এই পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সেযুগের অনেক মানুষ যেমন বিধবাবিবাহ আইনের খসড়া প্রস্তুত হওয়ার কথা শুনে খুশি হয়েছিলেন, তেমনি এবিষয়ে অখুশি মানুষের সংখ্যাও তখন কম কিছু ছিল না শুধু সেটাই নয়, এবিষয়ে উপযুক্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত হওয়ার সংবাদে তাঁরা তখন খুবই বিক্ষুব্ধও হয়ে উঠেছিলেন। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁদের এই বিক্ষোভ ও বিরোধিতা প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় সেকালের একজন মহিলা যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে-এবিষয়ে সমকালীন ব্যক্তিদের বিক্ষোভ ও পত্রলেখিকার পত্ররচনা-উভয়ের মধ্যেই তখনকার জনচিত্তের প্রতিফলনই লক্ষ্য করা যায়। এই পত্রলেখিকা তাঁর পত্রে এবিষয়ে বিক্ষোভকারীদের নির্দয় বলে অভিহিত করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহ আইন যাতে খুব শীঘ্রই বিধিবদ্ধ হয়-এর জন্য পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে লেখনী ধারণ করবার অনুরোধও জানিয়েছিলেন। (সংবাদ প্রভাকর, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৫৫ সাল) অবশ্য এই পত্রটিও সত্যিই সেযুগের কোন মহিলা লিখেছিলেন কিনা-এবিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

এপ্রসঙ্গে এখানে সেযুগের আরেকজন মহিলার পত্রের কথাও বলবার প্রয়োজন রয়েছে, যাঁর পত্রটি সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় ' নামে মুদ্রিত হয়েছিল। মাত্র সাত বছর বয়সে এই বিদ্যাদেবীর চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, এবং এই বিবাহের মাত্র একবছরের মধ্যেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। তাই পরবর্তী সময়ে তিনি যখন বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন পাসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাঁর মধ্যেও এবিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, এবং আলোচ্য পত্রটিতে এবিষয়ে তাঁর সেই প্রতিক্রিয়ায় তাঁর বেদনা ও আনন্দ উভয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন-

আপনারদিগের উদ্যোগে এদেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবাবিরাহ চালিত হইবে বটে কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে, আমার শরীরে স্বামী সুখের সম্ভাবনা নাই, কারণ ততদিন যে বাঁচিয়া থাকিব এমত আশা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিব, কারণ যদিচ আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শত ২ স্বামিহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মবণ করিয়া মরিব, (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ- ৪৮৪)

বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরে প্রথম অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের পাত্রীকে নিয়ে তকালীন সমাজে নানা কুসা প্রচার করা হয়েছিল। বিধবাবিবাহের জন্য ভদ্রসমাজের কন্যা পাওয়া দুর্লভ-একথা প্রচার করাই সেসব কুসারটনাকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবার জন্য তখনকার প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও এগিয়ে এসেছিলেন, এবং নানা তথ্যসংগ্রহ করে তাঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্রী আসলে একজন সম্ভ্রান্ত বংশেরই কন্যা। এসবের ফলে সেযুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবিষয়ে জোরালো মতামত বিনিময় ঘটেছিল। এবিষয়ে ১৮৫৬ সালের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় যে ব্যঙ্গাত্মক পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বিধবাবিবাহ বিরোধী জনমত স্পষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত পত্রটির কিছুটা অংশ নিম্নরূপ ছিল-

সংপ্রতি এক শুভজনক সংবাদ শ্রবণে বড়ই সন্তোষিত হইয়াছি, শুনিলাম যে চক্রবর্তি, ঘোষাল, হা।, গু।, গা।গডি ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যূহের উপকারক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদা এ রাজ্যে ক্ষঞ্ঝঞাঢঞ ঞ্জঢঞ (সেকেণ্ড হেণ্ড) রমণী অর্থা দ্বোজবোরে কোনে চলন হইবেক, এ কারণ ভরসা করি যে আমরা অতি সুলভ মূল্যেই মনোহরা মহিলালাভ করিতে সমর্থ হইব, আর চারি পাঁচশত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অশীতি ও নবতী বসরে পঞ্চম বর্ষীয় বালিকা বিবাহ করিতে হইবে না, (সংবাদ প্রভাকর, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ সাল)

বস্তুতঃ তখন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়েছিল বলেই এবিষয়ে আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরেও সেযুগে প্রবলভাবে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হয়েছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১৮৭২ সালের আষা। সংখ্যার হালিসহ পত্রিকায় ' সমাজ সংস্করণ' শিরোনামের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে এবিষয়ে বিরোধিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এছা।া সেযুগে বঙ্গদর্শন, নবজীবন, সাধারণী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেও বিধবাবিবাহবিরোধী জনমত প্রকাশিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের বিষয়ে সক্রিয় হয়ে উঠবার অনেক আগে থেকেই উনিশ শতকের বাংলায় বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেসব রচনাগুলির মধ্যে ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসের বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় প্রকাশিত ' পুনর্বিবাহ' শিরোনামের প্রবন্ধটির কথা এখানে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উক্ত রচনাটি সেকালের একজন জনৈক পত্রপ্রেরকের কাছ থেকে পত্রিকায় প্রেরিত হয়েছিল। সেই পত্রদাতা বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল যে-নারদ, শঙ্খলিখিত বা অন্যান্য কয়েকজন ঋষির শাস্ত্রে ব্যবহৃত পুণর্ভূ শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বিধবার বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। এছা।া এই লেখক তাঁর প্রবন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের এই বক্তব্যও তুলে ধরেছিলেন যে, বিধবার বিবাহ ঘটলেও তাঁর সতীত্ব কোনভাবেই নষ্ট হয় না। এরপরে পত্র রচয়িতা জানিয়েছিলেন

(ক্রমশ)

বাংলার গীতা গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

১৭৭৫ সালের আগে গীতা নামে কোন মুদ্রিত বই ছিল না। মহাভারতের অংশ নিয়ে পৃথক গ্রন্থ হিসেবে গীতার উদ্ভবের পুরো কৃতিত্ব ওয়ারেন হেস্টিংসের। অজস্র পৃষ্ঠা থেকে ঝা।ইবাছাই করে তাঁর সম্পাদনায় জন্মানো বইটিই গীতা! প্রথমে নামটা অবশ্য গীতা ছিল না। গীতা নামকরণ হয়েছে এরও কিছু পরে। অবাক হলেন? ইতিহাস বড় নির্মম। অষ্টাদশ শতক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে। কলকাতা ও বারাণসীর ঘিঞ্জি মহল্লায় তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি চার্লস উইলকিন্স অনুবাদ করছেন মহাভারত। তিনি গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসকে খসড়া পাণ্ডুলিপিটি পড়তে দেন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনটি আলাদা করে নেন হেস্টিংস। তার পরই তিনি ১৭৭৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর কোম্পানির চেয়ারম্যান ন্যাথানিয়েল স্মিথকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি কোম্পানির চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করে লেখেন, কোম্পানির অর্থ-দাক্ষিণ্যে এই বই মুদ্রিত হওয়া উচিত। পরের বছরই কোম্পানির খরচে লন্ডনে উইলকিন্সের ' of Kreeshna and Arjoon in Eighteen Lectures with Notes' বইয়ের প্রকাশ। সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনূদিত প্রথম বই। বিদেশি শাসকের উদারতা ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে হুবহু মিলে যাওয়ার কারণে গীতার জন্ম। গীতাকে পৃথক ও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে হিন্দুরা মানা শুরু করেছে ১৭৭৫ এর পরে, আগে নয় কোনভাবেই।(পুনশ্চঃ রেফারেন্স ছাড়া আমি একটি বর্ণ ও বানিয়ে লিখিনি। প্রথম রেফারেন্স আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। সম্পুরক রেফারেন্স Interpretations of the Bhagavad-Gita and Images of: The Song of the Lord By Catherine A. Robinson šõË¡à 30-31)১৭৮৫ সালের আগে পর্যন্ত ' বলে আলাদা কোনও ' দুনিয়ার কোথাও ছিল না। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ হিসাবে ' ও অর্জুনের কথোপকথন' অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু আলাদা করে তার গুরুত্ব ছিল না।স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে গীতার জন্মদাতা চার্লস উইলকিন্স। ১৭৪৯ সালে জন্মানো এই মানুষটি, মাত্র ২১ বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটার বা জুনিয়র ক্লার্ক হিসাবে কলকাতায় প্রথম পা রাখেন। ১৭৭৮-এ প্রকাশিত বাংলা ছাপার হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের A Grammar of Bengal Language-এর ভূমিকায় হ্যালহেড তাঁকে বাংলা হরফ তৈরির পূর্ণ কৃতিত্ব দেন ও নিজের বইতে সেসব হরফ ছাপেন। যদিও এই হরফ তৈরির প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার হলেন বাঙালি ' পঞ্চানন মল্লিক। ওই বছর থেকেই বারাণসীতে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন উইলকিন্স। বারাণসীতে থাকাকালীন তিনি তকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আগ্রহে ইংরেজিতে মহাভারতের অনুবাদ করতে শুরু করেন, যদিও তা শেষ করতে পারেন নি। ১৭৮৪ সালের অক্টোবর মাসে হেস্টিংস বারাণসীতে উপস্থিত হলে উইলকিন্স তাঁকে মহাভারতের আংশিক অনুবাদের খসড়া পাণ্ডুলিপিটির একটি অনুলিপি বা ' দেখান। তবে মাত্র ৬ বছর সংস্কৃত ভাষাচর্চার দৌলতে যে মহাভারতের অনুবাদ করা সম্ভব নয়, সে কথা অবশ্য না বললেও চলে।এর ঠিক ১০ বছর আগে, ১৭৭৪-এ কলকাতায় স্থাপিত হয় সুপ্রিম কোর্ট। তারও বছর দুয়েক আগে ১৭৭২-এর ১৫ অগস্ট, গভর্নর হেস্টিংসের প্রত্যক্ষ উসাহ ও তদারকিতে সরকারিভাবে ঘোষিত হয় যে, উত্তরাধিকার, বিবাহ, জাতপাত ও অন্যান্য ধর্মীয় আচরণ বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সমস্ত মামলায, মুসলমানদের কোরানের আইনসমূহ এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে শাস্ত্রব্যবস্থা চিরকাল সম্মানের সঙ্গে মেনে চলতে হবে। সেই মোতাবেক ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত হয় হ্যালহেড-অনূদিত A Code of Gentoo Laws, or, Ordinations of the Pundits শীর্ষক ঔপনিবেশিক ' আইনের প্রথম গ্রন্থ। পাঁচ বছর পরে ১৭৮১ সালে হেস্টিংসের আমলেই পাস হয় নতুন আইন ' Act of Settlement'ú এই আইনের ১৭ সংখ্যক ধারায় বলা হয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও জমির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এবং দু-পক্ষের মধ্যে চুক্তি ও লেনদেনের সমস্ত বিষয়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমান আইন ও ব্যবহার এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন ও ব্যবহার দ্বারা নির্ধারিত হবে।বহু দিন থেকেই হেস্টিংস আদালতে হিংদুদের ক্ষেত্রে ' নজ্ঞতঞ্ঞ' বা ' শপথ'-এর উপযোগী একটি শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব বোধ করছিলেন। কারণ বাইবেল বা কোরানের মতো হিংদুদের জন্য আদালতে ' বহনযোগ্য' প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে উইলকিন্সের অনুবাদটি তাঁর সহায়তা করে। তিনি ওই আংশিক অনুবাদ থেকে কৃষ্ণার্জুনের কথোপকথনটুকু আলাদা করে বাছাই করার পরে, একটা আলাদা বইয়ের পরিকল্পনা করেন। ১৭৮৪ সালের ডিসেম্বরে হেস্টিংস উইলকিন্সের অনুবাদের ওই অংশটি কোম্পানির লন্ডনের প্রধান কর্তা ন্যাথানিয়েল স্মিথকে পাঠান এবং কোম্পানির খরচে সেই অনুবাদটি প্রকাশ করার অনুরোধ জানান।

অবশেষে ১৭৮৫-র মে মাসে, কোম্পানির অর্থে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoonú মাত্র দু'বছরের মধ্যে বইটি রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। সৃষ্টি হয় এক আচাভুয়া গ্রন্থ গীতার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হ্যালহেড যেমন তাঁর গ্রন্থে পঞ্চানন মল্লিকের নামোল্লেখ করেন নি, হেস্টিংস-উইলকিন্স জুটিও এই অনুবাদের পেছনে লুকিয়ে থাকা আরেক বাঙালি পণ্ডিত কাশীনাথ ভট্টাচার্যের নামোচ্চারণ করেন নি। তবে গ্রন্থ হিসাবে বাঙালির গীতা পা।ার ইতিহাস আরও অর্বাচীন। ' বিবেকানন্দ' গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে গীতার বিশেষ প্রচলন ছিল না। অবশেষে বিবেকানন্দের উসাহে হরমোহন মিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত থেকে গীতা অংশটি আলাদা করে নিয়ে মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত ছাপাতে শুরু করেন। তাহা হইতে বাংলাদেশে গীতার খুব প্রচলন হইল এবং লোকে সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। সে হিসাবে আমরা গীতা পড়ছি মাত্র ১৩৫ বছর।লরেন যে লরেনকে চিনবে এ আর কী এমন নতুন কথা?সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ইতিহাস নিয়ে দু চার কথা বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার শুরু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির মধ্যে দিয়ে। বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা এই কাব্যটি দীর্ঘদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিল। অবশেষে ১৯০৯ সালে বিখ্যাত গবেষক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়ার কাকিল্যা নামে এক গ্রামের একটা বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর এখনো অবধি পাওয়া একমাত্র পুঁথিটি উদ্ধার করেন। আবিস্কারের সাত বছর পরে ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি মুদ্রিত হয়। প্রকাশের পরেই বইটিকে ঘিরে যথেষ্ট সাড়া পড়ে যায়। এর আগে বাঙালি চন্ডীদাসের পদাবলী কীর্তন শুনেছে। শুধু শুনেছে তাই নয়, চণ্ডীদাসের পদাবলী চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে বাঙালিকে গত ৫০০ বছর ধরে মাতিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেই চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসধারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন মিল পাওয়া গেল না। তাই একটা প্রশ্ন উঠে এলো কে এই বড়ু চন্ডীদাস ? যিনি পদাবলী লিখেছিলেন এই আখ্যানকাব্যটিও কি তাঁরই লেখা নাকি এর রচয়িতা অন্য কেউ ? অনেক বাক-বিতণ্ডা আলাপ আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এলেন চন্ডীদাস নামে কোন একজন নন, অনেকে ছিলেন। রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলার অসাধারণ পদগুলি যিনি লিখেছেন তিনি হলেন পদাবলীর চন্ডীদাস আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যিনি লিখেছেন তিনি হলেন ভিন্ন এক চন্ডীদাস। তিনি বাসুলী সেবক হিসেবে নিজের পরিচয় দেন, তাঁর নাম বড়ু চন্ডীদাস। ঠিক কবে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লেখা হয়েছিল সে নিয়ে পণ্ডিত গবেষকদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে। ড অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্ত বিতর্ক পর্যালোচনার পরে মনে করেছেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বা ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে এই কাব্যটি রচিত হয়ে থাকবে। যদি এই অনুমান সঠিক হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলো বাংলা সাহিত্যে লেখা প্রথম কৃষ্ণকথা। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলব। তার আগেই চলে আসা যাক কৃষ্ণকথার উপত্তি এবং ভারতীয় সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ এর কয়েকটা টুকরো সংবাদের দিকে।

পণ্ডিতেরা আমাদের জানাচ্ছেন কৃষ্ণের নাম ছাংেদাগ্য উপনিষদে প্রথম পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ছাংেদাগ্য উপনিষদ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান। যদিও ঋগ্বেদের একটি সূক্তে একজন কৃষ্ণের কথা দেখা যায়, যিনি ১০ হাজার সেনা নিয়ে যুদ্ধে উপস্থিত - কিন্তু ঋগ্বেদের এই সূক্তটিকে পণ্ডিতেরা অনেক পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন। অনেকের মতে ছাংেদাগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ হলেন ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। শঙ্করের ব্যাখ্যার সূত্রে এই মতটি জনপ্রিয় হলেও অনেকে এই মত মানেন নি। যেমন বিশিষ্ট গবেষক বিমানবিহারী মজুমদার। এই বিতর্কে এখানে আমরা প্রবেশ করতে চাই না। আমরা দেখে নিই পুরাণ কাব্যে পাওয়া কৃষ্ণের পরিচয়ের দিকে। সেখানে বলা হচ্ছে কৃষ্ণ ছিলেন সাংিদপনি মুনির শিষ্য আর তার পারিবারিক পুরোহিত ছিলেন গর্গ। ভাগবত সহ বিভিন্ন পুরাণ কৃষ্ণকথা সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছে। কিন্তু আমরা জানি ভাগবত অনেক পরবর্তী কালের রচনা। খ্রীষ্টজন্মের অন্তত ৭০০ বছর পরেকার বলেই পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে মনে করেছেন। সে আলোচনায় আমরা পরে যাব।ফিরে আসা যাক প্রাচীনতর ছান্দোগ্য উপনিষদের দিকে। সেখানে বলা হয়েছে কৃষ্ণ হলেন দেবকীর ছেলে। আর ছান্দোগ্য উপনিষদ এর প্রায় সমকালীন রচনা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রয়েছে বাসুদেব শব্দটির উল্লেখ, যেখান থেকে বোঝা যায় বাসুদেব কৃষ্ণ হলেন বসুদেবের ছেলে। তবে এই প্রসঙ্গে ভিন্নমত ব্যক্ত করা প্রখ্যাত পণ্ডিত আর জি ভাণ্ডারকরের কথাটি উল্লেখ করা দরকার। তাঁর মতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উল্লিখিত বাসুদেব আমাদের পরিচিত বাসুদেব নন। ইনি সাত্বত বৃষ্ণিকুলের কুলদেবতা। এই কৃষ্ণের সঙ্গে আঙ্গিরস শিষ্য কৃষ্ণের সমীকরণ তৈরি করা হয়েছে অনেক পরে। ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ কিথ দুই কৃষ্ণের এই তত্ত্ব মানতে চান নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভাণ্ডারকর আর কিথের মধ্যে এই বিতর্ক পণ্ডিত মহলে বেশ সা।া ফেলেছিল। জে এন ফারকুহার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ' লেসনস অফ দ্য গীতা' এবং তারপর প্রকাশিত তাঁর ' অফ হিংদুইজম' ইত্যাদি বইতে আমাদের জানিয়েছেন খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই রাম আর কৃষ্ণ দুজনেই যুদ্ধবীর হিসেবে খ্যাতিলাভ করে গেছেন। মেগাস্থিনিস এর সময় রাম আর কৃষ্ণের নামের প্রথমে ভগবানের উপাধি যোগ হয়েছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়া থেকেই তারা বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেখা দেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বৈয়াকরণ পাণিনি বাসুদেব কৃষ্ণ এবং অর্জুনের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে কৃষ্ণের পার্থসারথি রূপ তখনকার মানুষের মনে এমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল যে রাজারা যুদ্ধে গেলে সৈন্যবাহিনীর সামনে কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বয়ে নিয়ে যেতেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক কার্টিয়াস জানিয়েছেন ভারতের স্মরণীয় যোদ্ধা পুরু যখন আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন তখন সেনাবাহিনীর সামনে ছিল কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি।বৈয়াকরণ পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ সাল নাগাদ তাঁর মহাভাষ্যতে লিখছেন যে তার সময়ে কৃষ্ণ জীবনের নানা রকম ঘটনা নিয়ে অনেক নাটক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে কৃষ্ণের কংস বধ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পতঞ্জলি বলেছেন এই নাটকে কংস পক্ষে যারা থাকতো তারা হলো কালা মুখ আর কৃষ্ণপক্ষে যারা অভিনয় করত তারা হল রক্তমুখ। মহাকাব্য মহাভারত জুড়ে কৃষ্ণের অবস্থানের কথা আমরা সবাই জানি। মহাভারত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে তার লিখিত রূপ পেতে শুরু করেছিল ঠিকই কিন্তু এর কাহিনী যে অনেক পুরনো সেই সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। মহাভারতের ভারত যুদ্ধ কবে হয়েছিল তাই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কেউ কেউ ভক্তি বসে একে খ্রীষ্ট জন্মের বেশ কয়েক হাজার বছর আগে পাঠিয়ে দিতে চান।

ওড়িশার পর এবার এক নতুন ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের ৫ পরিযায়ী শ্রমিকের উপর হামলা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি শাসিত ওড়িশায় বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনার রেশ কাটার আগে নতুন করে এবার বিজেপি শাসিত অসমে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদ জেলার কমপক্ষে পাঁচ জন পরিযায়ী শ্রমিকের উপর হামলার অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। মারধরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অজ্ঞাত পরিচয় কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে শিলচরের রাঙ্গিরখারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মুর্শিদাবাদের সুতি থানার নুরপুর এলাকার বাসিন্দা রিঙ্কু শেখ নাম বছর ত্রিশের এক যুবক। সূত্রের খবর অসমের শিলচর বাজারের কাছে গত কয়েক বছর ধরে মুর্শিদাবাদের প্রায় ৭০০ ফেরিওয়ালা বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের নুরপুর এলাকার বাসিন্দা রিঙ্কু শেখ নামে এক ফেরিওয়ালা যখন ভাড়া বাড়ি থেকে বাড়বে শিলচর শহরের দিকে নিজের বাইক করে যাচ্ছিলেন সেই সময় কয়েকজন যুবক তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করেন। এরপর রিঙ্কুকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। রিঙ্কু বলেন, অসমের শিলচর বাজারের কাছে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আমরা ১২ জন ফেরিওয়ালা একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকি। রোজ সকালে খাওয়া দাওয়া করে বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের মালপত্র বিক্রির জন্য বাইক করে আমরা বার হয়ে যাই। তিনি জানান, প্রতিদিনের মত রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কাজে বার হওয়ার পর অসমের কয়েকজন যুবক হঠাৎ করে আমাকে রাস্তায় আটকান। এরপর অসমের ওই বাসিন্দারা আমার কাছে পরিচয়পত্র দেখতে চান। রিঙ্কু জানান, আমি নিজের পকেটে থাকা আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড বার করে অসমের বাসিন্দাদেরকে দেখানোর আগেই তারা আমাকে প্রচন্ড মারধর করা শুরু করে। প্রথমে ৪-৫ জন যুবক আমাকে মারধর করা শুরু করলেও পরে আরও লোকজন সেখানে জড়ো হয়ে যায়। সেই সময় আমি নিজের বাইকটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাই। ওই পরিযায়ী শ্রমিক অভিযোগ করেন,প্রাণ বাঁচিয়ে আমি শিলচরের সদর থানায় গেলেও পুলিশ আমাকে কোনও সাহায্য করেনি। স্থানীয় পুলিশকে আমি অনুরোধ করেছিলাম আমার বাইকটি উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা সাহায্য না করে আমাকে রাঙ্গিরখারি থানায় যেতে বলে। পরে কয়েকজন বাসিন্দা আমার বাইকটি উদ্ধার করে দেন। রিঙ্কু দাবি করেন, রবিবার সকালে তাঁকে ছাড়াও মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা সানাউল শেখ নামে এক যুবক সহ আরও তিনজনকে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে মারধর করেছে শিলচরের বাসিন্দারা। রিঙ্কু অভিযোগ করেন, আমরা যেহেতু বাংলায় কথা বলি, তাই আমাদেরকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মারধরের সময় আমার গোপনাঙ্গে আঘাত করা হয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্লোগান দিচ্ছিলেন কয়েকজন যুবক। গোটা ঘটনার কথা জানিয়ে রবিবার রাতে রিঙ্কু, রাঙ্গিরখারি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, আমরা কারও সঙ্গে বিবাদে যেতে রাজি নই। আমরা নিজেদের গ্রামের বাড়ি থেকে বহু দূরের রাজ্যে পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছি। গতকালকের ঘটনার পর সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভয়ে কাজে বার হতে পারেননি। জেলায় ফিরে গেলে আমাদের কাছে বিকল্প রুজির কোনও সংস্থান নেই। শিলচরে ফের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও হাতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় আমরা নিজেদের বাড়িতেও ফিরতে পারছি না। আমরা সকলের কাছে আবেদন করছি পরিস্থিতি যেন দ্রুত স্বাভাবিক করা হয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিশ্বাসী। ভারতের যেকোনও নাগরিক যেকোনও জায়গায় যেতে পারেন। কিন্তু বিজেপি শাসিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে বাঙালি এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষ দেখলেই বাংলাদেশি সন্দেহে মারধর করা হচ্ছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

শারীরিকভাবে অক্ষমদের পাশে মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর-এর তথ্য যাচাই বা শুনানি প্রক্রিয়া। এই শুনানিতে উপস্থিত হতে গিয়ে ৮০ উর্ধ্ব অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের চরম হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে-এমন অভিযোগ উঠেছিল শুনানির প্রথম দিনেই কাটোয়া মহকুমায়। তবে সোমবার কাটোয়া মহকুমা অফিসে ধরা পড়ল একেবারেই ভিন্ন ও মানবিক ছবি। এদিন এসআইআর শুনানিতে আসা শারীরিকভাবে অক্ষম এবং ৮০ উর্ধ্ব অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সুবিধার্থে নিজের অফিস থেকে নীচে নেমে এসে শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন কাটোয়ার মহকুমা শাসক অর্নিবাণ বসু। যাতে কোনওভাবেই আগত প্রবীণদের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে না হয় এবং শারীরিক কষ্টের শিকার হতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মহকুমা শাসকের এই উদ্যোগে খুশি হন শুনানিতে আসা প্রবীণ নাগরিকরা ও তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা। প্রশাসনের এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন সকলেই। ঘটনার সূত্রপাত, কাটোয়া শহরের ১২৮ নম্বর বুথের ভোটার দীপ্তি ব্যানার্জির শুনানি নিয়ে। এনুমারেশন ফর্মে ২০০২ সালের তথ্য যথাযথভাবে দিতে না পারায় তার নাম ভোটার তালিকায় ওঠেনি। সেই কারণে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে এসআইআর শুনানিতে ডাকা হয়। ৮০ উর্ধ্ব বয়স হওয়ায় তিনি ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। তাই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা অফিসে আসেন তিনি। কিন্তু অফিসের দ্বিতলে কীভাবে মাকে নিয়ে উঠবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন ছেলে শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী। এই খবর মহকুমা শাসক অর্নিবাণ বসুর কানে পৌঁছাতেই তিনি নিজেই অফিসের নীচতলায় নেমে এসে দীপ্তি ব্যানার্জীর শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এতে কার্যত স্বস্তি ও খুশি প্রকাশ করেন দীপ্তি ব্যানার্জী এবং তাঁর ছেলে শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী।

আমমোক্তারের নামা
শ্রী রাজ্য দাস, পিতা- চিত্তরঞ্জন দাস, ঠিকানা- [illegible]
ইতি
সওকত আলি শেখ
আমমোক্তার

বাড়ি বাড়ি বসছে কিউআর কোড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আরও একধাপ এগোল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরনিগম এলাকার প্রতিটি বাড়িতে বসানো হবে লোকেশন-সহ কিউআর কোড। এর মাধ্যমে আবর্জনা সংগ্রহ ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে আধুনিক নজরদারির ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি নোংরা আবর্জনা ঠিকমতো সংগ্রহ হচ্ছে কিনা, তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে শিলিগুড়ি পুরনিগম ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা সুডা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে নির্মল বন্ধুদের পাশাপাশি নির্মল সাথী হিসেবে জঞ্জাল অপসারণের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন মোট ১২৪ জন মহিলা। নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করছেন তারা। বিশেষ করে ড্রাই ওয়েস্ট ও ওয়েট ওয়েস্ট আলাদা করে রাখার বার্তাও দিচ্ছেন নির্মল সাথীরা। এই নতুন ব্যবস্থার প্রস্তুতি হিসেবে এদিন শিলিগুড়ির একটি ভবনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের ১০৫ জন মহিলা নির্মল সাথীকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লিউবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
রেজি. অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক এ, ৭৮৯, আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৭, ফোনঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০
ই-মেলঃ cs@kilburnengg.com, ওয়েবসাইটঃ kilburnengg.com

ফিজিক্যাল শেয়ার স্থানান্তরের অনুরোধ পুনঃদাখিলের জন্য বিশেষ সুযোগ

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97, তারিখ ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তরের জন্য পুনঃদাখিলের অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য একটি এককালীন বিশেষ সুযোগ প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। এই বিশেষ সুযোগটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং এটি সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে শেয়ার স্থানান্তরের মূল অনুরোধগুলি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো কারণে ত্রুটির জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছিল/প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল/অনিষ্পন্ন ছিল বা বাতিল করা হয়েছিল। স্থানান্তরের জন্য পুনঃদাখিল করা শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা তাদের স্থানান্তরের অনুরোধগুলি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে contact@mdplcorporate.com / mdpldc@yahoo.com ইমেল আইডিতে অথবা তাদের কার্যালয় ২৩ আর. এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় জমা দিতে পারেন অথবা সহায়তার জন্য কোম্পানির কাছে cs@kilburnengg.com ইমেল করতে পারেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এও উপলব্ধ।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
অভিজিৎ মেহতা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ২৮-১২-২০২৫

নববর্ষের আগের রাতে ব্লু লাইনে আটটি অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের মসৃণ ও দ্রুত চলাচলের সুবিধার্থে, মেট্রো রেল নববর্ষের আগের রাতে ব্লু লাইনে অতিরিক্ত পরিষেবা চালাবে। ওই দিন, অর্থাৎ ৩১.১২.২০২৫ তারিখে, যাত্রীদের সুবিধার জন্য মেট্রো রেল ব্লু লাইনে আটটি অতিরিক্ত পরিষেবা (৪টি আপ এবং ৪টি ডাউন) পরিচালনা করবে। এই বিশেষ পরিষেবাগুলি দক্ষিণেশ্বর এবং শহীদ ক্ষুদিরামের মধ্যে চলবে, এবং শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত একটি অতিরিক্ত পরিষেবা পরিচালিত হবে। অতিরিক্ত পরিষেবাগুলির সময়সূচী নিম্নরূপঃ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরামের দিকে রাত ২১.৪০, ২১.৫২, ২২.০৫ এবং ২২.১৮ মিনিটে। শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকেঃ রাত ২১.৫৪, ২২.০৪ এবং ২২.১৭ মিনিটে। শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমের দিকেঃ রাত ২২.৩০ মিনিটে। এই আটটি আপ এবং ডাউন বিশেষ পরিষেবা নববর্ষের আগের রাতে রাত ২১.৪০ মিনিটের পর থেকে পরিচালিত হবে। ওই দিন ব্লু লাইনে প্রথম পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে। একই দিনে গ্রিন লাইন, ইয়েলো লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে।

৩৭তম হাওড়া জেলা বইমেলার শুভ সূচনা হয়ে গেল শরৎ সদন প্রাঙ্গণে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ৩৭ তম হাওড়া জেলা বইমেলার শুভ সূচনা হয়ে গেল। সোমবার বিকেলে হাওড়ার শরৎ সদন প্রাঙ্গণে

বইমেলার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দীপাপপ্রিয়া, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহকারি সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। আগামী ৪ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ৭ দিন ধরে চলবে এবারের বইমেলা। এদিন অরূপ রায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। বই পড়ার অভ্যেস বজায় রাখতে হবে। ইন্টারনেটে যুগেও এমন বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং গ্রন্থ রয়েছে যা ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় না। তাই বইয়ের গুরুত্ব চিরকালই থাকবে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলবো, ছেলেমেয়েদের মোবাইল দেখার অভ্যেস বন্ধ করে বই পড়ার অভ্যেস গড়ে তুলুন। বই পড়া শেখান।'

কবর থেকে উধাও মৃতদেহ, চাঞ্চল্য বলাগড়ের

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ সোমবার কবরস্থানের পাশে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন গ্রামের এক বাসিন্দা। তিনি দেখেন, ওই কবরটি খোঁড়া ছিল। তিনি ভয় পেয়ে বিষয়টি গ্রামে এসে অন্যদের জানান। কবর থেকে গায়েব মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বলাগড়ের সিজা কামালপুর গ্রামে। আট মাস আগে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় মৃত্যু হয় বছর ৭০-র শেখ বাবু জানের। তাঁর বাড়ি কামালপুর গ্রামেই। ওই গ্রামেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কবরস্থান কমিটির সদস্যরা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তাঁরা দেখেন, শেখ বাবু জানের দেহ চুরি হয়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি বিষয়টি নিয়ে তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেন বলাগড় থানায়। কামালপুর কবরস্থান কমিটির সম্পাদক মীর জসিমউদ্দীন বলেন, 'এই ঘটনা নজর আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশে খবর দিই। সোমবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অতীতে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এর ফলে অন্যরা আপনজনের দেহ কবর দিতে ভয় পাবেন।' পুলিশ তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের পাকড়াও করুক, এমনটাই চাইছেন তিনি। শেখ বাবু জানের খুড়তুতো ভাই শেখ আজিজুল রহমান বলেন, ' বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। একদিন তিনি পড়ে যান। পরে, তাঁর মৃত্যু হয়। সমস্ত ধর্মীয় রীতি মেনে আমরা তাঁকে কবর দিই। কিন্তু সম্প্রতি জানতে পেরেছি, তাঁর দেহ কবর খুঁড়ে বের করে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। এই ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি করছি।' এ দিকে ওই গ্রামে সিসিটিভি ক্যামেরার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ জানাচ্ছে, অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুরোদমে চলচ্চিত্রোৎসব শুরুর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ইন্টারন্যাশনাল কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (IKSFF) ২০২৬-শুরুর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। ইন্টারন্যাশনাল প্যানোরামা, ন্যাশনাল প্যানোরামা ও বেঙ্গল প্যানোরামার সম্পূর্ণ সূচী শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। এ বছর এই উৎসবে জমা পড়ে ৩০০-র বেশি ছবি। তার মধ্যে ২৫০টিরও বেশি ছবি সরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভাগে ইজরায়েল, রাশিয়া, তাইওয়ান, আমেরিকা ও মেক্সিকোর ছবি জায়গা পেয়েছে। জাতীয় বিভাগে রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উল্লেখযোগ্য কাজ। পাশাপাশি বাঙলা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে একাধিক সমসাময়িক বাংলা ছবি। এছাড়াও শর্ট ডকুমেন্টারি, মিউজিক ভিডিও, পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট এবং বিজ্ঞাপনচিত্র - বিভিন্ন ফরম্যাটের নির্বাচিত কাজও দেখানো হবে উৎসবে। IKSFF কর্তৃপক্ষের দাবি, গল্প বলার বৈচিত্র্য এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, দুই মিলিয়েই ২০২৬-এর আসর হতে চলেছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফেস্টিভ্যালের সূচনা হবে ২০ জানুয়ারি, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে। একাধিক জায়গায় টানা ছ'দিন ধরে চলবে সিনেমা- উৎসব। বিশ্বের ৩২টি দেশের ছবি নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব।

২০২৫ সালে নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৯ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ২০২৫-এ রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করতে ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং আস-পাশের এলাকায় আঞ্চলিক ও আন্ত ঃরাজ্য ভ্রমণকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে। এই পদক্ষেপগুলির অংশ হিসাবে, ট্রেন নং. ১২০৪৭ / ১২০৪৮ গুয়াহাটি-নর্থ লখিমপুর-গুয়াহাটি জন শতাব্দী এক্সপ্রেস ৭ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চালু করা হয়। ট্রেন নং. ৫৫৮১৭ / ৫৫১৮৮ নিউ বঙাইগাঁও- গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জার ৪ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে দৈনিক পরিষেবা শুরু করেছে, যখন ট্রেন নং. ১৫৯১১ / ১৫৯১২ তিনসুকিয়া-নাহরলগুন-তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস ৫ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে ত্রি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চালু করা হয়, যার ফলে আঞ্চলিক সংযোগ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। দূরপাল্লার ভ্রমণকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, ট্রেন নং. ১৩১১৫ / ১৩১১৬ শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২০ জুন ২০২৫ থেকে চালু করা হয়। দার্জিলিং পাহাড়ি সেকশনে, পর্যটন ও ঐতিহ্যবাহী ভ্রমণের চাহিদা দুর করতে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ট্রেন নং. ৫২৫৯২ দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং চালু করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর সময়কালে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাও চালু করা হয়। ট্রেন নং. ২০৫০৭ /

২০৫০৮ সাইরাং - আনন্দ বিহার টার্মিনাল - সাইরাং রাজধানী এক্সপ্রেসটি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে সাপ্তাহিক পরিষেবা শুরু করে। ট্রেন নং. ১৫৬০৯ / ১৫৬১০ গুয়াহাটি - সাইরাং - গুয়াহাটি এক্সপ্রেসটি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে দৈনিক পরিষেবা হিসেবে চালু করেছে, অন্যদিকে ট্রেন নং. ১৩১২৫ / ১৩১২৬ কলকাতা - সাইরাং - কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে সপ্তাহে তিন দিন চলাচল শুরু করেছে। এছাড়াও, ট্রেন নং. ২৬৩০২ / ২৬৩০১ দানাপুর - জোগবানি - দানাপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে সপ্তাহে ছয় দিন চলাচল শুরু করেছে। ট্রেন নং. ১৫৭০২ / ১৫৭০১ শিলিগুড়ি - কাটিহার - শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে দৈনিক পরিষেবা শুরু করেছে এবং ট্রেন নং. ১৬৬০২/ ১৬৬০২ ইরোডে - জোগবানি - ইরোডে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ২০২৫ সালে এই নতুন পরিষেবাগুলোর সূচনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেল পরিষেবা সম্প্রসারণ, সহজগম্যতা বৃদ্ধি এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে।

পৌষমেলার আমেজে ব্যবসায়িক সাফল্য, রেকর্ড বিক্রিতে খুশি মদ বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ পৌষমেলার টানে প্রতিবছরের মতো এ বছরও শান্তিনিকেতনে মানুষের ঢল নেমেছিল। তবে শুধু সংস্কৃতি, গান, শিল্পকলা কিংবা হস্তশিল্পের বেচাকেনাই নয়- চলতি বছরের পৌষমেলা নজির গড়ল আর এক দিক থেকেও। মেলার ছ'দিনে বোলপুর-শান্তিনিকেতন এলাকায় মদ বিক্রির অঙ্ক পৌঁছল রেকর্ড উচ্চতায়। আবগারি দপ্তরের হিসাব বলছে, ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর- এই ছ'দিনে বোলপুর ও শান্তিনিকেতন এলাকার মোট ৪৪ টি দোকান থেকে মদ বিক্রি হয়েছে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪১১ টাকার। এই বিপুল অঙ্কের মধ্যে দেশি মদের বিক্রি হয়েছে ৯৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৪০ টাকা। বিদেশি মদের বিক্রির পরিমাণ আরও বেশি- ১ কোটি ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৪০ টাকা। পাশাপাশি বিয়ার বিক্রি হয়েছে ২৬ লক্ষ ৭ হাজার ৪৩০ টাকার। বিক্রেতাদের দাবি, বছরের অন্য যে কোনও সময়ের তুলনায় এই অঙ্ক অনেকটাই বেশি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মেলা শেষে তাঁদের মুখে চওড়া হাসি। চলতি বছরে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা ছিল বিশেষভাবে জমজমাটি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকেরা হাজির হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর এই প্রাঙ্গণে। মেলা চত্বরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছিল মানুষের ভিড়। লোকসংগীত, নৃত্য, হস্তশিল্পের স্টল, খাবারের দোকান- সবকিছুতেই চলেছে দেদার বেচাকেনা। এই ভিড়ের প্রভাব পড়েছে শান্তিনিকেতনের সার্বিক ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলেও। পর্যটকদের ভিড়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে হোটেল ও লজ ব্যবসা। ব্যবসায়ীদের দাবি, মেলার সময় বছরের অন্য সময়ের তুলনায় হোটেল ভাড়া অনেকটাই বেশি থাকে। তবুও চলতি বছর অধিকাংশ হোটেল ও লজ আগেভাগেই বুক হয়ে গিয়েছিল। অনেক পর্যটক মেলা শুরুর কয়েকদিন আগেই এসে পৌঁছান এবং মেলা শেষের পরেও থেকে যান। ফলে শুধু ছ'দিন নয়, তার আগে ও পরেও পর্যটনের জোয়ার অব্যাহত থাকে। পর্যটকদের উপস্থিতি যেমন হোটেল ব্যবসাকে চাঙ্গা করেছে, তেমনই তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে মদ বিক্রির উপরও। স্থানীয় বিক্রেতাদের মতে, সন্ধ্যার পর পর্যটকদের একাংশ হোটেল কিংবা আশপাশের এলাকায় সময় কাটাতে গিয়ে মদের দোকানগুলিতে ভিড় জমিয়েছেন। বিশেষ করে বিদেশি মদের বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বিয়ারের চাহিদাও ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, এই প্রবণতা শুধু পৌষমেলাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। শীতের মরশুমে শান্তিনিকেতন বরাবরই পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে জানুয়ারি মাস জুড়েই পর্যটকের ভিড় থাকে এখানে। ফলে মেলা শেষ হলেও হোটেল, রেস্তোরাঁ, মদের দোকান এবং অন্যান্য ব্যবসা আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে ভালো লাভের মুখ দেখবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা না হলেও রাজনৈতিক মহলে প্রস্তুতির তপরতা শুরু হয়ে গেছে। এই আবহে বছরের শেষ লগ্নে মঙ্গলবার বাঁকুড়ায়. জনসভা করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই জনসভা কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রস্তুতির সূচনা। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে এসআইআর শুনানি চলছে। এর পাশাপাশি বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলের রাণিবাঁধ এলাকায় এক বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনা রাজনৈতিক মহলে বাড়তি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের কী বার্তা দেন, সে দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। এদিকে জেলার শিল্পাঞ্চলে তৃণমূলকে টেক্কা দিয়ে বিজেপি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, শ্রমিক মহলেও বিজেপির প্রভাব বাড়ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। বড়জোড়া এলাকায় জনসভার মাধ্যমে শিল্প ও শ্রমিক মহলে সংগঠন আরও মজবুত করাই তৃণমূলের লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার ১২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৮টিতে জয়লাভ করে। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ এবং কোটুলপুরের বিধায়ক হরকলি প্রতিহারী তৃণমূলে যোগ দেন। এই প্রেক্ষাপটে দলনেত্রীর নির্দেশনার অপেক্ষায় রয়েছেন কর্মী-সমর্থকরা। মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল বড়জোড়ার বীরসিংহ ময়দানে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, বিধায়ক অলোক মুখার্জি, মহিলা নেত্রী অলকা সেন মজুমদার-সহ জেলা নেতৃত্ব। ১২০ ফুট চওড়া মঞ্চ, ব্যারিকেড, ভিআইপি বক্স এবং সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা-সহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানান, মঙ্গলবারের জনসভায় প্রায় এক লক্ষ মানুষের সমাবেশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এজন্য প্রায় ৮০০ টি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকেও কর্মী- সমর্থকরা জনসভায় যোগ দেবেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের জনসভা মানেই কার্যত অঘোষিত হরতালের চিত্র-এমন অভিযোগ তুলছেন নিত্যযাত্রীরা। বাস ও অন্যান্য যানবাহনের বড় অংশ দলীয় কর্মীদের পরিবহণে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কাও বাড়ছে। অন্যদিকে তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশার দাপটে বিপর্যস্ত বাঁকুড়ার জনজীবন। প্রকৃতির এই সাঁড়াশি আক্রমণে কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে এসেছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আবহবিদদের মতে, আগামী দিনে পারদ আরও নামতে পারে। সোমবার আবহাওয়া.দফতরের সূত্রে জানা গেছে, রবিবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.২ ডিগ্রি। সোমবার তা আরও কমে ৯ ডিগ্রিতে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক দিনের মতো এদিনও ঘন কুয়াশার প্রভাব ছিল প্রবল। সকাল গড়িয়ে বেলা দশটা পেরিয়েও সূর্যের দেখা মেলেনি। ঘন কুয়াশায় কার্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল চারদিক। জেলা আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক এস. কে. রায়.জানান, সোমবারই সম্ভবত চলতি মরসুমে বাঁকুড়ার শীতলতম দিন। এদিন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical) / LTG / Z - III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/755
Name of work : **Renovation, Repair & installation LED street light fittings, Wires etc. damaged during heavy rain & natural disaster at different places in Ward No. 68, Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **2,59,311.00**; Earnest Money : ₹ **5,200.00**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/756
Name of work : **Repairing, Renovation & Replacement of damaged electrical accessories, pump motors LED boards, LED lights damaged by recent natural disaster & flood at Citizen's Park in different streets in Ward No. 68, Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **4,49,574.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/757
Name of work : **Repairing & Renovation of decorative lights at different roads in Ward No. 68, Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **1,54,574.00**; Earnest Money : ₹ **3100.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of submission of bid : **15.01.2026 at 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **16.01.2026 - 5 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/793
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at 12/1 & 18/1 Mohendra Roy Lane in Ward No. 59 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **3,49,401.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/792
Name of work : **Lifting of feeder pillar boxes at 93/C Topsia Road, 2 Christopher Road, 8 Gobra Gorosthan Road and other places in Ward No. 59 under Br.-VII**; Estimate Amount : ₹ **4,39,667.00**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/773
Name of work : **Renovation with improvement of lighting system at different Uttaran areas within Ward No. 72 under Br.-VIII**; Estimate Amount : ₹ **2,97,205.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 4 to 6)**; Last date and time of submission of bid : **17.01.2026 at 2 pm (For Sl. No. 4 to 6)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **17.01.2026 - 2.30 pm (For Sl. No. 4 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **30.12.2025 (6 pm) (For Sl. No. 4 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (Elec.), Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :

(1) NIT No. : LTG/437/42/V/Z-II/25-26
Name of work : **Repairing and replacement work of street lighting system along with other electrical works at various areas in Ward No. 42 under Br.-V**; Estimate Amount : ₹ **2,99,941.72**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **5 Days**.

(2) NIT No. : LTG/176/42/V/Z-II/25-26
Name of work : **Renovation of street lighting system at M.G. Rd., Brabourne Rd. & other places in Ward No. 42, Br.-V**; Estimate Amount : ₹ **1,49,837.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **15.01.2026 upto 3 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **27.12.2025 at 6 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Tthe website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :

NIT No. : KMC/EE(E)/ZVI/124/221/25-26
Name of work : **Installation of street lighting system near 12, 48, 48/A, 76 Majhipara in Ward No. 124**; Estimated Amount : ₹ **4,97,122.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.01.2026 - 12 Noon**; Date tender opening for technical purpose : **19.01.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on **30.12.2025 (6 pm)** and from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, KMC** invites e-tender online percentage / item rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No. : LTG/XIV/129/25-26/P167
Name of the work : **Replacement of defunct street lights at M.B. Road, Sreema Pally and surrounding areas in Ward No. 129 under Br.-XIV**; Estimated Amount : ₹ **3,94,418.00**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date & time of submission of bid : **09.01.2026 - 9 am**; Bid opening date for technical proposal : **09.01.2026 at 3 pm**; The bid forms and other details are available on **30.12.2025** from the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

(2) NIT No. : KMC/LTG/RS/65/25-26/168
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Garden Reach Road from Bada Imam Bara to GRSE Ltd. Gate No. 02 and others in Ward No. 137, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **4,99,809.61**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/RS/66/25-26/169
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at A.K. Road, Paschim Jala and others in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **2,98,260.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **7 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/RS/67/25-26/170
Name of work : **Renovation works of street lighting system at Satghara Jamtala, Rail Line Road and others in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **1,98,927.58**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/RS/68/25-26/171
Name of work : **Improvement of park lighting system at Satghara Park, Chhoto Masjid Park and surrounding areas in Ward No. 140, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **4,78,767.27**; Earnest Money : ₹ **9,600.00**; Period of completion : **20 Days**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/RS/60/25-26/163
Name of work : **Renovation of street lighting system at Golam Mollah Lane, Mondal Para and others in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **1,96,792.44**; Earnest Money : ₹**4,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/RS/61/25-26/164
Name of work : **Improvement of street lighting system at Ratan Ghosh Lane, Rail Line Road and others in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **2,99,432.68**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(8) NIT No. : KMC/LTG/RS/62/25-26/165
Name of work : **Renovation of street lighting system at Pakuria Talab, Behala Para and others in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **2,99,798.30**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**.

(9) NIT No. : KMC/LTG/RS/63/25-26/166
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at Golam Mollah Lane, Mondal Para and others in Ward No. 139, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **2,98,956.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **7 Days**.

(10) NIT No. : KMC/LTG/RS/64/25-26/167
Name of work : **Supply and delivery of LED light fittings at Nishar Mistry Lane, P.N. Kundu Road and others in Ward No. 136, Br.-XV**; Estimated Amount : ₹ **1,39,976.00**; Earnest Money : ₹ **2,800.00**; Period of completion : **7 Days**; Last date and time of submission of bid : **15.01.2026 - 1 pm (For Sl. No. 2 to 10)**; The bid forms and other details are available on and from **31.12.2025 (5 pm) (For Sl. No. 2 to 10)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 to 10)**; For corrigendum / addendum, etc. if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 2 to 10)**.

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/622 (1st Call), (2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/620 (1st Call) published in this Newspaper on **29.11.2025 (Key No. : 1545/25-26)** of **Roads Department (For Sl. No. 10, 11)**; The last date and time of submission of bid will be read as **15.01.2026 - 12 Noon** instead of 27.12.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 and 2).
1830/25-26

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

বর্ষবরণ রাতপার্টিতে ফ্যাশনে হোক সবার নজরকাড়া! মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য টিপস

বর্ষবরণের রাতই তো নতুন বছরের প্রথম উৎসব। আর এই রাতে সবার সেরা, সবচেয়ে ফ্যাশনেবল হয়ে উঠতে চায়। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে রাতের পার্টিতে যাবেন? ভাবছেন, কী পরবেন? ঠান্ডা একটু বেশি, পোশাকটা কেমন হবে? চিন্তা করবেন না, মহিলাদের ও পুরুষদের

জন্য রইল কিছু ফ্যাশন টিপস, যা আপনাকে এই বিশেষ রাতে অনন্য করে তুলবে। মহিলাদের জন্য ফ্যাশন টিপসঃবর্ষবরণের রাতপার্টিতে মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে বেশিরভাগই ওয়েস্টার্ন স্টাইল পছ ঃ দ করেন। আর ঠান্ডার মধ্যে কী পরবেন? মিনি ড্রেস, মিডিও বা লং গাউন-এই তিনটি অপশনেই আপনি বেশ দারুণ দেখতে লাগবেন। আপনার চাহিদা ও স্টাইল অনুযায়ী যেকোনো একটি বেছে নিন। মিনি ড্রেস ঃমিরর কভার্ড বা শিমারি ড্রেসের মতো স্টাইলিস্ট পোশাক নির্বাচন করতে পারেন। এতে আপনি হয়ে উঠবেন পার্টির কেঃদ্রবিন্দু। মিডিও ড্রেস ঃযদি একটু আরামদায়ক কিছু চান, তবে মিডিও ড্রেস হবে একদম পারফেক্ট। এটি আপনার স্টাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আপনাকে নিখুঁত লুক দেবে। লং গাউনঃ যদি আপনি একটু ভিন্ন, রুচিশীল কিছু চান, তবে লং গাউনও একটি ভালো বিকল্প। পোশাকের পরে যে বিষয়ে নজর দিতে হবে তা হলো মেকআপ। আবহাওয়া ঠান্ডা হলেও, গরমের তুলনায় এটি অনেক ভালো। তাই, মেকআপে এক্সপেরিমেঃট করতে পারেন। স্মোকি আই মেকআপ এখন রাতপার্টির ট্রেন্ড। এতে আপনার চোখগুলো হবে আরও আকর্ষণীয়। কেশবিন্যাসও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। চুল বাঁধা না থাকলে পুরো সাজই অসম্পূর্ণ লাগে। যদি সময় কম থাকে, তবে চুল খুলে রাখুন-এটি আপনার পশ্চিমী পোশাকের সঙ্গে পুরোপুরি মানাবে। ব্যাগও সাজের এক অপরিহার্য অংশ। বর্তমানে স্লিং ব্যাগ এবং ক্লাচ ব্যাগের ফ্যাশন চলছে। এটি আপনার পোশাকের সঙ্গে মানানসই হবে এবং পার্টিতে আপনাকে ফ্যাশনেবলভাবে উপস্থাপন করবে। গয়নাগাটি তো অবশ্যই হতে হবে, তবে একটু পরিমিত পরুন। ঝোলা দুল বা স্টাইলিশ আংটি পরতে পারেন, তবে গলায় কিছু না পরাই ভালো। পশ্চিমী পোশাকের সঙ্গে হারের মতো গয়না তেমন মানায় না, তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পুরুষদের জন্য ফ্যাশন টিপস- বর্ষবরণের রাতে পুরুষদের সাজও কিন্তু হতে হবে নজরকাড়া। ফ্যাশনে মার্জিত, কিন্তু আধুনিক হতে হবে তাদের পোশাক। এই রাতে পুরুষদের পোশাকের মধ্যে বেশ কিছু স্টাইল সহজেই ফুটে উঠবে। হালকা রঙের শার্টঃ হালকা রঙের শার্টের সঙ্গে একটি ভালো জিনস পরলে তো দেখতেই আকর্ষণীয় হবে। এটি খুবই কমফোর্টেবল এবং স্টাইলিশ। টি-শার্ট ঃযদি আপনি কিছু সহজ এবং স্টাইলিশ চান, তবে টি-শার্টও একটি ভালো পছ ঃদ হতে পারে। এটি আপনাকে বেশ তরুণ এবং আধুনিক দেখাবে। শীতপোশাক ঃ যেহেতু রাতটা ঠান্ডা, তাই শীতপোশাকের নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ। হুডি বা জ্যাকেট পরলে তো আপনি একদিকে শীতের হাত থেকে বাঁচবেন, অন্যদিকে আপনি সবার নজরেও আসবেন। উলের সোয়েটার ঃএকরঙা উলের সোয়েটার এখন ফ্যাশনে চলছে। এটি খুবই সোজা এবং আধুনিক, যেটি আপনাকে একটি মার্জিত এবং স্টাইলিশ লুক দেবে। এছাড়া, জুতো ও ঘড়িও সাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভালো একটি স্মার্ট জুতো এবং একটি সু ন্দর ঘড়ি আপনার স্টাইলকে আরো পরিপূর্ণ করবে। প্রস্তুতি নেওয়ার সময়-তাহলে, বর্ষবরণের রাতের জন্য এখনই প্রস্তুতি শুরু করুন। আপনি কী পরবেন, কোন সাজে থাকবেন, সব কিছু নিয়ে চিন্তা করুন। শীতের মধ্যে অতি গরম পোশাক পরার প্রয়োজন নেই, বরং এমন কিছু বেছে নিন যা আরামদায়ক এবং স্টাইলিশ। যদি আপনার ওয়ারড্রোবের কিছু পোশাক না মেলে, তবে কেনাকাটা করে ফেলুন। ফ্যাশনের দুনিয়ায় এক পা এগিয়ে থাকতে হবে, তাই নিজের স্টাইল ঠিক করার জন্য এখনই প্রস্তুতি শুরু করুন। তাহলে, চলুন বর্ষবরণের রাতপার্টিতে সবার নজর কেড়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন!

শীতে শুষ্ক চুলের সমস্যা মেটাতে ব্যবহার করুন বিয়ার,ফিরিয়ে আনুন চুলের হারানো জেল্লা!

শীতের সময় চুলের শুষ্কতা একটি সাধারণ সমস্যা, যা অনেকেই ভোগে। শীতের ঠান্ডায় চুল হয়ে প৷ে রুক্ষ এবং প্রাণহীন, বিশেষ করে যাদের চুল পাতলা বা আগের তুলনায় শুষ্ক৷ ত্বক যেমন শুষ্ক হয়, ঠিক তেমনি চুলেও একই সমস্যা দেখা দেয়। চুলের এই শুষ্কতা দূর করার জন্য আমরা নানা হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট ব্যবহার করি, কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি চুলের হারানো জেল্লা ফিরে না আসে, তাহলে কি উপায়? এক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রাকৃতিক উপাদান হতে পারে আপনার সঙ্গী-বিয়ার। হয়তো শুনে অবাক হচ্ছেন, তবে বিয়ার শুধু খাওয়ার জন্যই নয়, চুলের পরিচর্যায়ও সমান কার্যকর। বিয়ার চুলের যত্নে অত্যন্ত উপকারী, কারণ এতে রয়েছে প্রোটিন, ভিটামিন বি এবং জিঙ্ক-যা চুলকে সুস্থ, মজবুত এবং ঝকঝকে রাখতে সাহায্য করে। তাই এবার জানিয়ে দিচ্ছি কীভাবে বিয়ারকে চুলের পরিচর্যায় ব্যবহার করবেন, যাতে শীতে শুষ্ক এবং প্রাণহীন চুলও হয়ে উঠবে নরম, মোলায়েম ও ঝকঝকে। কেন বিয়ার চুলের জন্য উপকারী?

বিয়ার প্রোটিনে ভরপুর। এই প্রোটিন চুলের স্ট্রেংথ বা৷ায় এবং চুলের গো৷া শক্তিশালী করে। এছা৷া, বিয়ারে থাকা ভিটামিন বি চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক। জিঙ্ক এর উপস্থিতি নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। তাই নিয়মিত বিয়ার ব্যবহার করলে চুলের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে এবং চুলে এক ধরনের সুরক্ষা বলয় তৈরি হয়, যা চুলের ঝরা রোধ করে। বিয়ার চুলের ত্বকের স্ক্যাল্পে জমে থাকা ময়লা এবং তেল পরিষ্কার করে, যার ফলে খুশকি এবং চুলে দুর্গন্ধের সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। তাই, শীতে যদি আপনার চুলে কোনো ধরনের শুষ্কতা বা অন্যান্য সমস্যা থাকে, তবে একবার বিয়ার ট্রাই করতে পারেন।

কীভাবে বিয়ার ব্যবহার করবেন

চুলে?

বিয়ার ব্যবহারের কিছু সহজ পদ্ধতি রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি নিজেই বা৷িতে বসে চুলের যত্ন নিতে পারবেন। এখন জানুন, কীভাবে বিয়ারকে আপনার চুলের পরিচর্যায় ব্যবহার করবেনঃ

১. বিয়ার প্রস্তুতিঃ প্রথমে একটি বোতল বিয়ার খুলুন এবং কিছুক্ষণ রেখে দিন। এটি করার ফলে বিয়ারের ঝাঁজ চলে যাবে এবং এটি চুলের জন্য আরও উপকারী হবে।

২. বিয়ার শ্যাম্পু মিশ্রণঃ এখন একটি স্প্রে বোতলে বিয়ার ঢেলে নিন এবং এতে আপনার ব্যবহৃত শ্যাম্পু মিশিয়ে নিন। আপনি চাইলে মিশ্রণের পরিমাণ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে পারেন।

৩. চুল আংশিক ভিজিয়ে নেওয়াঃ চুল কিছুটা ভিজিয়ে নিন। অতিরিক্ত পানি নয়, আংশিক ভিজিয়ে নিলেই হবে। এরপর, হাতে শ্যাম্পু এবং বিয়ার মিশ্রণ নিয়ে চুলের গো৷া এবং মাঝখানে ভালোভাবে লাগান।

৪. মাসাজ করুনঃ চুলের গো৷ায় ভালোভাবে মাসাজ করুন। কমপক্ষে ১৫ মিনিট চুলের স্ক্যাল্পে আঙুলের ডগায় মাসাজ করতে হবে। এটি স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন বা৷াবে এবং চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

৫. চুল ধুয়ে ফেলুনঃ এবার ঠান্ডা পানিতে ভালোভাবে চুল ধুয়ে ফেলুন। ঠান্ডা পানি চুলের কিউটিকল বন্ধ করে, যা চুলের সিল্কি এবং ঝকঝকে দেখায়।

৬. চুল মুছে শুকিয়ে ফেলুনঃ চুল ধুয়ে নেয়ার পর, এক টুকরো শুকনো তোয়ালে দিয়ে চুল মুছে নিন। অতিরিক্ত শুকানো থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি চুলের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

৭. চুল শুকানোর পরঃ চুল ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে, আপনি দেখতে পাবেন যে চুল আরও নরম, মোলায়েম এবং ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। মাত্র একবার বিয়ার ব্যবহারে আপনি চুলে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন।

বিয়ার ব্যবহারের উপকারিতাঃ চুলের জেল্লা ফেরানো ঃবিয়ার প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি চুলে প্রাকৃতিক শাইন ফিরিয়ে আনে এবং চুলকে আরও মোলায়েম করে তোলে। চুলের সুরক্ষাঃ বিয়ার চুলের প্রতিটি স্ট্র্যান্ডকে সুরক্ষা দেয়, ফলে চুল ঝরে পড়ার সমস্যা কমে যায়।

খুশকি দূরীকরণ ঃচুলের খুশকি এবং চুলে দুর্গন্ধের সমস্যা থেকেও মুক্তি পেতে সাহায্য করে বিয়ার। নতুন চুল গজানোঃ বিয়ারে থাকা জিঙ্ক এবং ভিটামিন বি নতুন চুল গজাতে সহায়ক। শেষ কথা- শীতে শুষ্ক এবং রুক্ষ চুলের সমস্যা দূর করতে আপনি একবার বিয়ার ট্রাই করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, বিয়ার ব্যবহার করার পর চুল ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে এর গন্ধ না থাকে। এর সঙ্গে নিয়মিত পরিচর্যা এবং সঠিক খাবারও চুলের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাহলে, আর দেরি করবেন না! আজই বিয়ার ব্যবহার করে চুলের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা মুক্ত হয়ে যান, এবং বর্ষশেষে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে সবার কাছ থেকে প্রশংসা পেতে প্রস্তুত থাকুন।

নিউ জার্সিতে ভয়াবহ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাঃ এক পাইলট নিহত, অপরজন গুরুতর জখম

২৯ ডিসেম্বর ঃ নিউ জার্সির আটলান্টিক কাউন্টির হ্যামন্টন মিউনিসিপ্যাল বিমানবন্দর এলাকায় একটি মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এক পাইলট প্রাণ হারিয়েছেন এবং অপর পাইলট গুরুতর জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর একটির ধ্বংসস্তূপে আগুন লেগে যায় এবং অপরটি পাশের জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো দেখে শিউরে উঠছেন নেটিজেনরা, যেখানে একটি হেলিকপ্টার পাক খেতে খেতে মাটিতে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল আটলান্টিক কাউন্টির হ্যামন্টন মিউনিসিপ্যাল বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরে। দুটি এনস্ট্রম মডেলের হেলিকপ্টার-এনস্ট্রম এফ-২৮এ এবং এনস্ট্রম ২৮০সি-একটি সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি হেলিকপ্টারে এক পাইলট ছিলেন, এবং তাদের মধ্যে একজন প্রাণ হারিয়েছেন। অপর পাইলট গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই, একটি হেলিকপ্টারের মধ্যে আগুন জ্বলতে শুরু করে এবং অপরটি জঙ্গলে ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার একটি ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে উঠেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি হেলিকপ্টার ঘুরতে ঘুরতে লাট্টুর মতো পাক খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই ভিডিও দেখে নেটিজেনরা শিউরে উঠছেন, কারণ এটি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রতিফলন ছিল। ভিডিওটির মাধ্যমে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে একটি হেলিকপ্টার দ্রুত ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছড়ে পড়ে এবং আগুনের শিখা বের হতে দেখা যায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই, হ্যামন্টন পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর, তারা দেখতে পান যে একটি হেলিকপ্টারে দাউদাউ আগুন জ্বলছে এবং অপরটি পাশের জঙ্গলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত কাজ শুরু করে এবং পাইলটদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। সেখানে একজন পাইলটকে মৃত ঘোষণা করা হয়, আর অপর পাইলটকে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দুর্ঘটনার শিকার দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল, তবে এর সঠিক কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। FAA জানিয়েছে, তদন্তে যান্ত্রিক ত্রুটি অথবা পাইলটের ভুলের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া, জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বোর্ড দুর্ঘটনার ব্যাপারে গভীর তদন্ত শুরু করেছে। তারা দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে যান্ত্রিক ত্রুটি, পাইলটের ভুল অথবা অন্য কোনো মানবিক কারণে এটি ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন। দুর্ঘটনার পর, গোটা এলাকা দাউদাউ আগুন ও কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুনের লেলিহান শিখা এবং কালো ধোঁয়া পুরো এলাকা ঢেকে ফেলেছিল।

জিএম শ্রী উদয় বোরওয়ানকারের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক রেলওয়ে অফিসিয়াল ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা

গোরখপুর, ২৯ ডিসেম্বরঃ জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বোরওয়ানকারের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক রেলওয়ে অফিসিয়াল ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ললিত নারায়ণ মিশ্র, রেলওয়ে হাসপাতাল, গোরখপুর একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করেন। সভায় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান, তিনটি বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান অফিসিয়াল ভাষা কর্মকর্তা, কারখানা ও উপাদন ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান অফিসিয়াল ভাষা কর্মকর্তা এবং তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে, প্রধান অফিসিয়াল ভাষা কর্মকর্তা শ্রী সঞ্জয় সিংহল রেলওয়ে বোর্ড থেকে প্রাপ্ত অফিসিয়াল ভাষা ট্রফি জেনারেল ম্যানেজারের হাতে তুলে দেন। সভাপতির ভাষণে, জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর বলেন যে, ২০২৪ সালে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সরকারি ভাষা হিন্দিতে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য রেলওয়ে মন্ত্রী সরকারি ভাষা ট্রফি পেয়েছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এর জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন। এছাড়াও, বারাণসী বিভাগকে আদর্শ বিভাগ হিসেবে আচার্য মহাবীর প্রসাদ চল বৈজয়ন্তী পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বারাণসী বিভাগকে অভিনন্দন। এই পুরস্কার আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সরকারি কাজে হিন্দির প্রগতিশীল ব্যবহার প্রচারের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি নির্দেশ দেন যে সমস্ত অফিসকে দিনের চিন্তাহিন্দি শ্লোক লেখা শুরু করতে হবে। সভায় উপস্থাপনা সরকারি ভাষায় হওয়া উচিত। এই রেলওয়েকে সরকারি ভাষা আইন এবং নিয়মের অধীনে জারি করা নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। সমস্ত কর্মকর্তাদের তাদের পরিদর্শনের সময় সরকারি ভাষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পরিদর্শনের সময় পাওয়া যেকোনো ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। সমস্ত কর্মকর্তাকর্মচারীদের মূল চিঠিপত্রে ১০০ হিন্দি ব্যবহার করতে হবে। সংসদীয় সরকারি ভাষা কমিটি পরিদর্শনের সময় এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়। জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে এই রেলওয়েতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি হিন্দি প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। সরকারি ভাষার মান আরও উন্নত করা উচিত। সারা বছর ধরে সরকারি ভাষার অগ্রগতির জন্য কর্মসূচি আয়োজন করা উচিত, পুরস্কার হিসেবে হিন্দি বই প্রদান করা উচিত, এতে মানুষের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে। আপনাদের সকলের নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্র মূল্যান করা উচিত এবং সভার আলোচ্যসূচিতে যেসব বিষয়ের অভাব রয়েছে তা দূর করা উচিত। প্রধান সরকারি ভাষা কর্মকর্তা শ্রী সঞ্জয় সিংহল সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, সরকারি ভাষা হিন্দি প্রচারের জন্য রেলওয়ে বোর্ড পদক্ষেপ নিয়েছে।

দিদির ইচ্ছায় আইন চলে অভিযোগ বাম নেতার

'মৃত মানুষের নাম ভোটার তালিকায় রাখার জন্য যদি কেউ হুমকি দেয় তাহলে প্রশাসনের উচিত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, মন্তব্য সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর। 'দিদির ইচ্ছায় এখানে আইন চলে', অভিযোগ বাম নেতার। তিনি আরও বলেন, তবে যোগ্য নাম যদি কেউ বাদ দেয় তাহলে একবার কেন দশবার আপত্তি করা উচিত। তবে, হুমকি দেওয়াটা কোনও সমাধান নয়।' রবিবার হাওড়ায় বাংলা বাঁচাও যাত্রা কর্মসূচির সমাপ্তি সমাবেশে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ওই মন্তব্য করেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। 'বিএলও-কে হুমকি শেখ শাহজাহানের অনুগামীর', এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলের মাফিয়া যারা তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় হুমকি দিচ্ছেন। যদি কেউ মারা যান তাহলে নাম থাকবে না। যদি কেউ ভুতুড়ে ভোটার হন তাহলেও নাম থাকবে না এটাই তো স্বাভাবিক। আবার বাকিদের নাম থাকবে এটাই হওয়া উচিত।' রবিবার সকালে হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে পুলিশ যাওয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূলের হয়ে কথা বললে সাত খুন মাফ। আর বিপক্ষে কথা বলে ধরা পড়ে গেলেই জীবন বিপন্ন হওয়া।

CHANGE OF NAME

I,MOSABUL SEKH (old name) S/O -SK SADEM ALI residing at VILL- TARANAGAR POJOYKRISHNAPUR PS-GALSI DIST-PURBA BARDHAMAN PIN-713406. West Bengal, do hereby declarethat I have changed My name from MOSABUL SEKH (old name) to SK MOSABUL HOSSAIN (new name)andhenceforth, I shall be Known as SK MOSABUL HOSSAIN (new name) in all purpose, vide anaffidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 29/12/2025.SK MOSABUL-HOSSAIN (new name) & MOSABUL SEKH (old name) both name are same and one identicalperson.

CHANGE OF NAME

I,MOSHARAF SEKH (old name) S/O - AMIRUDDIN SEKH residing at VILL-DHA-PARIA POMACHPOTA PS-NAKASHIPARA DIST-NADIA PIN-741124. West Bengal, do hereby declare that I havechanged My name from MOSHARAF SEKH (old name) to MASHARAF SK (new name) and hence-forth, I shallbe Known as MASHARAF SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn beforetheNotary public at Berham-pore court dated on 26/12/2025 . MASHARAF SK (new name) &MOSHARAF SEKH(oldname) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SUPA BIBI (old name) W/O - MERAJUL SK residing at VILL-KALIKAPUR PO-KHARBONA PSRAMPURHAT DIST-BIRB-HUM PIN-731224. West Bengal, do hereby declare that I have changed My namefrom SUPA BIBI (old name) to MAMATA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as MAMATABIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhamporecourt dated on 29/12/2025 .MAMATA BIBI (new name) & SUPA BIBI (old name) both name are sameand one identical person.

CHANGE OF NAME

I KIRAN KUMARI CHOWDHURY, W/O-Arun Prasad Chowdhury, Resident of 44,Baganiya Para Lane, Opposite OLD BDO Office,P.O.& P.S. Nabadwip, Dist-Nadia,Pin-741302, do hereby declare that I have changed my name from KIRAN KU-MARI CHOWDHURY to KIRAN CHOWDHURY and henceforth I shall be Known as KIRAN CHOWDHURY in all purpose, Vide affidavit no.2974 sworn In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Nabadwip, Dist- Nadia,W.B, Date-24/07/2025, KIRAN CHOWDHURY and KIRAN KUMARI CHOWDHURY both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RINA BAGUM MALLIK W/o Liyakat Mallik, residing at Vill-Jala Kanduah, PO. Paniara, PS-Panchla, Dist-Howrah-711302 do hereby declare my actual name RINA BEGUM MALLIK instead of SANJURA BEGUM, my husband's actual name LIYAKAT MALLIK instead of LIAKAT MOLLICK, vide affidavit No 15064 sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Howrah on 09/12/25. RINA BEGUM MALLIK and SANJURA BEGUM both are same and one identical person. LIYAKAT MALLIK instead of LIAKAT MOLLICK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,Puja Pramanick, W/o-Sanat Pramanick D/O - Somu Kattimani @ Sumo Pramanik, aged about 30 years, by faith-Hindu, by Profession-House hold work, residing at Vill & PO-Khalboalia, P.S-Krishnaganj, Dist- Nadia, Pin-741508, do hereby declare that after my marriage I have changed my name from Hennavva Somu Kattimani to Puja Pramanick, and henceforth I shall be known as Puja Pramanick, in all purpose, vide affidavit no-12 at Krishnanagar, Nadia on 29/12/2025, Puja Pramanick, and Hennavva Somu Kattimani both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samir Kumar Sadhukhan, S/o-Late Manoranjan Sarkar, aged about 60 years, by faith- Hindu by Profession Business, residing at vill& P.O Ichhapur, P.S- Chapra, Dist- Nadia, Pin 741164, W.B.do hereby declare that I have changed my name from Samio Sadhukhan and Samir Sadhukhan to Samir Kumar Sadhukhan, and henceforth I shall be known as Samir Kumar Sadhukhan, in all purpose, vide affidavit no-13 at Krishnanagar, Nadia on 29/12/2025. Samir Kumar Sadhukhan, and Samio Sadhukhan and Samir Sadhukhan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Khagendra Ghosh (S/o – Late Bijay Ghosh), resident of Vill – Gachha Adibasipara, P.O – Gachha, P.S – Nakashipara, Dist – Nadia, PIN – 741154 (W.B.), do hereby declare that I have changed my name from Khagendra Ghosh to Khagendranath Ghosh and henceforth I shall be known as Khagendranath Ghosh in all purposes, vide affidavit no.37, sworn before the Notary Public at Krishnanagar on 22/12/2025.Khagendranath Ghosh and Khagendra Ghosh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JOLI BIBI (old name) W/O -MD MOSARAF HOSSAIN residing at VILL-RAMAKANTAPUR PO-SAHEBNAGAR PS- JALANGI DIST-MURSHIDABAD PIN-742306. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JOLI BIBI (old name) to JALI KHATUN (new name) and henceforth, I shall be Known as JALI KHATUN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM court at Domkal dated on 18/12/2025. JALI KHATUN (new name) & JOLI BIBI (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SAFIKUL HASAN SK (old name) S/O -ALI AHAMED SK residing at VILL-KANTHAL-BERIA POBETHU ADAHARI PS-NAKA-SHIPARA DIST-NADIA PIN-741126. West Bengal, do hereby declare that Ihave changed My name from SAFIKUL HASAN SK (old name) to SAFIKUL HASAN SEKH (new name)andhenceforth,I shall be Known as SAFIKUL HASAN SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit, swornbefore the JUDICIAL MAGISTRATE 6 th court at Krish-nanagar Nadia(WB) dated on 29/12/2025. SAFIKULHASAN SEKH (new name) & SAFIKUL HASAN SK (old name) both name are same and one identicalperson.

CHANGE OF NAME

I, SALEYA (old name) W/O - JA-MALUDDIN SARKAR residing at VILL-EKRABARI BABUPUR POBA-BUPUR PS-GAZOLE DIST-MALDA PIN-732124. West Bengal, do hereby declare that I have changedMy name from SALEYA (old name) to SALEYA BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as SALEYABIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhamporecourt dated on 29/12/2025 .SALEYA BIBI (new name) & SALEYA (old name) both name are same andone identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sankari Ray (old name) daughter of Gopal Sarkar, residing at G/20, Baghajatin, Kolkata – 700086, West Bengal, have changed my surname and shall henceforth be known as Anima Roy (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 26/12/2025. Sankari Ray (old name) and Anima Roy (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Tarikul Gazi (old name) son of Lutfar Rahaman Gazi, residing at Prasannakati, Itinda, dist: North 24 Parganas, Pin: 743292, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tarikul Gazi (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 26/12/2025. Md Tarikul Gazi (old name) and Tarikul Gazi (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Julekha Sekh (Old Name) W/O–Sabir Ali Sekh residing at Vill & PO-Barbakpur , PS-Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Julekha Sekh to Julekha Khatun and henceforth I shall be known as Julekha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/12/2025. My name Julekha Khatun & Julekha Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Keshab Bhakat, S/O- Ram Charan Bhakat , daughter of , residing at 77 Manindra Road , Po-Khagra , Ps –Berhampore, Dist-Murshidabad , Pin –742103, do hereby declare that in certain official records, ours name has been mistakenly printed as (my name) Keshab Gupta, (my wife's name) Tapashi Gupta, & (my daughter's Name) Tamasa Gupta , D/O-Keshab Gupta recorded instead of ours correct name (my name) Keshab Bhakat, (my wife's name) Tapashi Bhakat, & (my daughter's Name) Tamasa Bhakat, D/O-Keshab Bhakat declared by Magistrate affidavit Berhampore Court date on 24/12/2025

Name Change

I, Nasir Ali Sekh (Old Name) S/O–Faratulla Sekh residing at Vill & PO-Barbakpur , PS-Karimpur , Nadia , West Bengal 741165 do hereby declared that I have changed my name from Nasir Ali Sekh to Nasiruddin Sekh and henceforth I shall be known as Nasiruddin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/12/2025. My name Nasiruddin Sekh & Nasir Ali Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Prodip Nath (Old Name) S/O–Pranab Nath resident of Vill & Po-Sahebrampur, Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Prodip Nath to Pradip Nath and henceforth I shall be known as Pradip Nath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Domkal court on 19/11/2025. My name Pradip Nath & Prodip Nath both are same and one identical person.

Name Change

I, Ohab Biswas (Old Name) S/O–Abdul Karim Biswas resident of Vill & Po-Binodnagar , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Ohab Biswas to Wahab Biswas and henceforth I shall be known as Wahab Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/12/2025. My name Wahab Biswas & Ohab Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lakshmi Baidya W/o Damodar Baidya, residing at 29/1 Rajpukur Path Authpur, PS-Jagatddal, Dist-North 24 Parganas,Pin-743 128 do hereby declare my actual name Lakshmi Baidya instead of Lakhi Baidya and actual date of birth 01/01/1953 instead of 01/01/1943 vide affidavit No 125 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barrackpore. Lakhi Baidya and Lakshmi Baidya both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD. Kalim, Son of Lt. Ali Hussain, aged about 36 years, by religion Muslim, residing at 100/60 G.T. Road, Bagkhal, P.O- Rishra P.S. Rishra Dist-Hoogly, West Bengal, Pin 712248. That I am a citizen of India by birth and permanent resident of the above-mentioned address. That my mother name wrongly mentioned as MEHRUN NISA in my Indian Passport. That my mother's actual name is MEHRUN NISHA as mentioned in her Aadhar card. That both MEHRUN NISA and MEHRUN NISHA are both same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, NAMRATA MAJUMDER, W/o Umesh Chandra Majumder, residing at Vill Kajla More, P.O. Putia, P.S. Ashoknagar, Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from NAMRATA MAJUMDER to NAMITA MAJUMDER and henceforth I shall be known as NAMITA MAJUMDER in all purpose vide affidavit No 7409 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 31/10/2025 NAMITA MAJUMDER and NAMRATA MAJUMDER both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Purabi Saha (Old Name) W/o Amalesh Saha Residing at Rajshree Apartment, Canal Street, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Purabi Das Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Purabi Saha (Old Name) and Purabi Das Saha (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jay Prakash Rai (Old Name) S/o Manager Rai Residing at 283/3, East Ghosh Para Road, Garulia (M), Shyamnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743127, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jai Prakash Rai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Jay Prakash Rai (Old Name) and Jai Prakash Rai (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joynab Begum (Old Name) W/o Gazi Rahaman Mallick Residing at Katwa Kesiya Para, Katwa, District - Purba Bardhaman, Pin - 713130, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Joynab Khatun Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Joynab Begum (Old Name) and Joynab Khatun Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hlima Bibi (Old Name) W/o Abubakkar Sekh Residing at Pindira Majherpara, P.o - Pindira, P.s - Mongalkote, District - Purba Bardhaman, Pin - 713143, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Halima Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Hlima Bibi (Old Name) and Halima Bibi (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Enakshmi Kundu (Old Name) W/o Samrat Kundu Residing at Flat - 4, P - 49, Beni Banerjee Avenue, Daspara Bazar Dhakuria, P.o - Dhakuria, P.s - Garfa, District - Kolkata, Pin - 700031, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Enakshmi Ghosh Kundu (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Enakshmi Kundu (Old Name) and Enakshmi Ghosh Kundu (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Souvik Poddar (Old Name) S/o Jadav Podder Residing at Vivekananda Nagar, P.o - East Uadyrajpur, P.s - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700129, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Souvik Podder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Souvik Poddar (Old Name) and Souvik Podder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jadav Poddar (Old Name) S/o Bindaban Podder Residing at Vivekananda Nagar, P.o - East Uadyrajpur, P.s - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700129, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Jadav Podder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Jadav Poddar (Old Name) and Jadav Podder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sadhana Poddar (Old Name) W/o Jadav Podder Residing at Vivekananda Nagar, P.o - East Uadyrajpur, P.s - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700129, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sadhana Podder (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 29-12-2025. Sadhana Poddar (Old Name) and Sadhana Podder (New Name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Mortoja Mondal/Mortoza Mondal (old name) son of Auliya Mondal, residing at Tehatta Mondal Para, Uluberia, Howrah – 711322, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Morttaja Mondal (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 29/12/2025. Mortoja Mondal/Mortoza Mondal (old name) and Morttaja Mondal (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abhay Bose (Old Name) S/o Jagat Narayan Bose Residing at Jhorhat District - Howrah, Pin - 711302, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Abhay Kumar Bose (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 29-12-2025. Abhay Bose (Old Name) and Abhay Kumar Bose (New Name) both are same and one identical person.

মানুষের চাপে বাসস্থান বদল! পূর্বস্থলীর পরিযায়ী পাখিদের নতুন ঠিকানা ছাড়িগঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২৯ ডিসেম্বর ঃ কিছু মানুষের লাগাতার দাপাদাপি ও অতিরিক্ত পর্যটক চাপে অবশেষে বাসস্থান বদলাতে বাড়ায় প্রায় ৭০ শতাংশ পরিযায়ী পাখি ধীরে ধীরে অন্যত্র সরে যেতে শুরু করে। বর্তমানে তারা নবপল্লী ঘাট, থানার ঘাট, টালিভাটা ঘাট

বাধ্য হল কালনার পূর্বস্থলীর অধিকাংশ পরিযায়ী পাখির দল। প্রায় দু'দশক ধরে পূর্বস্থলীর চুপি কাষ্ঠশালীর ঘাট এলাকায় আশ্রয় নেওয়া পাখিরা এবার তুলনামূলক শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশের খোঁজে নতুন ঠিকানা বেছে নিয়েছে। পূর্বস্থলী থানার ঘাট সংলগ্ন ছাড়ি গঙ্গা এলাকায় তারা নতুন করে আবাস গড়ে তুলেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয়দের দাবি, গত প্রায় তিন বছর ধরে কাষ্ঠশালীর পরিবেশে পরিবর্তন এবং নৌকা বোঝাই পর্যটকদের ভিড়

ও পুরাতন বাজার সংলগ্ন ছাড়ি গঙ্গার প্রায় তিন কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে বসবাস করছে। তুলনামূলক নিরিবিলি এই পরিবেশে পাখিরা এখন অনেকটাই নিশ্চিন্তে বিচরণ করছে। চুপি কাষ্ঠশালীর ঘাট থেকে নবপল্লী কিংবা থানার ঘাটের দূরত্ব প্রায় সাড়ে ছ' কিলোমিটার। এখানে পরিযায়ী পাখি দেখার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে উঠে আসছে নবপল্লীর বাঁশের ব্রিজ ঘাট। এখান থেকেই অল্প সময়ের মধ্যেই চোখে পড়ছে হাজার হাজার বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি, যা পর্যটকদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। এই এলাকায় স্থানীয় স্বল্পসংখ্যক মৎস্যজীবীরা অল্প খরচে নৌকাভ্রমণের ব্যবস্থা করছেন। ঘণ্টা দেড়েকের জন্য প্রায় ১৫০ টাকায় নৌকার মাঝিরা পর্যটকদের পরিযায়ী পাখির মূল বিচরণভূমি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন। এখানে নেই দামি এসএলআর ক্যামেরা হাতে বহু নৌকার ভিড় কিংবা কোলাহল। ফলে শান্ত পরিবেশে পাখিরা নির্বিঘ্নে অবস্থান করছে। হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে পূর্বস্থলী রেলস্টেশন থেকে এই গঙ্গা ঘাটের দূরত্ব পায়ে হেঁটে মাত্র ১০ মিনিটের পথ। রেলস্টেশন থেকে নবপল্লীর ঘাট বা 'ভাইরাল বাঁশের ব্রিজ ঘাট' বললেই স্থানীয়রা সহজেই পথ দেখিয়ে দেন। জানা যায়, কিছুদিন আগে বাঁশের ব্রিজ দেখতে আসা কয়েকজন মানুষের চোখে প্রথম ধরা পড়ে ছাড়ি গঙ্গায় কিচিরমিচির করা পাখির দল। এরপর নৌকায় গিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ে। গত দু'সপ্তাহে বহু পর্যটক নতুন এই ঠিকানায় ভিড় জমাচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হোটেলের দরজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৯ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য হোটেলের ঘর ভাড়া দেওয়া বন্ধ করল হোটেল কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি, মালদা, কোচবিহারের হোটেল ব্যবসায়ীরা আগেই বাংলাদেশিদের জন্য হোটেলের ঘর ভাড়া দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন। এবার তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের হোটেল মালিকরাও। রীতিমতো পোস্টার সেঁটে জানিয়ে দেওয়া হলো, আপনারা আমাদের দেশকে অসম্মান করছেন। তাই আপনাদের ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। যদিও ইতিমধ্যেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর দিয়ে লোক পারাপারের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। তাও যাঁরা আসছেন, এই সিদ্ধান্তে সমস্যায় পড়েছেন বাংলাদেশিরা। তাঁরা যাবতীয় দায় চাপাচ্ছেন ইউনুস সরকারের উপরে। যদিও তাতে নরম হতে রাজি নন হোটেল মালিকরা। তাঁদের সাফ কথা, ক্ষতি হলে হোক। আগে দেশের সম্মান। এদিকে, বাংলাদেশিদের প্রতি শিলিগুড়িতে মানুষের মনে বিস্তর ক্ষোভ জমেছে। প্রায় নিয়ম করে গত কয়েকদিনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে শহরে। বাংলাদেশি নাগরিকদের ঘর ভাড়া দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন শিলিগুড়ির হোটেল মালিকরা। এমন পরিস্থিতিতেও মূলত চিকিৎসার কারণে প্রতিবেশী দেশ থেকে প্রতিদিনই কিছু মানুষ ভারতে আসছেন। বাংলাদেশে এখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। ভারতীয় সীমান্তগ্রামের মানুষ আতঙ্কিত। সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। হোটেল মালিকদের বক্তব্য, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর বাড়তি হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা সামনে আসছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং দেশজুড়ে হিংসার ছবি ধরা পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই এমন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। হোটেল মালিক সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও একাধিকবার বাংলাদেশি নাগরিকদের হোটেল না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও মানবিক কারণ দেখিয়ে মেডিকেল ভিসায় ভারতে আসা বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হত। তবে এবার সেই ছাড়ও প্রত্যাহার করা

পথদুর্ঘটনায় মৃত জুনিয়র চিকিৎসক, আহত আর ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, নকশালবাড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ শীতের কুয়াশা আবারও প্রাণ কেড়ে নিল রাজ্য সড়কে। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কুয়াশাঘেরা রাতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। দুটি চারচাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন এক তরুণী জুনিয়র চিকিৎসক। মৃত চিকিৎসকের নাম সায়ন্তনী ভাদুড়ি। তিনি কলকাতার বাসিন্দা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর সঙ্গে গাড়িতে থাকা আরও তিনজন জুনিয়র চিকিৎসক, বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ডিউটি শেষ করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের চারজন জুনিয়র ডাক্তার একটি গাড়িতে করে পানিঘাটার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে শিলিগুড়ি অভিমুখে আসছিল আরেকটি চারচাকার গাড়ি। নকশালবাড়ির কদমমোড় এলাকায় আচমকাই দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার সময় এলাকাজুড়ে ঘন কুয়াশা ছিল, যার ফলে দৃশ্যমানতা ছিল অত্যন্ত কম। অনুমান করা হচ্ছে, কুয়াশার কারণে দুই গাড়ির চালকই সময়মতো সামনে আসা গাড়িটি দেখতে পাননি, যার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানা ও ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে প্রথম নকশালবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পরে তিনজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় জুনিয়র ডাক্তার সায়ন্তনী ভাদুড়ির। তিনি কলকাতার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে থাকা বাকি তিনজনও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দু'জনের চিকিৎসা চলছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, চালকদের গতি কতটা ছিল, এবং কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না- সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি কুয়াশাজনিত কারণে দৃশ্যমানতা কতটা কম ছিল, সেটিও তদন্তের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। উদীয়মান চিকিৎসক সায়ন্তনী ভাদুড়ির মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ সহ তাঁর পরিবারে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সায়ন্তনীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁর দেহ বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রাখা রয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

রয়েছে আকাশছোঁয়া চাহিদা তবুও বাজারে মিলছে না গুড়, চিন্তিত ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রয়েছে আকাশছোঁয়া চাহিদা তবুও বাজারে মিলছে না গুড়। যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন ক্রেতারা। বাজারে গিয়েও ফিরতে হচ্ছে অনেককে। এর কারণ হিসেবে উঠে এসেছে খেঁজুর রস কম আসার কথা। এর সঙ্গে রয়েছে পরে বেশি দামের আশায় গুড় স্টক করার কথাও। কারণ এখন গুড়ের দাম কম রয়েছে। রয়েছে জ্বালানি সমস্যা, সব মিলিয়ে বাজারে গুড়ের সংকট দেখা দিয়েছে। পিঠে-পুলির মরশুমে গুড় পাওয়া না গেলে সমস্যা আরও বাড়বে। যদিও গুড় প্রস্তুতকারকরা এর জন্য জ্বালানি সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। তারা জানিয়েছেন সমস্যা হচ্ছে খেজুর রস থেকে গুড় তৈরিতে। খেজুর গাছ কাটার পর সেই পাতা দিয়ে রস জ্বাল দিলে সুস্বাদু গুড় পাওয়া যায়। কিন্তু খেঁজুর গাছের সংখ্যা আগের থেকে কমায় পাতাও মিলছে না। জ্বালানির এমন অবস্থা খড় দিয়েও জ্বাল দিতে হচ্ছে এখন। ফলে গুড়ে ধোঁয়া ভাব থেকেই যাচ্ছে। অপরদিকে পর্যাপ্ত কাঠ পাওয়া

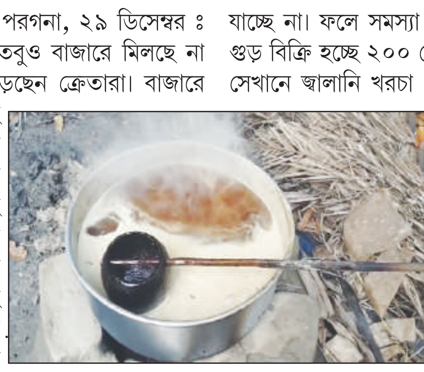

যাচ্ছে না। ফলে সমস্যা হচ্ছে। আর এর ফলে এদিকে গুড় বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকার কেজি দরে। সেখানে জ্বালানি খরচা পড়ছে প্রায় ১০০ টাকা। এই অবস্থা চলতে থাকলে গুড় ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়বে বলে জানিয়েছেন গুড় প্রস্তুতকারকরা। এবছর রস সেভাবে মিলছে না। তার উপর জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে গুড় তৈরিতে সমস্যা হচ্ছে। জ্বালানি সংকটের প্রভাব পড়তে পারে সাধারণ গুড়, দানাগুড় ও পাটালির দামেও। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে না। খেজুর রসের এই গুড় বিক্রি হয় স্থানীয় বাজারে এবং মিষ্টির দোকানে। খেজুর রস সংগ্রহ করা থেকে গুড় প্রস্তুত করা পর্যন্ত যে পরিমাণে পরিশ্রম এবং আর্থিক খরচ হচ্ছে সেই তুলনায় মিলছে না খেজুর গুড়ের বাজার মূল্য। তবুও বাংলার অতি প্রাচীন ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে আজও জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে খেজুর রস সংগ্রহ এবং খেজুর গুড় প্রস্তুত করে চলেছে বহু শিউলিরা।

নতুন বছরে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসছে নতুন অতিথিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসতে চলেছে একাধিক নতুন অতিথি। যা হতে চলেছে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে প্রতি বছরই নতুন কিছু চমক থাকে। গতবছর সিংহ, লেঙ্গুর, চশমা বানর সহ একাধিক বন্যপ্রাণীর আগমন ঘটেছিল। এবছরও তার ব্যাতিক্রম হচ্ছে না। ২০২৬ এ বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসতে চলেছে জলহস্তি, জিরাফ সহ একাধিক বন্যপ্রানী। পার্ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর, বাঘের পর সিংহের সফল প্রজননের পর সাফারি পার্কের ধারনক্ষমতা নিয়ে যথেষ্ট সুনিশ্চিত বন্যপ্রাণ বিভাগ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা এই মুহুর্তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪। সিংহের সংখ্যা পাঁচ। নতুন বছরে সিংহ পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত সাফারিতে ছাড়ার ভাবনা নিয়েছে সাফারি কর্তৃপক্ষ। বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর জানান, নতুন বছরে খুব শীঘ্রই সাফারি পার্কে নতুন অতিথি আসতে চলেছে। জলহস্তী, জিরাফ সহ আরও একাধিক প্রাণীর আসার কথা রয়েছে।পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে শীঘ্রই হাতি সাফারিও শুরু করা হবে।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে জলদাপাড়ায় বসছে একাধিক ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাদারিহাট, ২৯ ডিসেম্বর ঃ বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে আরও ক্যামেরা বসানো হবে। যদিও এর আগে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই আধুনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। সমগ্র বনাঞ্চল জুড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরা নেটওয়ার্ক স্থাপন করে বন্যপ্রাণীদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় জঙ্গলের অভ্যন্তরের সংবেদনশীল এলাকাগুলি রয়েছে। অত্যাধুনিক ইনফ্রারেড ট্র্যাপ ক্যামেরা ও হোয়াইট ফ্ল্যাশ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যার মাধ্যমে দিন ও রাত উভয় সময় সক্রিয় প্রাণীদের গতিবিধি নজরে রাখা সম্ভব হচ্ছে। এই ক্যামেরাগুলির কার্যকর নজরদারির জন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে ২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ১০৫ টি গ্রিডে ভাগ করা হযেছে। এই গ্রিড নির্ধারণে ভূপ্রকৃতি, আবাসস্থলের সংযোগ, বন্যপ্রাণীদের চলাচলের পথ এবং মানব কার্যকলাপের বিষয়গুলি বিবেচনায রাখা হযেছে। প্রতিটি গ্রিডে দুটি করে ডাবল-সাইডেড ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হযেছে। যাতে যে কোনও দিক থেকে চলাচলকারী প্রাণীর ছবি ধরা পড়ে। পাশাপাশি চোরা শিকারিদের চিহ্নিত করতেও এই ক্যামেরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করছে। বন দফতর সূত্রে জানা যায়, সমস্ত ক্যামেরা স্থাপনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বসতে চলেছে আরও ক্যামেরা। জলদাপাড়ার এডিএফও নবীকান্ত ঝাঁ জানান, এই ট্র্যাপ ক্যামেরা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিকল্পনায় অত্যন্ত সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা, বিস্তার, চলাচলের ধরন এবং আবাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে। পাশাপাশি, সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারির সুযোগ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে, প্রযুক্তি- নির্ভর এই উদ্যোগ জলদাপাড়ায় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে জানা যায়।

এসআইআর হিয়ারিং-ভেরিফিকেশন নিয়ে ক্ষোভ, একগুচ্ছ দাবি তুলে জামালপুর ব্লক তৃণমূলের স্মারকলিপি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ ডিসেম্বর ঃ সারা রাজ্য জুড়ে চলা এসআইআর-এর হিয়ারিং ও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকেও এই কাজ চলার মধ্যেই সোমবার প্রতিবাদে সরব হল জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন ও সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক নির্বাচন কমিশন, ইআরও এবং বিডিও-র কাছে

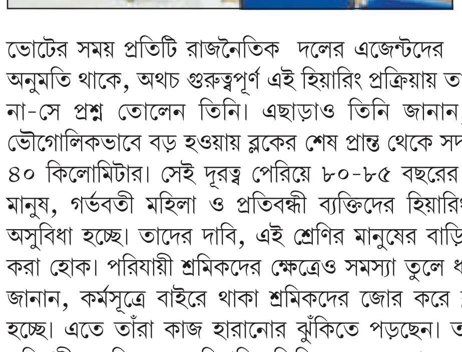

একগুচ্ছ প্রশ্ন ও দাবি তুলে ধরেন। মেহেমুদ খাঁন অভিযোগ করেন, হিয়ারিং কক্ষে কেন রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ-২ প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তার বক্তব্য, ভোটের সময় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের ভোটকক্ষে থাকার অনুমতি থাকে, অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই হিয়ারিং প্রক্রিয়ায় তা কেন দেওয়া হবে না-সে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এছাড়াও তিনি জানান, জামালপুর ব্লক ভৌগোলিকভাবে বড় হওয়ায় ব্লকের শেষ প্রান্ত থেকে সদর পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। সেই দূরত্ব পেরিয়ে ৮০-৮৫ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ, গর্ভবতী মহিলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের হিয়ারিংয়ে আসতে চরম অসুবিধা হচ্ছে। তাদের দাবি, এই শ্রেণির মানুষের বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং করা হোক। পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সমস্যা তুলে ধরে তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, কর্মসূত্রে বাইরে থাকা শ্রমিকদের জোর করে ব্লকে ডেকে আনা হচ্ছে। এতে তাঁরা কাজ হারানোর ঝুঁকিতে পড়ছেন। তাদের প্রস্তাব, এই পরিযায়ী শ্রমিকদের হিয়ারিং ভিডিও কলের মাধ্যমে করা হোক। এই দাবিগুলি ইআরও ও বিডিও-র কাছে জানানো হলে তাদের তরফে জানানো হয়, এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত নির্দেশ তাঁদের কাছে নেই। নির্দেশ এলে তা জানানো হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, ভারতে জন্ম নিয়ে ভারতে বসবাস করেও ভারতীয় পরিচয় প্রমাণ করতে মানুষকে বাধ্য করা হচ্ছে। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে মানুষকে অকারণে হয়রানি ও সমস্যায় ফেলতেই এই এসআইআর প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে বলে দাবি করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে তারা বিডিও-র কাছে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন।

চা বাগানে আটকে পড়ল ৩টি হাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৯ ডিসেম্বর ঃ ভোরের আলো ফোটার আগে জঙ্গলে ফিরে না যেতে পেরে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের নারাধুরা চা বাগানে আটকে পড়ল তিনটি হাতি। তারমধ্যে একটি শাবকও রয়েছে। চা বাগানে ঢোকার আগে ব্লকের ঝারমাঝ গ্রামে হাতির হানায় দুই ব্যক্তির গোয়াল ঘর ভেঙে দেয়। অন্যদিকে ধলাবাড়ি এলাকায় রাস্তার উপরে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি সাইকেল দুমড়ে মুচড়ে দেয় ও একটি মোটর সাইকেলেরও ক্ষতি করে ওই হাতিগুলি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বন দফতরের কর্মীরা ও পুলিশ। হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করছেন বন দফতরের কর্মীরা।

হেল্পলাইন রাজ্যের

কলকাতা, ২৯ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা কোন সমস্যায় পড়লে, তাদের জন্য হেল্প লাইন চালু করেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান, সাংসদ সামিরুল ইসলাম আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত ১১৪৩ জনকে এরকম পরিস্থিতি থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান এই শ্রমিকদের সাহায্য করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শ্রমশ্রী প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে যেখানে পাঁচ লক্ষ ২৫ হাজার ২৬০ টি আবেদন জমা পড়েছে। তিনি বলেন, এরকম পরিস্থিতিতে যে কেউ ৭৬০৩০৯১১২২ এই whatsapp নম্বরে অভিযোগ জানাতে পারে। এছাড়াও যে কোন রকম সমস্যায় ১৮০০-১০৩-০০৯ এই হেল্পলাইনে সব সময় যোগাযোগ করা যাবে। শ্রী ইসলাম জানান এখনো পর্যন্ত শ্রমিক কল্যাণে রাজ্য ২১৮ টি ক্ষেত্রে দু কোটি পনেরো হাজার টাকা খরচ করেছে।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী অলোক খামারু দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ১৮।০১।২০১৩ তারিখে বিমল খামারু দীই মহাশয়গনকে ০৪৯ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে চন্দন পাত্র মহাশয়কে ১২৯৮৮ /২০২৫ ও ১২৯৮৭ /২০২৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ, থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং- ৩৪৮।

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA:: MANTUMRA :: CHHATNA :: BANKURA

Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in eTender Notice No. **10/JAM/2025-26 dated 29/12/2025** last date of submission **19/01/2026 upto 11.00 A.M.**

Sd/-Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender and is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-08/CFC-BG/ 2025- 26{4th Call)	Construction of Concrete Road	26-12-2025	1	16-01-2026 up to 11:00 A.M.	19-01-2026
NIT-09/CFC-BG/ 2025-26{3rd Call)	Construction of Concrete Drain	26-12-2025	1	16-01-2026 up to 11:00 A.M.	19-01-2026
NIT-10/CFC-BG/ 2025-26	Installation of Solar Submersible	26-12-2025	1	16-01-2026 up to 11:00 A.M.	19-01-2026
NIeT-11/CFC-BG/ 2025-26	Construction of Road Protection Wall (Guardwall)	26-12-2025	1	16-01-2026 up to 11:00 A.M.	19-01-2026

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Onda 1 G.P**

বিজ্ঞপ্তি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত থানা ইলামবাজার, মৌজা কামারপাড়া, জে.এল.নং - ১৩১, খতিয়ান নং ২০৫৬, এল.আর দাগ নং.৫৪৩, পরিমান-১৫ শতক, আমি উক্ত জমির মালিক ও দখলীকার এই সম্পত্তি আমি আদিবাসী - সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিতে চাই। যার বাজার মূল্য ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা। ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আদিবাসীবৃন্দ যোগাযোগ করুন।
সুকুল বাস্কী, পিতা- বাদল বাস্কী, ইলামবাজার, দ্বারোন্দা, বীরভূম
মোঃ নং- ৮৬৩৭৮৬৯২০২

বিজ্ঞপ্তি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত থানা ইলামবাজার, মৌজা কামারপাড়া, জে.এল.নং - ১৩১, খতিয়ান নং ১৭৬৫, এল.আর দাগ নং.৬০৮ ও ৫৪৩, পরিমান-৩০ শতক, আমি উক্ত জমির মালিক ও দখলীকার এই সম্পত্তি আমি আদিবাসী - সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিতে চাই। যার বাজার মূল্য ৯,৩০,০০০ (নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা। ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আদিবাসীবৃন্দ যোগাযোগ করুন।
লাল মার্ডি, পিতা- ভীম মার্ডি, ইলামবাজার, দ্বারোন্দা, বীরভূম
মোঃ নং- ৯৮০০৬৮৬২১৩

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৫/বি/৭০৩০৯৪৭ তারিখ ২২.১২.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে "০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়ার রেলওয়ে কলোনি, অফিসারদের ক্লাব এবং অধস্তন কর্মীদের রেস্ট হাউসের হাউসকিপিং"-এর ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৮% জিএসটি সমেত ৫,৬৯,০৯,৬৭৬.৮১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৩৪,৫৫০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.gem.gov.in** তে পাওয়া যাবে। MISC-340/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার / টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে / আদ্রা নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিআরডি-এডিএ-ই-টেন্ডার-৩১-২০২৫, তারিখ ২২.১২.২০২৫; কাজের বিবরণ:** দুই বছরের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া, চন্দ্রকোণা রোড, ইন্দাস এবং বাঁকুড়ায় অবস্থিত রেলওয়ের মালিকানাধীন ০৪টি ট্র্যাকশন সাব-স্টেশন এবং পাথরডিহ এবং রামকানালীতে ০২টি ফিডিং পোস্ট পরিচালনার ব্যবস্থা করা। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,৭০,০৩,২৩৩.০০; **উপরের কাজগুলোর জন্য প্রযোজ্য ই-টেন্ডার-৩১-২০২৫ বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৪.০১.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং এর **টেন্ডার খোলা হবে:** ১৪.০১.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন। (PR-1010)

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT no-53/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026 DATE-27/12/2025**
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Temporary IT Infrastructural arrangement in connection with VVIP Program at Gangasagar during the month of January, 2026" **[Job No. KIT/RW/119 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-083/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **02.01.2026 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৫/ডিসেম্বর/০২ তারিখঃ ০৮-১২-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী-১
ই-টেণ্ডার নং. সিই/সিওএন/এলএফ/বিএলডি/২০২৫/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L25199WB1990PLC048791
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বাগাননগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩, ভারত
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, বরদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ই-মেইলঃ Krypton@kryptongroup.com, ওয়েবসাইটঃ www.kryptongroup.com

বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এর বিধানাবলী, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ ('বিধিমালা') এর বিধি ২০ এবং ২২, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (ICSI) কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকা ও সার্কুলার এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান, যার মধ্যে বর্তমানে বলব যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত, অনুসারে ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ('কোম্পানি') রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে শ্রী জয় সিং বারদিয়াকে নিয়োগের জন্য বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে তার সদস্যদের অনুমোদন চাইছে, যার ফলে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
২. পোস্টাল ব্যালটের নোটিশটি ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (আরটিএ)-এর কাছে অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট ('ডিপোজিটরি')-এর কাছে শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত (কাট-অফ তারিখ) নিবন্ধিত আছে, যা এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে করা হয়েছে। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালটের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে।
৩. এমসিএ সার্কুলার মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে, যাতে তারা ফিজিক্যাল পোস্টাল ব্যালট ফর্ম জমা দেওয়ার পরিবর্তে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারে। সদস্যদের সম্মতি বা অসম্মতির যোগাযোগ শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমেই হবে। এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর সাথে একটি চুক্তি করেছে যাতে সদস্যদের শুধুমাত্র ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করা যায়।
৪. রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা হযেছে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ০৯.০০ (আইএসটি)** থেকে শুরু হবে এবং **বুধবার, ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ বিকাল ০৫.০০ (আইএসটি)** পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির যে সকল সদস্যের নাম **শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর কাট-অফ তারিখ** অনুযায়ী সদস্য রেজিস্টারে রয়েছে, তারা সিডিএসএল-এর রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের অনুপাতে হবে। এরপর সিডিএসএল দ্বারা ভোটিং-এর জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো শেয়ারহোল্ডার একবার কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট দিলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার নন, তিনি এই নোটিশটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন। যৌথ ধারকদের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র সেই যৌথ ধারক যিনি নামের ক্রম অনুসারে প্রথমে আছেন, তিনি ভোট দিতে পারবেন। নামের তালিকা অনুযায়ী ব্যক্তিরা প্রস্তাবটির উপর ই-ভোটিং করার অধিকারী হবেন।
৫. এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির পোস্টাল ব্যালটের নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kryptongroup.com-এ আপলোড করা হয়েছে। কোম্পানির পোস্টাল ব্যালটের নোটিশটি স্টক এক্সচেঞ্জ, যথা ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এর ওয়েবসাইট থেকেও দেখা যাবে এবং এটি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ।
৬. যে সকল সদস্য শারীরিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, পোস্টাল ব্যালট নোটিশ গ্রহণ এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, তারা একটি যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের সাথে তাদের ফোলিও নম্বরের স্ক্যান করা কপি, স্ব-প্রত্যয়িত প্যান এবং আধার কার্ড, পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো যেকোনো একটি স্ব-প্রত্যয়িত নথির স্ক্যান করা কপি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) / কোম্পানিকে corporateaction@mdplcorporate.com-এ জমা দিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন। ইমেল ঠিকানা সফলভাবে নিবন্ধিত হলে, কোম্পানি উক্ত সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং নির্দেশাবলী পাঠাবে।
৭. যেকোনো অতিরিক্ত সহায়তার জন্য, সদস্যরা ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কোম্পানি সেক্রেটারি মিস প্রিয়া আগরওয়ালের সাথে টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৮৭ ১৩৬৬ /১৩৬৭ অথবা ইমেল আইডি cs@kryptongroup.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বাক্ষর/- প্রিয়া আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০.১২.২০২৫

Office Of the Raghunathpur Gram Panchayat
P.O.- Baga, Dist-Bankura

The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e-Tenders from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following **e-NITs, e-NIT No. 23/APAS/ OF 2025-26**, Dated: 23/12/2025. All informations available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Raghunathpur Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২ /১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**
WB-HMC/NIT/ED/39/EE-II/25-26 **Dated: 24-12-2025**

ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক), হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃক এপিএএস প্রকল্পের অধীনে এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও গলিপথের উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ফর্মে স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যাদের এই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ইই-২ বিভাগ **https://tenders.wb.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০৮.০১.২০২৬, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাাই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৫৩(১) / ২৫-২৬
২৯।১২ ।২০২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia

NOTICE INVITING TENDER NO:
NIT-02/APAS/BDO/JDB/2025-26 & NITe-26/APAS/2025-26

Off line **Tenders (NIT-02) / e tenders (NITe-26)** are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **up to 05.30 PM of 05/01/2026** for off tender and **up to 06.00 PM of 19/01/2026** for e-tender under APAS 2025-26 funds. For details intending participants may contact to the office of the undersigned in any working day before the last date of dropping of tender documents or visit **wbtenders.gov.in** (for e-tender)
Sd/-
Block Development officer
Joypur Development Block

MANAPPURAM FINANCE LIMITED Make Life Easy
Manappuram Finance Ltd. CIN-L65910KL1992PLC006623
Regd. Office : W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002-এর ধারা 8(1)-এর অধীনে)

যথারীতি;
নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুযায়ী, অনুমোদিত প্রতিনিধি, এবং বিভাগ 13(12) [নিয়ম 3]-এর সহিত, সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি 2002, অনুযায়ী ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন 16-10-2025 তারিখে ঋণগ্রহীতা (1) শ্রী সৌরভ চক্রবর্তী, প্রবীন চক্রবর্তী-এর পুত্র, বেনুদিয়া, ভক্তপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-721 601. (2) শ্রীমতী অপরূপা মহাপাত্র চক্রবর্তী, সৌরভ চক্রবর্তী-এর স্ত্রী, বেনুদিয়া, ভক্তপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-721 601. (এরপরে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণকে সম্মিলিতভাবে ''ঋণগ্রহীতা'' বলা হবে)-কে আদেশ করা হয়েছিল ডিমান্ড নোটিসে উল্লিখিত অর্থরাশি **₹25,38,409/-** (পঁচিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত নয় টাকা মাত্র) 16-10-2025 তারিখে বকেয়া প্রদান করার জন্য এবং এই নোটিস প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ণ 60 দিনের মধ্যে জমা করতে হবে।

ঋণগ্রহীতা সেই অঙ্ক প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগনকে এই মর্মে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধি 2002-এর ধারা 8 সহ পঠিত আইনের ধারা 13-এর উপ-ধারা (4)-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী ডিসেম্বর, 2025-এর 27 তারিখে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি সমূহের দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে আইনের ধারা 13-এর উপ-ধারা (8)-এর বিধানের প্রতি, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, বন্ধকী সম্পত্তি খালাস করার জন্য।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগনকে এই মর্মে সতর্কিত করা হচ্ছে যে তারা যেন উপরোক্ত সম্পত্তির কোনওরকম লেনদেনে প্রবৃত্ত না হন এবং এই সম্পত্তির ব্যাপারে যে কোনোরকম লেনদেন মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর অধীনস্থ হিসাব অনুযায়ী **₹25,38,409/-** (পঁচিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশত নয় টাকা মাত্র) এবং তার উপরে ভবিষ্যতে ধার্য সুদের বিষয়।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমগ্র সম্পত্তিটি যার জমির পরিমাণ ডেসিমেল 3,25/1416 বর্গ এবং তার সাথে আবাসিক ভবন সহ অবস্থিত এল.আর প্লট নং.-2204, জেএল নং,-104, খতিয়ান নং. 2716, মৌজা-বেনুদিয়া গ্রাম, বেনুদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তার সাথে পথ ব্যবহারের অধিকার এবং তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সুবিধা সহ,

পরিবেষ্টিত যথাক্রমে:-
উত্তর দিকে : পাবলিক রোড,
দক্ষিণ দিকে : 6 ফুট চওড়া কংক্রিট রোড এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি,
পূর্ব দিকে : প্রবীন চক্রবর্তী-এর সম্পত্তি
পশ্চিম দিকে : 5 ফুট চওড়া পাবলিক রোড

স্থান : ভালাপাদ
তারিখ : 27-12-2025
অনুমোদিত কর্মকর্তা
মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড

কীভাবে ক্লাস চলে পেপের পাঠশালায়?
সহকারীদের চোখে উজ্জ্বল এক জিনিয়াসের কারখানা

ম্যানচেস্টার, ২৯ ডিসেম্বরঃ অস্থির কৌতূহল। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন-সহকারী কোচ, অ্যানালিস্ট, ট্যাকটিক্যাল স্টাফ-তাঁদের কথায় বারবার ফিরে আসে এই একটাই শব্দবন্ধ। তিনি, মানে পেপ গুয়ার্দিওলা। শুধু ফুটবল কোচিং নয়। এক ধরনের মানসিক অনুশীলন, বুদ্ধিবৃত্তিক দৌড়, যেখানে থামার জায়গা নেই-এই দর্শন মেনে মাঠে-ময়দানে নিজেকে উজাড় করে দেন স্পেনীয় ম্যানেজার। জেতার পরও থামতে নারাজ, হারার পরও যিনি ভেঙে পড়েন না, সেই মানুষটাকে বুঝতে হলে গভীরে ঢুকতে হবে। ২০২০ সালের এক অক্টোবরে ম্যানচেস্টার সিটির টালমাটাল মরশুম শুরু। লেস্টারের কাছে হার, লিডসের বিরুদ্ধে ড্র। লিগে তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট। তখনই গুঞ্জন-এই কি পেপের শেষ ইংল্যান্ড-অধ্যায়? চুক্তি বাড়াননি, আন্তর্জাতিক বিরতিতে ছুটিতে গিয়েছেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, আগুনটা বুঝি নিভছে। অন্তত, নিভব নিভব করছে। ঠিক সেই সময়েই ফোন। সহকারী বিশ্লেষক পিয়েত ক্রেমার্সকে পেপের নির্দেশ, 'এখনই আসতে হবে। একটা আইডিয়া এসেছে।' ছুটি, সমুদ্র, খাবার-কিছুই আলোচনায় নেই। মাথায় তখন নতুন এক ট্যাকটিক্যাল কাঠামো। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল শুধু সেই কল্পনাকে বাস্তবে মেলে ধরতে। পরের ম্যাচেই আর্সেনালের বিরুদ্ধে সেই নতুন ছক। লিগ চমকে গেল! সহকারীদের মতে, ওই দিনটাই বুঝিয়ে দেয়-পেপ কখনও নিস্তেজ হন না, হতে চান না! এই বুদ্বুদের ভিতরে ঢুকলে প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ে, সেটা হল কাজের তীব্রতা। সহকারীদের কথায়, 'ইনটেন্স' শব্দে কোনও কিছুই ধরা যায় না। খুব ছোট। ম্যাচ জিতলেও পুরোপুরি রিল্যাক্স করার সময় নেই। কারণ পরের ম্যাচে কীভাবে আরও ভাল হওয়া যায়-প্রশ্নটা মাথায় ঘোরে। ট্রেবল জেতার পরও ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে ফাইনালে কোথায় আর একটু ভালো আক্রমণ করা যেত, তাই নিয়ে আলোচনা চলেছে মাসের পর মাস। পেপের সঙ্গে কাজ করা মানে নিজের ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনাকে জুড়ে দেওয়া। সহকারীদের বক্তব্য, তিনি কারও মতামত উড়িয়ে দেন না। লিগ টু-র কোনও ম্যাচ হোক বা ইউরোপের শীর্ষ স্তর-যেখানেই নতুন কিছু চোখে পড়ে, জানতে চান, খুঁটিয়ে দেখতে চান। রোবের্তো দে জারবির দল শাখতারের বিল্ড-আপ হোক বা কোনও তরুণ কোচের আইডিয়া-সবই তাঁর কাছে সম্ভাব্য অস্ত্র। এই খোলা মনই পেপকে আলাদা করে তুলেছে। এত কিছু জেতার পরও 'আমি সব জানি'-মানসিকতা নেই। বরং উল্টো। সহকারীরা একমত, স্পেনীয় জিনিয়াসের সবচেয়ে ব। গুণ তিনি নিজেকে বিশ্বাস করেন। দায়িত্ব দেন, স্বাধীনতাও। আবার একই সঙ্গে নিজের কাজের মান মেলে ধরে অন্যকে বাধ্য করেন সর্বোচ্চটা দিতে। খেলোয়াড়দের সামনে তাঁর প্রেজেন্টেশন নাকি সিনেমার মতো। প্রথম পাঁচ মিনিটেই মনোযোগ কাড়বেই কাড়বে। শুরুতে বোঝা যাবে না তিনি কোথায় যেতে চাইছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ছবিটা ক্রমশ পরিষ্কার। ঘর থেকে বেরনোর সময় খেলোয়াড়রা নিশ্চিত থাকে-এই পরিকল্পনা কাজ করবে। এই বিশ্বাস তৈরি করাটাই পেপের আসল শক্তি। অনেকে বলেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পেপ কখনও কখনও 'ওভারথিঙ্ক' করেন। সহকারীরা পাল্টা উদাহরণ দিয়েছেন। ২০১৯ সালে চেলসির বিরুদ্ধে ম্যাচে তরুণ জিনচেঙ্কোকে নামানো-যেটা তখন অনেকের চোখে ঝুঁকি ছিল-সেই সিদ্ধান্তই ৬-০ জয়ের ভিত্তি। এমন বহু ম্যাচ আছে, যেখানে তাঁর 'অদ্ভুত মনে হওয়া ভাবনা'-ই তালা ভেঙেছে। পেপের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তরুণ অনুগামীরা শিখেছেন খেলা দেখতে, অন্য চোখে। সাইডলাইন থেকে ম্যাচ পড়ার ক্ষমতা, হাফটাইমে নিখুঁত বিশ্লেষণ-এসব প্রায় অলৌকিক। একজন সহকারী এক সময় বলেছিলেন, 'আমি স্ট্যান্ডে বসে যা দেখি, ও পিচে দাঁড়িয়ে সেটাই বলে দেয়।' স্রেফ ট্যাকটিক্যাল কচকচি নয়। পেপের গুরুকুলে রয়েছে মানবিক সংবেদও। যা দেখা যায় খারাপ সময়গুলোতে। গত মরশুমে চোটের ধাক্কায় তিন মাসে সিটির পারফরম্যান্স পড়ে গিয়েছিল। তবু পেপ চেষ্টা থামাননি। নতুন সমাধান খুঁজেছেন, দলকে লড়াইয়ে রেখেছেন। সহকারীদের মতে, ওই সময়েই তাঁরা 'কোচ পেপে'র চেয়েও 'মানুষ পেপ'কে কাছ থেকে দেখেছেন। শেষ বিচারে সবাই একমত-গুয়ার্দিওলা শুধু ট্রফি জেতান না। একটা সংস্কৃতি তৈরি করেন।

রোহিত-বিরাটের ম্যাচের গুরুত্ব কমছে বোর্ডের কাছে!

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বরঃ মাসখানেক পরেই দেশের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের মূল লক্ষ্য বিশ্বকাপ ধরে রাখা। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মেন ইন ব্লু। তবে শোনা যাচ্ছে, বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলবেন না জশপ্রীত বুমরাহ এবং হার্দিক পাণ্ডিয়া। তবে এই সিরিজে ফিরতে পারেন শুভমান গিল। সূত্রের খবর, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজটাকে মূলত ফিটনেস এবং ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের নিরিখে বিচার করছে বোর্ড। চোট সারিয়ে ওঠা গিলকে এই সিরিজে আবারও নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে বলেই অনেকের মত। এছাড়াও সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ছাড়পত্র পেলে এই সিরিজে খেলানো হতে পারে শ্রেয়স আইয়ারকেও। অস্ট্রেলিয়ায় ফিল্ডিং করতে গিয়ে প্লীহায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন তারকা ব্যাটার। তার জেরে অন্তত দু'মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। ওয়ানডে সিরিজে খেলবেন বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাও। কিন্তু বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে একঝাঁক তারকা ক্রিকেটারকে এই ওয়ানডে সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। তার মধ্যেই অন্যতম বুমরাহ এবং হার্দিক। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকে আর ওয়ানডে খেলেননি বুমরাহ। অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পর হার্দিককেও ওয়ানডে খেলতে দেখা যায়নি। তাই বিশ্বকাপের আগে এই দুই তারকাকে নিয়ে সতর্ক থাকতে চাইছে বোর্ড। চোট-আঘাতের সমস্যা কমাতে এবং বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বুমরাহ-হার্দিককে ছাড়াই ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। আগামী ৪ জানুয়ারি ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে। তবে বিশ্বকাপের ঠিক আগেই রয়েছে কিউয়িদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। সেখানে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই নামবে ভারত। সিরিজ শেষ হওয়ার মাত্র আটদিন পর থেকেই শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। তবে ওয়ানডে সিরিজে না খেললেও বরোদার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে পারেন হার্দিক। বিশ্বকাপের দলে থাকা শিবম দুবে এবং অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও দেখা যাবে বিজয় হাজারেতে।

আইএসএল শুরু কবে? ক্লাব মিটিংয়ে ইস্টবেঙ্গলের আগমনেই বাড়ল জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বরঃ গত তিন থেকে চার মাস ধরেই ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। প্রত্যেকবার সুপার কাপের মধ্য দিয়ে সিজন শেষ হলেও এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। সেজন্য, ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের পর সাময়িক বিরতি নিয়ে বেশ কয়েকবার দেশের প্রথম সারির ফুটবল ক্লাব গুলির সঙ্গে সমাধান সূত্র খোঁজার লক্ষ্যে আলোচনায় বসেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এছাড়াও ক্লাব গুলির অনুরোধে সক্রিয়তা দেখিয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রালয়। তবে

গত নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে আয়োজিত হয়েছিল এই সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট। চলতি মাসের শুরুতেই শেষ হয়েছে সুপার কাপ। যেখানে গতবারের মতো এবারও চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছে মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়া। যারফলে নতুন সিজনে ফের ভারতবর্ষের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করবে গোয়া শিবির। কিন্তু কবে থেকে শুরু হবে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট। সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও অজানা। পূর্বে ধোঁয়াশার মধ্যে ছিল সমস্ত কিছু। পাশাপাশি ছিল বাজেট সমস্যা। যারফলে আদৌ কিভাবে আয়োজিত হতে পারে টুর্নামেন্ট সেটা বলা মুশকিল হয়ে পড়েছিল একটা সময়। তবে শেষ কয়েকটি বৈঠকে অনেকটাই কেটেছে জট। ইতিমধ্যেই শোনা গিয়েছে টুর্নামেন্টের খসড়া। যারফলে অন্যান্য বছর দুইটি লেগে টুর্নামেন্ট আয়োজিত হলেও সেটা এবার হচ্ছে না। সম্ভবত নির্বাচিত ভেন্যুতে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে পারে গোটা টুর্নামেন্ট। সেই সাথে কমেছে টুর্নামেন্টের বাজেট। মনে করা হচ্ছে এবার প্রায় ৭০ কোটি টাকার মধ্যেই আয়োজিত হতে পারে আইএসএল। সেক্ষেত্রে কমতে পারে টুর্নামেন্টের প্রাইজ মানি। তবে সেটা হলেও দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ হওয়া নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে সকলকে। পূর্বে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ আয়োজন নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছিল ক্লাব জোট। যেখানে একটি বড় পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল ক্লাবগুলি। কিন্তু সেখানে সক্রিয় ছিল না, ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু এবার উঠে আসছে নয়া তথ্য। শোনা যাচ্ছে, ক্লাব জোটের সাথে প্রথমবারের মতো আলোচনায় অংশ নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আগামীকাল ক্লাব গুলির বৈঠকে বসার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা আপাতত স্থগিত। তবে এর আগে টুর্নামেন্টের অবনমন সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে নাকি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের স্পষ্ট ধারণা চেয়েছে প্রথম সারির দলগুলি। পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সহ অবনমন ও আয়ের বিষয়গুলি নিয়ে নাকি স্পষ্ট ধারণা পেতে চাইছে দলগুলি। যেদিকে নজর থাকবে প্রত্যেকের।

ফের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে নামছেন কোহলি

মুম্বই, ২৯ ডিসেম্বরঃ এসেছেন, দেখেছেন, জয় করেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনেই মঞ্চ মাতিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির দলের হয়ে দু'টি ম্যাচ খেলেছেন, রানও পেয়েছেন। এরপর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ। তবে ইংরেজি নববর্ষে সারপ্রাইজ দিতে পারেন কোহলি। জানা গিয়েছে, বিজয় হাজারে ট্রফিতে আরও একটি ম্যাচ খেলতে পারেন তিনি। একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের মতে, কোহলির দিল্লির হয়ে জানুয়ারির শুরুতে নামতে চলেছেন। জানা গিয়েছে ৬ জানুয়ারি, রেলওয়েজের বিরুদ্ধে খেলতে পারেন তিনি। তবে কোহলির সম্ভাবনা থাকলেও রোহিত আর মুম্বইয়ের হয়ে এই টুর্নামেন্টে নামবেন না বলেই খবর। বিজয় হাজারে ট্রফিতে 'সুপারহিট' কামব্যাক করেছিলেন দু'জনেই। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পারফরম্যান্সে আকাশপাতাল তফাত। মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে নেমে প্রথম বলেই আউট হন হিটম্যান। তবে দুরন্ত ফর্ম ধরে রাখেন বিরাট। দিল্লির হয়ে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৭৭ রান। ম্যাচের সেরাও হন তিনি। দুই ম্যাচে খেলে তাঁরা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পেয়েছেন। এর মধ্যে কোহলি দ্বিতীয় ম্যাচের সেরা হয়ে ১০ হাজার টাকা পেয়েছেন। ১১ জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যাবে। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগুনে ফর্মে ছিলেন রো-কো। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশে কিছুটা বাধ্য হয়েই ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমেছিলেন। ফিরে বুঝিয়েও দিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে সংশয়ের জায়গা নেই। এখানেই শেষ নয়, কোহলি আরও একটি ম্যাচ খেলে দায়বদ্ধতার প্রমাণ রাখতে চলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ১৩ ম্যাচে ৬৫১ রান করেছেন কোহলি।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য 'স্পেশ্যাল' টিকিট

ইন্দোর, ২৯ ডিসেম্বরঃ আসন্ন বছর দেশের মাটিতে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজের পর্দা নামবে ইন্দোরে। ১৮ জানুয়ারি, হোলকার স্টেডিয়ামে ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের শেষ ম্যাচ। যাকে ঘিরে আগেভাগেই বাড়তি আকর্ষণ-ছাত্র ও বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকদের জন্য বিশেষ টিকিট-ছাড়ের ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। এই ম্যাচের সমস্ত টিকিট-সাধারণ দর্শক, ছাত্রছাত্রী ও বিশেষভাবে সক্ষম-একমাত্র অনলাইনে বিক্রি হবে। এমপিসিএ-র অফিসিয়াল টিকিটিং পার্টনার 'ডিস্ট্রিক্ট বাই জোমাটো' মারফত তা কাটা যাবে। মাঠে কোনও অফলাইন কাউন্টার থাকছে না। এতদূর সাদামাটা হলেও ছাত্র ও বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট গ্যালারি ও আলাদা কোটা রাখা হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক ম্যাচের অভিজ্ঞতা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছয়। আর এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে চর্চা। এমপিসিএ বরাবরের মতো ছাত্রদের জন্য বিশেষ ছাড় রেখেছে। ইস্ট স্ট্যান্ডের লোয়ার ও সেকেন্ড ফ্লোরে সীমিত সংখ্যক কনসেশন টিকিট পাওয়া যাবে। ইস্ট স্ট্যান্ড (লোয়ার)-৭৫০ টাকা, ইস্ট স্ট্যান্ড (সেকেন্ড ফ্লোর)-৯৫০ টাকা। প্রত্যেক ছাত্র একটি টিকিটই কিনতে পারবেন। প্রক্রিয়ার মোট দু'ধাপ- প্রথমে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন এবং তারপর বৈধ ছাত্র পরিচয়পত্র বা সাম্প্রতিক শিক্ষাগত নথি আপলোড করতে হবে। এমপিসিএ যাচাইয়ের পর

হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেলে একটি কনফার্মেশন লিঙ্ক পাঠানো হলে সেখান থেকেই টিকিট কেনা যাবে। রেজিস্ট্রেশন শুরু ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে। কোটা শেষ হলে বা ১ জানুয়ারি বিকেল ৫টা-যেটা আগে-তখনই প্রক্রিয়া বন্ধ হবে। বিশেষভাবে সক্ষম দর্শকদের জন্যও এমপিসিএ রেখেছে আলাদা কোটা। টিকিটের দাম- ৩০০ টাকা। গ্যালারি- নর্থ-ইস্ট গ্যালারি। এক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট আপলোড করা বাধ্যতামূলক। প্রতি ব্যক্তি একটি টিকিটই কিনতে পারবেন। হুইলচেয়ার লাগলে তা দর্শকদের নিজেদেরই সঙ্গে আনতে হবে-ম্যাচের দিন আলাদা করে ব্যবস্থা থাকবে না। এই ম্যাচের সাধারণ টিকিটের দাম শুরু ৮০০ টাকা থেকে, সর্বোচ্চ ৭ হাজার টাকা। স্ট্যান্ড ও প্যাভিলিয়ন অনুযায়ী দাম হেরফের হবে। অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে গেটওয়ে ও কুরিয়ার চার্জ আলাদা লাগতে পারে। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা হতে চলেছেন ম্যাচের মূল আকর্ষণ। চোট সারিয়ে ফেরা শুভমান গিলের নেতৃত্বে নামবে ভারতীয় দল। সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করবে বিসিসিআই, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে।

জানুয়ারির শীতের হাওয়ায় কি ভাগ্য বদলাবে এই ৭ তারকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইউরোপীয় ফুটবলের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে টাকার ঝনঝনানি কম ছিল না। বড় বড় সব চুক্তি হয়েছে, হয়েছে তারকাদের দলবদলও। কিন্তু দলবদলের সেই উত্তাল হাওয়া সবার পালে সমানভাবে লাগেনি। অনেকে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় যেতে পারেননি, আবার অনেকে নিজের বর্তমান ক্লাবে ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন। ইউরোপিয়ান ফুটবলের সেসব 'অসুখী' তারকা এখন চাতক পাখির মতো চেয়ে আছেন জানুয়ারির শীতকালীন দলবদলের দিকে। নিয়মিত খেলার সুযোগ নেই, দলে গুরুত্ব কমেছে-সব মিলিয়ে তাঁদের ক্যারিয়ার এখন অনেকটা অনিশ্চয়তার সুতায় ঝুলছে। এই সাত ফুটবলারের জন্য জানুয়ারির দলবদলটা শুধু প্রয়োজনই নয়, বরং অনেকটা বাধ্যতামূলক।

• গ্যাব্রিয়েল জেসুস, আর্সেনাল

চোট কাটিয়ে প্রায় এক বছর পর মাঠে ফিরলেও জেসুস বোধ হয় ফিরতে একটু দেরিই করে ফেলেছেন। আর্সেনালের কোচ মিকেল আরতেতার গুডবুকে এখন তাঁর নামটা অনেক নিচে। ভিক্টর ইয়োকেরেস আসাতে তো বটেই, এমনকি মিকেল মেরিনো কিংবা কাই হাভার্টজের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। বাস্তব কথা হলো, ২৮ বছর বয়সী জেসুস এখন গানার্সদের জন্য অনেকটা 'বোঝা' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সামনে বিশ্বকাপের বছর, তাই জাতীয় দলে জায়গা পেতে হলে মাঠে নামার বিকল্প নেই তাঁর। সাড়ে চার কোটি পাউন্ডের জেসুসকে জানুয়ারিতে বিক্রি করে দিয়ে কিছুটা লোকসান অন্তত কমাতে চাইবে আর্সেনালও।

• রোনাল্ড আরাউহো, বার্সেলোনা

বার্সার রক্ষণভাগের এই 'উরুগুয়েন দেওয়াল' এখন অদ্ভুত এক সময় পার করছেন। চেলসির কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগে হারের রাতে তাঁর সেই বেপরোয়া লাল কার্ড যেন সমর্থকদের কাছে ভিলেন বানিয়ে দিয়েছে। চাপ সামলাতে না পেরে মানসিক স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে ফুটবল থেকে সাময়িক বিরতিও নিয়েছিলেন। যদিও তিনি কাতালুনিয়া ছাড়বেন কি না তা নিশ্চিত নয়, তবে নতুন কোথাও শুরু করলে সেটা তার জন্য 'ফ্রেশ স্টার্ট' হতে পারে। আরাউহো যদি দল ছাড়ার ঘোষণা করেন, তবে ইউরোপের ব। ক্লাবগুলোর লাইন লেগে যাবে-এতে কোনো সন্দেহ নেই।

• রহিম স্টার্লিং, চেলসি

মাঠের চেয়ে ডাগআউটে কিংবা গ্যালারিতেই স্টার্লিংয়ের সময় কাটছে বেশি। নতুন কোচ এনজো মারেসকার পরিকল্পনায় স্টার্লিং যেন এক 'অচ্ছুত' নাম। অবস্থা এমন যে তাঁকে অনূর্ধ্ব-২১ দলের সঙ্গে অনুশীলনে পাঠিয়ে কার্যত নির্বাসনে দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসের পর চেলসির মূল জার্সিতে তাঁকে দেখাই যায়নি। ৩১ বছর বয়সী এই উইঙ্গারের ক্যারিয়ারে এখনো কিছুটা জ্বালানি বাকি আছে ঠিকই, কিন্তু সে জন্য তাঁকে বিশাল বেতনের মোহ ছেড়ে নতুন ক্লাবে তল্পিতল্পা গুছিয়ে চলে যেতে হবে। চেলসিও চাইছে ২০২৭ পর্যন্ত চুক্তির বোঝাটা ঝেড়ে ফেলতে।

• অ্যাক্সেল ডিসাসি, চেলসি

স্টার্লিংয়ের পথেই হাঁটছেন ফরাসি সেন্টারব্যাক ডিসাসি। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তাঁর ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার। মোনাকো কিংবা বোর্নমাউথ একসময় আগ্রহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত চুক্তিটা আর আলোর মুখ দেখেনি। মাত্র ২৭ বছর বয়সেই এক অনিশ্চিত ঘেরাটোপে বন্দী তিনি। গুঞ্জন আছে, ফরাসি ক্লাব লিঁও তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে আসতে পারে। জানুয়ারির শীতের হাওয়ায় নতুন কোনো গন্তব্যই হতে পারে ডিসাসির ক্যারিয়ারের সঞ্জীবনী সুধা।

• কালভিন ফিলিপস, ম্যানচেস্টার সিটি

ম্যানচেস্টার সিটির স্কোয়াডে কালভিন ফিলিপস নামে একজন খেলোয়া। আছেন, সেটা হয়তো সিটি সমর্থকেরাও ভুলতে বসেছেন। একসময় যাঁকে 'ইয়র্কশায়ারের পিরলো' বলা হতো, সেই ইংল্যান্ডের অন্যতম সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এখন যেন পথ হারানো পথিক। ওয়েস্ট হ্যাম বা ইপসউইচ টাউন-কোথাও ধারের অভিজ্ঞতাই সুখকর হয়নি। এখন প্রশ্ন হলো, নিজের মান কতটা কমিয়ে তিনি নিচের স্তরের কোনো ক্লাবে থিতু হতে রাজি হবেন। তবে ক্যারিয়ার বাঁচাতে হলে এই শীতে তাঁর ডেরা বদলানোটা এখন সময়ের দাবি।

• কোবি মাইনু, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ওল্ড ট্রাফোর্ডের বেঞ্চ এখন যেন মাইনুর দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠছে। গ্রীষ্মে ধারে অন্য কোথাও যেতে চাইলেও ইউনাইটেড তাঁকে ছাড়েনি। অথচ রুবেন অ্যামোরিমের অধীনেও তিনি প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। চলতি মরসুমে মোটে ৩০২ মিনিট মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখলে মাইনুকে জানুয়ারিতে ক্লাবের কাছে রীতিমতো 'বিদ্রোহ' করে হলেও অন্য কোথাও খেলার সুযোগ খুঁজতে হবে।

• জোশুয়া জিরকজি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডে আসা জিরকজি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। হালের সেসকো কিংবা এমবেউমোর দাপটে তিনি দলের গুরুত্বহীন এক সদস্যে পরিণত হয়েছেন। ইতালির ক্লাব এএস রোমা তাঁকে নিতে ওত পেতে আছে। ওল্ড ট্রাফোর্ডের 'ম্যাচ টাইম' বি।ম্বনা থেকে বাঁচতে জিরকজির জন্য রোমই হতে পারে আদর্শ ঠিকানা।

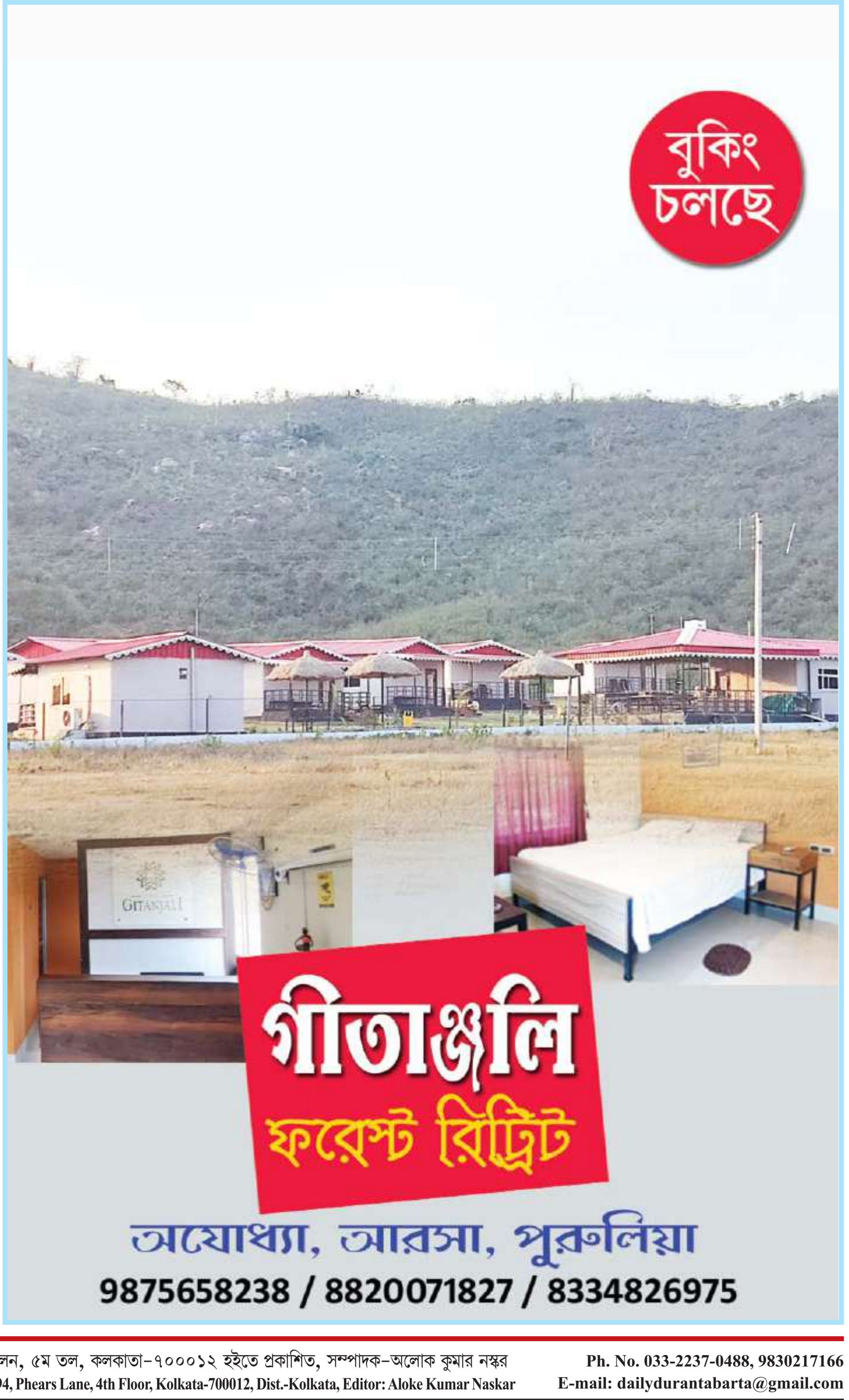

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com